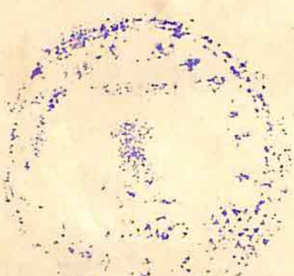


রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ

অক্ষয় কুমার রায় ॥



রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ

* * * * *

শ্রীঅজয়কুমার রায়
অধ্যাপক, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ
কলিকাতা

* * * * *

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা ১২

RABINDRANATH O WORDSWORTH
By Prof. Ajoy Kumar Roy
Price Rs. 4·00 only.

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৩৬৮

মূল্য : টা. ৪·০০ (চারি টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীঅরূপ গুহঠাকুরতা

মুদ্রাকর :
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল
কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

"আমি   বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু   শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।"

—রবীন্দ্রনাথ

" 'Tis, by comparison, an easy task
Earth to despise; but, to converse with heaven—
This is not easy :."

—WORDSWORTH

॥ পূজা ॥

বিশ্বকবি,

"একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফ'লে,
আজো নাই শেষ। … … …
… … … তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান।"

তাই

"যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
… … … যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপমুখে,
সে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিত্য তব স্মৃতির সম্মুখে।"

আত্মকথা

এতক্ষণ কেবল অপরের কথাই বল্‌ছিলুম, এবার নিজের কথা একটু বল্‌বার অবসর পাওয়া গেল। নিজের কথা শেষে বলা হ'লেও স্থান তার কিন্তু সবার আগে। পুঁথির প্রথম পাতাটি তার। ঠিক যেন ভোজবাড়ীর ব্রাহ্মণ, যখনই আসুক না কেন সবার আগে তার ঠাঁই, ভোজনের প্রথম পাতাটি তার।

প্রথম খুলেছি রবীন্দ্রনাথ আমার কৈশোরে। তখন বুঝিনি কিছু, কিন্তু যখনই নিয়ে ব'সেছি আমার ইন্দ্রিয় ভ'রে কী যেন সমারোহ জেগে উঠেছে। ধ্বনির মাধুর্যে ছন্দের দোলায় শব্দের মসৃণ মিলিত সুরে মনে কী এক স্বপ্ন-লোক সৃষ্ট হ'য়ে উঠেছে! বই নিজের ছিল না তখন, ধার ক'রে এনেছি, যথাসময়ে ফেরৎ দেবার কথা খেলাপ ক'রেছি, ইচ্ছা—যত বেশী দিন কাছে থাকে; গচ্ছিত ক'রে রেখেছি আমার কৈশোর জীবনের ঘরের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায়, সবার নাগালের বাইরে, সেদিন আমার মনে হ'য়েছে যেটি পবিত্রতম স্থান—সেখানে। অবাক হ'য়ে দেখেছি বইগুলোর মলাটের রঙ্‌ কেমন যেন! কবির নামটা যেন কেমন হরফে লেখা! কবিতার লাইনগুলো কেমন এদিকে ওদিকে ক'রে সাজানো! সারাগায়ে হাত বুলিয়েছি বইগুলোর, পাগলের মত গন্ধও শুঁকেছি! কিশোর ও স্কুলজীবনের সবচেয়ে যে বড় দুর্দিন সেই একজামিনের ইন্দ্রাস্ত্রেও আমার এই অকারণ কবিপ্রীতির বৃত্রাসুর বধ হোত না দেখে গুরুজনেরা বিস্ময়বোধ ক'র্‌তেন যেমনি, এই বয়সানুপযোগী দুর্বোধ্য বস্তুগুলি নিয়ে ছেলেখেলা করা এবং সময়োচিত কর্তব্যে অবহেলা করার দরুণ তিরস্কারও বর্ষণ ক'রেছেন তেমনি। স্বীকার ক'র্‌ছি তাতে ধিক্কার জন্মেছে প্রচুর, কিন্তু আক্কেল জন্মায়নি এতটুকু। তবে এইটুকু বোধ জন্মেছে সেদিন যে, পৃথিবীতে এমন একজনের লেখা বই আছে যা বোঝা না গেলেও পড়ার কাজটা বোঝা মনে হয় না আদৌ, বরং মনের মধ্যে একটা বাঁশি-বাজার কাজ চ'ল্‌তে থাকে, মনটা ম'জে ওঠে।

জাগ্রত চেতনায় এলেন তিনি যৌবনে—বোধিতে—তপস্যার মত নিবিড় হ'য়ে। তারপর সে-আসার তাঁর আজো শেষ নেই। যত দেখ্‌ছি সর্ব

অন্তরাত্মা যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্ছে। আগে শুধু ইন্দ্রিয় ভ'রে উঠ্ত রূপে, আজ হৃদয় ভ'রে উঠ্ছে রসে—অমৃতে। যত তলিয়ে দেখ্ছি বিস্ময় কেবল বড়ো হ'য়ে উঠ্ছে—জীবনে শান্তি-সান্ত্বনা মিল্ছে।

ওয়ার্ডস্বার্থ এলেন ঐ সময়েই। তার আগে তাঁর দু'চারটে লেখা যে পড়িনি তা নয়, তবে বিদেশী মানুষ, বিভীষিকা একটা ছিলোই, তারপর সাহস ক'রে যখন এগিয়ে গেলুম ভয়ের মুখোসটা গেল খ'সে। ক্রমে অপরিচয়ের পর্দাটা যত উঠে যাচ্ছে ততই দেখ্ছি, পূবের একটি মহামানব তাঁর মধ্যে উঁকি দিচ্ছেন। একই রঙের সূর্য যেন, দেখা যাচ্ছে এপারে ওপারে। তবে পশ্চিমের চেয়ে পূবে যেন তার দীপ্তিটা একটু প্রখর, বিচ্ছুরণটা একটু বেশী। ইংলণ্ডের চেয়ে ভারতবর্ষেই তো সূর্যের লীলা বেশী অপরূপ।

প্রায় দু'বছর আগে এক চৈত্রের রাত্রে 'The Prelude' প'ড়তে প'ড়তে দুপুররাত্রি গড়িয়ে গেলো। ওয়ার্ডস্বার্থ তখন dance party থেকে ফির্ছেন। ক্রমে সেই জায়গাটায় এলুম—

Magnificent
The morning rose, in memorable pomp,
Glorious as e'er I had beheld—

ইত্যাদি ইত্যাদি...সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকবির লাইনকটি মনের মধ্যে পাশাপাশি জেগে উঠ্লো—

"তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।"—ইত্যাদি ইত্যাদি। দুইটি উদ্ধৃতিই গ্রন্থের মধ্যে চয়ন করা হ'য়েছে। দ্বিরুক্তি দোষের ভয়ে পুনর্বার চয়নে সংযম রক্ষা ক'রলুম।

এই হোলো এই গ্রন্থজন্মের আদি কাহিনী।

তারপর আপন অনুসন্ধিৎসু মনের অদ্ভুত তাগিদে ক্রমাগত মিল খুঁজে বেড়িয়েছি দুই কবির, ছুটেছি এখানে ওখানে, দুটি বছর ধ'রে যে ধৈর্য ও পরিশ্রম স্বীকার ক'রেছি তা দিয়ে হয়ত ব্যবসার বাজারে যুদ্ধ ক'রে টাকার

কেল্লা গ'ড়ে তোলা যেতে পার্‌তো, কিন্তু অমূল্য কী-একটা থেকে নিজেকে ফাঁকি দিতুম ব'লে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনে সান্ত্বনা মিল্‌তো না।

অবশ্য বিষে জাহির ক'র্‌ছি না—স্বল্প জ্ঞানের পরিসরে যতটুকু দেখেছি, মনে হয়, ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গে বিশ্বকবির নানাদিকে যত বেশী সাদৃশ্য পাশ্চাত্য দেশের আর কোন কবির সঙ্গে বোধ হয় তত বেশী সাদৃশ্য নেই। শেলীর কথা বহুদিন পূর্বেই উঠেছে, বাংলার শেলী বলা হ'য়েছিলো একদিন কবিকে; কোল্‌রিজ্‌ ও ব্লেক-এর কথা আসে; কীট্‌স্‌-এর সঙ্গে ভাবাত্মীয়তার কথা কোন এক পত্রে কবি নিজে ব'লেছেন; আরো বহু কবির কথা উঠেছে; কিন্তু মনে রাখতে হবে আমি 'তত বেশী সাদৃশ্য' কথাটির উপর জোর দিয়েছি; অবশ্য গ্যেটের কথা স্মরণ হ'লেও তা ভিন্ন আলোকে চিন্তা ক'রে দেখবার বিষয়।

মিল দেখতে গেলেই গরমিল আপনা হ'তে দেখা দেয়, ভোজবাড়ীর রবাহূত কাঙালীদের মত। তাই সাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈসাদৃশ্যও আলোচিত হ'য়েছে। উদ্ধৃতি চয়নে সংযম রক্ষা ক'রেছি, পাছে পুঁথি বাঙ্‌লার বনেদী স্থূলাঙ্গী জমিদার গৃহিণীর মত আপনার ভারে আপনি অচল হ'য়ে পড়ে। সেই আশঙ্কায় দু'একটি ছোটখাট বিষয়ও হয়তো বাদ প'ড়েছে। একে বাঙ্‌লাদেশ, তাতে আবার সমালোচনা; পোকায় কাটার ভয়ে প্রকাশককুল সন্ত্রস্ত; বিদ্যাসুন্দরীয় গল্পের চাট্‌নি হ'লেও না হয় চেখে দেখার কথা চিন্তা করা চলে। ফর্মাসংখ্যা হাতের আঙুলের সংখ্যা পেরোলেই আবার বিপজ্জনক। তাই বেড়ে উঠ্‌তে চাইলেও সুরু থেকেই জোর ক'রে কেবলই পুঁথির দেহ সঙ্কুচিত ক'রে এসেছি—চীনা মেয়েদের পায়ে লোহার জুতো পরানোর মত। এমন কি কবিদের কবিতাগুলো পর্যন্ত সব সময় ছন্দে সাজিয়ে দেখাতে পারিনি, পাছে ফর্মা বাড়ে। কিন্তু হঠাৎ স্রোতে ভেসে এসে যে-ঘাটে ঠেক্‌লুম, দেখ্‌লুম সেখানকার দস্তুর আলাদা। সেখানে পুঁথির নৌকো পাঁচশ'মণী হ'লেও বেজার নেই। ফর্মা তাঁরা আঙুলে গোনেন না, ইঞ্চি-ফুটে মাপেন। সুতরাং ভালো করিনি পায়ে লোহার জুতো পরিয়ে। খারাপও ক'রিনি, কেননা পুঁথি বিকার এবং প্রলাপের হাত থেকে বেঁচে গেছে। শাপে বর।

যাই হোক্‌, বক্তব্য প্রত্যেকস্থলে যথাসম্ভব পরিস্ফুট ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, কোথাও যদি না হ'য়ে থাকে তাহ'লে পরবর্তীকালে আমার আশা এবং

বিশ্বকবির ভাষার দরজায় আর ধর্ণা দেবো কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা ক'র্‌বো এই কথা র'ইলো, অবশ্য প্রথম সংস্করণেই এর যদি কৈবল্যপ্রাপ্তি না ঘটে। আর যদি ঘটে তাহ'লে কী ক'রবো? তাহ'লে কি সরস্বতীর বীণাগুঞ্জিত কুসুমাঙ্গন ত্যাগ ক'রে তাঁর মালঞ্চের মালাকরের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে গণেশ কিংবা বিশ্বকর্মার কর্মশালার মৃত্যুদ্বারে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌বো—'দ্বার খোলো'? রণাঙ্গন থেকে ফির্‌বো কি পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত নিয়ে? না ঠায় দাঁড়িয়ে সাম্‌নে থেকে বক্ষে ক্ষতচিহ্ন নেবো? আজই ধ্যানস্থ হ'লুম।

যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রেছি। রূপকথার রাজা আমি নই যে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর পক্ষপাত চালাবো। তা ছাড়া মল্লযুদ্ধের আখড়া এটা নয়, তার আম্পায়ার হ'য়েও সমালোচনা-মাঠে আমি অবতীর্ণ হই নি। অনুসন্ধানে যা মিলেছে তাই অকপটে লিখেছি। আজ আমি এক অখ্যাত কোণ থেকে বাঁশি বাজিয়ে গুণ গাইলে বা ঢেঁড়া পিটিয়ে নিন্দা রটালে এতদিন পরে ওঁদের কেউ বড় বা ছোট হ'য়ে যাবেন না। যেখানে একটু-আধটু ব'লেছি, নিতান্ত প্রয়োজনে ব'লেছি, যে-কেউ লিখ্‌তেন তাঁকেই ব'ল্‌তে হোতো। বহুদিনের এ-পরিশ্রমের ফল সুধীজনের কাছে রসাল হ'য়ে উঠ্‌বে না মাকাল হ'য়ে উঠ্‌বে জানি না, যদি প্রথমটিই হয় তাহ'লে তার জন্যে বুক ফুলিয়ে গর্ব ক'র্‌বো না, গুরুদেবের আশীর্বাদ পাওয়ার পক্ষে খর্ব আমি নই ব'লে সান্ত্বনা পাবো। আর যদি দ্বিতীয়টিই—বালাই ষাট্‌!

একেবারে অসূর্যম্পশ্যা নয় আমার এই মানসসম্ভূতা। বেশ কিছুদিন আগে রামমোহন লাইব্রেরীর একটি সাংস্কৃতিক অধিবেশনে এর কিয়দংশ পঠিত হয় এবং উপস্থিত সুধীজনের শ্রুতি আকর্ষণ করে। বিশিষ্টদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। এরপরেই তাঁর 'বসুধারা' পত্রের জন্য আমার কাছে লেখার তাগিদ আসায় এরই প্রথম খানিকটা অংশ সংক্ষিপ্তাকারে ঐ 'বসুধারা' পত্রেই প্রথম প্রকাশের সূর্যালোক দর্শন করে। এরপরে বেশ-কিছু-দিন কী-করি কী-না-করি ক'র্‌তে ক'র্‌তে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের একদলের 'নিজেই ছেপে ফেলুন' এই উপদেশ, অন্যদলের 'খবরদার ছাপবেন না—ডুব্‌বেন', এই হুঁসিয়ারী শুন্‌তে শুন্‌তে সাহিত্যের বোধিদ্রুমতলে লেখন ব্যবসার অনিত্যতা সম্বন্ধে বোধি

অর্জন ক'র্ছি এবং এই সত্য উপলব্ধি ক'র্ছি যে, বাঙ্‌লাদেশের রাস্তাঘাটে হাটেবাজারে বৈঠকখানায়-রোয়াকে মৌখিক সমালোচনা প্রচুর কাটলেও মুদ্রিত সমালোচনা মোটেই কাটে না, তখন একদিন অকস্মাৎ প্রকাশক মহাশয় আমার মানসসন্তুতার চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে একেবারে সাহিত্যের রাজসভায় দাঁড় ক'রিয়ে দিলেন। নেহাৎ যাজ্ঞসেনীয় শতাব্দী এটা নয়, বা খাঁটি যাজ্ঞসেনী এ নয় ব'লেই দুর্গতি বা বেইজ্জৎ হোলো না, বরং ডেস্ক-অন্তঃপুরের বন্ধনমুক্তির সদ্‌গতিতে এর ইজ্জৎ গেল বেড়ে। মান্যবর প্রকাশক মহাশয়কে ধন্যবাদ। মনে রাখতে হবে এই শিভ্যাল্‌রিটা তাঁর মহাভারতীয় দুর্যোধনত্ব নয়, রামায়ণী রাঘবত্ব।

গ্রন্থের ভিতরটা খুল্‌লে অনেকের বিস্ময় জাগবে জানি। ভিতরটা উপন্যাসের আকৃতি নিয়েছে। কোন নাম নেই প্রবন্ধগুলোর; পরিচ্ছেদ ক'রে লেখা এবং সেগুলো সংখ্যাচিহ্নিত। নাম হয়তো কয়েকটির দেওয়া চ'ল্‌তে পার্‌তো, কিন্তু বেশীর ভাগই নাম দেওয়া সম্ভব নয় বা সমীচীন ব'লেও মনে ক'রিনি। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র না হ'লে নাম দেওয়ার সার্থকতা থাকে না। কিন্তু এগুলির বেশীর ভাগই পরস্পর প্রভাববিমুক্ত নয়, প্রত্যেকটির অন্তরে অন্তরে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র বর্তমান। বিশ্ব-কবির সারাজীবনের ভাব-সাধনাই তো পূর্বাপর যোগসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং তার আলোচনাও যোগসূত্র বিবর্জিত হওয়ার কথা নয়। তাই তাদের নামে বাঁধাও সমীচীন মনে ক'রিনি। তাছাড়া বিশালকে প্রসারতার বুকে মুক্ত দেখ্‌তেই সুন্দর, নাম দিয়ে সঙ্কীর্ণ ক'র্‌লে তার সৌন্দর্যহানি হওয়ারই সম্ভাবনা। সূর্যরশ্মির নাম হয়তো দেওয়া যেতে পারে (বৈজ্ঞানিকরা দিয়েছেন) প্রয়োজনের খাতিরে, কিন্তু তাতে কী-ই বা হোলো, সে কী দুনিয়ার মন ভোলাচ্ছে ঐ নামগুলো দিয়ে? যেখানে সে বিশ্বজিৎ সেখানে সে ঐ নামগুলিকে ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে দিয়ে প্রতিটি উষা-সন্ধ্যায় আকাশে-সাগরে ভূধরে-প্রান্তরে কী মায়াচ্ছন্ন স্বপ্নলোক সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! সেই আলোক-পারাবারের সৌন্দর্যতীরে-দাঁড়ানো স্বপ্নাবিষ্ট ধ্যানমগ্ন একটি চৈতন্যের কাছে এসে কেউ নাম দেবার তাগিদ নিয়ে যদি হট্টগোল করে তা হ'লে তাতে ল্যাবরেটরীর বাজার জ'মে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু

অখণ্ড পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে চঞ্চল ও খণ্ডমনের অপরাধ ও লজ্জা লুকোবার জায়গা আর অবশিষ্ট থাকে না।

যাই হোক্‌, গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ ক'র্‌লো। কম বেশী এতে যাঁরাই সাহায্য ক'রেছেন তাঁদের সবাইকে একসঙ্গে কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানালুম। আলাদা আলাদা নাম ধ'রে জানাতে গেলে অজান্তে অনেকেরই প্রতি হয়তো অন্যায় ক'র্‌তুম, অবিচার ক'র্‌তুম, ধিক্কারের পাত্র হ'তুম, অভিমানের বিষয় হ'য়ে দাঁড়াতুম। এদিক দিয়ে এতে রেহাই পাওয়া যাবে। ইতি

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮
রাসপূর্ণিমা।

গ্রন্থকার

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ

১

Romantic Revival যুগের কবিকুলের যে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিভা-জ্যোতিষ্কের আকস্মিক আবির্ভাব ইয়োরোপের উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কাব্যসাহিত্য ও ভাবধারাকে নব জ্যোতিসম্পদে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিল, তার উদয়তত্ত্বের পুরোপুরি আলোচনার ক্ষেত্র এটা না হ'লেও এটুকু না ব'ললে নয় যে তার মূলে খুব কম পরিমাণে ছিল না ইতিহাস-খ্যাত ফরাসী-বিদ্রোহ ও রুসো, "the father of Romanticism"-এর বহ্নিদীপ্ত অনুপ্রেরণা। যে বিস্তৃততর এবং বৃহত্তর প্রাণশক্তি সংশয়ে প্রশ্নে, দুঃখে জয়ে, বেদনায় সন্দেহে মনুষ্যজাতিকে সেদিন ক্রমোন্নতি ও ক্রমপূর্ণতার বৃত্তপরিধির চারপাশে প্রবলবেগে ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরছিল তারই মধ্যে মেলে রোম্যান্টিক পুনর্জাগরণ তথা আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য-স্রোতধারার উৎস-সন্ধান। এই রোম্যান্টিক কবিকুল শুধু বজায় রাখেননি রেষ্টোরেশনের যুগ থেকে সুরু ক'রে কলালক্ষ্মীর ক্রমাগ্রগতির পদক্ষেপের তালটুকু, এঁরা নববীণায় পুনর্ঝঙ্কারিত ক'রেছেন এলিজাবেথীয় কবিদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্ধবিস্মৃতপ্রায় সুরমূর্ছনা আর প্রাণৈশ্বর্যের গভীরতাকে। বর্ণনার সহজ সরল বৈশিষ্ট্যে ও আলোকবিচ্ছুরিত একটি তেজোদৃপ্ত গতিতে, মানবচরিত্র ও আবেগের প্রতি সসম্ভ্রম শ্রদ্ধায়, হৃদয়ানুভূতির মৃদু পেলব প্রস্ফুরণে, কামনাহীন প্রকৃতি-প্রেমে, আত্মার সূক্ষ্মতম ভাবরন্ধ্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে, নিসর্গদৃশ্যের অন্তরে একটি গভীর অর্থোপলব্ধিতে, এবং বৃহত্তর এবং বিজ্ঞতর মানবতাবোধে—যা ছিল পূর্বসূরিগণের নাগালের বহুদূরে এবং সম্ভবতঃ তাঁদের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নন এমন প্রতিভাসম্পন্ন উত্তরসাধকগণেরও অনধিগম্য—

এই রোম্যান্‌টিক পুনর্জাগরণ যুগের কল্পনাশ্রয়ী কবিবৃন্দ তাঁদের কাব্যার্ঘ্য সুসজ্জিত ক'রে সুন্দরের পূজা সম্পন্ন ক'রেছেন। তাঁরা দেখেছেন স্থূল চক্ষু দিয়ে নয়, ধী দিয়ে, জাগ্রত চেতনা দিয়ে, আত্মবোধের তীব্র আনন্দানুভূতি দিয়ে। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গতানুগতিকতা ও চিরদিনের হ'য়ে-আসা চ'লে-আসা প্রথার জগদ্দল পাথরখানা তাঁরা দিয়েছেন নাড়িয়ে। জীবনের প্রাথমিক অকৃত্রিম সহজ সত্যানুভূতিতে ক'রেছেন তাঁরা অমর্ত্য সৌন্দর্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন। রোম্যান্‌টিক সুপ্তিভঙ্গের যুগস্রষ্টা তাঁরা—তাঁরাই সে-যুগের ব্যাখ্যাকার টীকাকার। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখেছিলেন ; জগৎটা হ'য়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক ক'রেছিল তা নয় তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত"। কলাকীর্তিতে গ্রীকদের অবিস্মরণীয় গৌরবারোহণের পর যাঁরা কাব্যলক্ষ্মীর পায়ে গৌরবের সবচেয়ে রাঙা টক্‌টকে আলতাটুকু পরাতে পেরেছিলেন তাঁরা হ'লেন এই Romantic Revival যুগের কবিবৃন্দ এবং তাঁদের মধ্যে ওয়ার্ডস্বার্থ ছিলেন একজন। আমি এই গ্রন্থে তাঁরই সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা ক'র্‌ব। ঐ যুগের অন্যান্য কবিদের সঙ্গেও বিশ্বকবির সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয় ও আলোচনীয় বস্তু হ'লেও বা কোন কোন স্থানে প্রয়োজন হ'লেও তা উল্লেখের লোভ যথাসম্ভব সংবরণ ক'রতে বাধ্য হ'লাম স্ফীত পুঁথির বিপজ্জনক অতি-স্ফীতির আশঙ্কায়।

রবীন্দ্রনাথও যুগস্রষ্টা কবি এবং যে-যুগের স্রষ্টা তিনি সে-যুগকেও বঙ্গসাহিত্যের রোম্যান্‌টিক সুপ্তিভঙ্গ ও পুনর্জাগরণের যুগ ব'লে অনায়াসে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রপূর্ব বঙ্গ-সাহিত্যে রসরোমাঞ্চের ধারাটি বিশীর্ণ নদী-রেখার মত বালুস্তরে অবলুপ্ত হ'য়েছিল। কাব্য ছিল প্রচুর, কিন্তু সে কাব্যের বাক্যাবলী কাব্য-গুলিকে ঠিক কাব্য হ'য়ে ওঠার পথে সাহায্য করেনি আদৌ। রসদৃষ্টি

ছিল সংকীর্ণ, আত্মানুভূতি বিশ্ববোধ অজাগ্রত, তাই বিরাটের প্রতিধ্বনি সূক্ষ্ম আত্মার আনিখিল সম্প্রসারণ আনন্দসত্তার সর্বাচ্ছন্নতা ও নিগূঢ় রহস্যবোধ প্রকাশমান হ'য়ে সে-সকল কাব্যকে তাদের বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারেনি। তাই তাদের মধ্যে বিশ্ব-সঙ্গীতের অনুরণন 'রম্যবীণা'র অমর ঝঙ্কারে আমাদের চিত্ত-লোককে মোহাবিষ্ট ক'রে তুলতে সক্ষম নয়। কেবলমাত্র বিহারী-লালের কাব্যই দেখি পেয়েছিল একটু রোম্যান্টিক রহস্যচেতনা, নিয়েছিল একটু অন্তরাভিমুখী রসপথগতি, আর কারো নয়। বিহারী-লালের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ ঐ ইয়োরোপীয় রোম্যান্টিক পুনর্জাগরণের কবিকুলের মত বঙ্গসাহিত্যের মরা গাঙে বান ডাকিয়ে এলেন তাঁর সকল সরসতা সজীবতা প্রাণময়তা নিয়ে, চঞ্চলতা গভীরতা গতিময়তা নিয়ে যা মুহূর্তকালের মধ্যে নিখিলচিত্তকে প্রেমানন্দের অমরাবতীতে অবতীর্ণ করিয়ে দিলে। যেদিন অবিস্মরণীয় প্রভাতে তাঁর অবরুদ্ধ চিত্তগুহায় সহসা রবির কর প্রবিষ্ট হ'য়ে তাঁর সমগ্রজীবন ও অন্তরসত্তাকে তিমিরাবৃতি তথা নিরানন্দময়তার ব্যর্থতা থেকে মুক্তিদান ক'রেছিল সেদিন থেকে ঐ মেঘমুক্ত কবিরবিরই জ্যোতির্ময় প্রতিভারশ্মির সহসা আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যেরও নিরালোক গুহামুক্তির পালা সুরু হোলো।

পোপ, গ্রে, কলিন্স্, বার্ন্স্, টম্সনের পরে ওয়ার্ডস্বার্থ যেমন ইংরেজী-সাহিত্যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে তেমনি ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ যেন একটি মূর্তিমান পথ-পরিবর্তন—একটি নবজাগতিক মোড়ফের। তবে ওপারে ওয়ার্ডস্বার্থের পাশে সেদিন ছিলেন সমপ্রতিভাধর স্কট, কোলরিজ, শেলী, কীট্স্, কিন্তু এপারে ছিলেন আলোর প্লাবন জাগাতে আর কেউ না, ঐ জ্যোতি-র্বিভাসিত একটি রবি—বঙ্গসাহিত্যাকাশে তার একক জ্বলন্ত পরিক্রমা।

দুই কবির মধ্যে সমচিন্তনপ্রণালী ও ভাবগত সাদৃশ্য অল্পবিস্তর বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির ওপর দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে একথা

আরো বেশী ক'রে খাটে। নজির উল্লেখে প্রমাণের আগে এই বিস্ময়-বোধটুকু প্রকাশের কারণ আছে ব'লে মনে করি যে কেমন ক'রে চক্ষুরন্তরালবর্তী প্রকৃতি-সুন্দরীর ললাম সৌন্দর্য কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে ভৃত্যরাজের গণ্ডীঘেরা কারাবাস থেকেও আকর্ষণ ক'রে নিয়ে তার অন্তরতর রহস্যটিকে জানার জন্য উন্মুখ ক'রে তুলেছিল। ছেলেবেলায় বাহির ব'লতে বরাতে যা জুটেছিল তা ভৃত্যরাজের নির্মম শাসনের ফাঁকে-ফুঁকে ছাদের ওপর থেকে দেখা সৌধকিরীটিনী কলিকাতার শিখরান্তের ধূম্র-কলঙ্কিত রুক্ষ ধূসরিমা—চিরশ্যামচিহ্নহীন, শান্তিহীন, সান্ত্বনাহীন। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি ব'লেছেন—"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা যেমন খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ, শব্দ, গন্ধ দ্বার জানালার ফাঁকফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত"। শৈশবের এই শাসনসৃষ্ট দীর্ঘ প্রকৃতি-বিরহই বোধ হয় তাঁর প্রকৃতি-মিলনের আকাজ্ক্ষাকে এত তীব্র গভীর ক'রে তুলেছিল। তাঁর এ প্রকৃতি-ভোগ যেন দীর্ঘ উপবাসী কাঙালের প্রথম অন্নগ্রহণের মত। প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হ'তে চোখে-পড়া "বাগান প্রান্তের নারিকেল-শ্রেণী", তারি ফাঁকে "সিঙ্গির বাগান", "পল্লীর একটা পুকুর," তারি ধারে তারা গোয়ালিনীর গোয়ালঘর, আরো দূরে তরুচূড়ায় লীন "কলিকাতা সহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন রৌদ্রে প্রখর শুচিতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও" হ'য়ে যাওয়া দেখে তাঁর সেদিনের অন্তর কতখানি তৃষিত হ'য়ে উঠ্‌ত তা তিনি প্রকাশ ক'রেছেন 'জীবনস্মৃতি'-তে—"ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্ন-মাণিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়িগুলিকে কত

খেলা কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না।" তারপর শাসনবন্ধন শিথিল হওয়ার কিছুকাল পরে মুক্ত উদার প্রকৃতির রসভোজ্যের পরিপূর্ণ পাত্রের সাম্‌নে ব'সে এই অনশনক্লিষ্ট আত্মা কেমন ক'রে কত পরিমাণ ভোজ্য নিঃশেষ ক'রেছিল তার খবর পাই, তাঁর সমগ্র কাব্যজীবন ভ'রে এবং সর্বপ্রথম 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আর 'প্রভাত উৎসবে'—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান
না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।"

শুধু জাগরণ নয়, সারা হৃদয় জুড়ে বিশ্বের নিমন্ত্রণ—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি"

আবার নিজেকে দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ করার সে কী উদগ্র তাগিদ—

"আকাশ, 'এসো এসো' ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা নাই।

* * * *

ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ তরী তব পুরবে ছেড়ে দাও।"

সেই সময় হ'তে তাঁর প্রকৃতি দর্শনের ভঙ্গিটি জানা যায় 'জীবন-স্মৃতি'র একটি লাইনেই—"শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" এই চৈতন্য দিয়া দেখার ফলেই বিশ্ব-প্রকৃতির যত কিছু জড় বস্তুপুঞ্জও তাঁর মরমী মর্মের কাছে প্রাণময় চেতনাময় রূপে প্রতিভাত হ'য়েছিল। ক্ষুদ্র হ'তে বৃহৎ তুচ্ছ হ'তে মহৎ সমস্ত-কিছুর মধ্যেই একটি অনাদি অনন্ত সৌন্দর্যস্রোত একটি

আনন্দোচ্ছল মধুরিমা তাঁর অন্তর্লীন প্রেমাশ্রুমুখা বেদনামূর্তিকে এই অনুভূতির মধ্যে জাগ্রত ক'রে তুলেছিল যে—আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি—"বিশ্বচরাচর ঝরিছে আনন্দ হ'তে আনন্দ নির্ঝর।" তাঁর এই দেখার এবং প্রকাশের ভঙ্গিটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজের—যাকে বলা হয় সম্পূর্ণরূপে রাবীন্দ্রিক।

ওয়ার্ডস্বার্থও ছিলেন প্রকৃতির পূজারী—প্রকৃতির কবি। শেলীর ভাষায়—'Poet of nature', ওয়ার্ডস্বার্থের নিজের ভাষায় 'worshipper of nature'। কিন্তু বিশ্বকবির বাল্যকালের মত তাঁর বাল্য ও কৈশোর কোন তদারককারীর নজরবন্ধনের কড়া শাসনের মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল না। কোন পর্দা কোন নিষেধ কোন আড়াল আবডাল তাঁকে বাহির বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁর অন্তরসত্তাকে শুষ্কতায় দীনতায় নিষ্পেষিত করেনি। স্থল জল অন্তরীক্ষ ছিল তাঁর সম্মুখে নিরাবরণ—অবারিত। পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র অরণ্য-অরণ্যানী এবং উন্মুক্ত রমণীয় প্রকৃতির যত-কিছু বিচিত্র লীলার সাম্‌নাসাম্‌নি ব'সে তাদের অনবগুণ্ঠিত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে 'Lake poet'-এর অপরিণত জীবনের দিনগুলি কেটেছে। কোনো ছিদ্র কোনো ফাঁকফুকর তাঁকে খুঁজতে হয়নি তার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে—তার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ লাভের জন্যে। তিনি বলেছেন—

"For I, bred up 'mid Nature's luxuries,
Was a spoiled child, and rambling like the wind
As I had done in daily intercourse
With those crystalline rivers, solemn heights,
And mountains ranging like a fowl of the air,
I was ill-tutored for captivity" ;

নির্জনবাসী স্বপ্নাতুর তিনি ছিলেন না, বরং ছিলেন সুদক্ষ দাঁড়ী, পর্বতারোহী আর কৌশলী স্কেটার। জ্যোৎস্নারাত্রে বন্ধুর পর্বতে বরফ ভেঙে চ'লতে, খেয়ালের মাথায় হঠাৎ কোনো একটা ঘোড়া ভাড়া ক'রে নিয়ে তার পিঠে চ'ড়ে বেশ একটা দম-ছোটা দৌড় দিয়ে আস্‌তে,

আর 'loud dry wind'-এর মধ্যে দুর্গম পাহাড় চূড়ায় দাঁড়কাকের বাসার পিছনে লাগতে কী নেশা! এবং এই শরীর সঞ্চালন আর দুর্দান্ত গতির প্রমত্ততার মাঝেই জাগ্রত হ'য়েছিল তাঁর ভাবকল্পনা ও চৈতন্যদৃষ্টি। তিনি বলেছেন—"I grew up fostered alike by beauty and by fear"। প্রকৃতির সৌন্দর্য আর ভয়ের মাঝেই তাঁর মানসকুসুমের প্রস্ফুরণ। অন্যের ফাঁদে-পড়া পাখী যখন তিনি ধ'রে বসেন তখন পাহাড়ে পাহাড়ে কী একটা 'low breathing' তাঁর পিছু নেয়, এবং যখন পরের নৌকার নোঙর খুলে দিয়ে আকাশের প্রদীপ্ত নক্ষত্রসভার নীচে 'elfin pinnace'কে বেয়ে নিয়ে চলেন তখন একটা 'huge peak' জীবন্ত প্রাণীর মত দীর্ঘ পদক্ষেপে হেঁটে হেঁটে চলে তাঁর পিছু-পিছু। অন্যদিকে আনন্দের ঢেউ-ও কম উঠে না। যখন প্রথম কোকিলের ডাক তাঁর কানে বাজে তখন মনে হয় পৃথিবীটা একটা 'unsubstantial faery place', সমস্ত প্রকৃতি 'presences' এবং 'visions'-এ পরিপূর্ণ এবং 'universal earth'-কে মনে হয় একাগ্র কর্মমুখর 'like a sea with triumph and delight, with hope and fear'। এমন কি দশ বৎসর বয়সেও দেখা যায় তাঁর প্রকৃতি-উপলব্ধির এই প্রথম অথবা myth-making পর্যায় শান্ততর ও সূক্ষ্মতর চৈতন্যোপলব্ধির দ্বিতীয় পর্যায় দ্বারা বিমিশ্রিত যে পর্যায়ে প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যে—রূপালী ধূম্রমালিকায়, সূর্যে চন্দ্রে, 'bright fields of water'-এর মধ্যে আনন্দামৃতের পবিত্র তরঙ্গ উদ্বেলিত। সে আনন্দ এত স্পষ্ট প্রকাশমান এত অজস্রোৎসারিত যে সর্বপ্রান্তরদৃশ্যকে একটা অদৃষ্টপূর্ব 'gleams' দিয়ে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে এবং সে 'gleams like the flashing of a shield'। এই দুটি পর্যায়ের মধ্য থেকেই গভীরতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওয়ার্ডস্বার্থীয় intuition ক্রমোদ্ভিন্নমান। এই ভাবে দেখি একজনের সম্মুখে রুদ্ধদ্বার প্রাচীর-বলয়িত সীমিত আকাশ— অন্যজনের সম্মুখে অজস্র অপরিমিত সীমাহীন পরিব্যাপ্তি। একজনের

অন্তরাত্মা অবদমিত তৃষায় নিশিদিন কারাগারে বসে ছাতি চাপড়েছে, অন্যজনের ধরণীর বিপুল সমারোহের মধ্যে ব'সে অবাধে প্রাণ ছড়িয়ে তার সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান ক'রে বিভোর হয়ে গেছে। ভারতীয় কবির ইন্দ্রিয়স্পর্শবিবর্জিত প্রকৃতির গোপন রহস্য দূর থেকে বারে বারে তাঁকে ডাক দিয়েছে বিশ্বজোড়া লিপির অর্থ বোঝার জন্যে, চৈতন্য দিয়ে দেখার জন্যে—আর ইংরেজ কবির আবাল্য ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ প্রকৃতির শোভন পরিবেশ তীব্র আকর্ষণে তাঁর নিগূঢ় গোপন চৈতন্য-প্রবাহটিকে প্রবুদ্ধ করেছে—

> "To search the mystic cause of things
> And follow nature to her secret springs."

২

মৃত্তিকার অন্তঃস্থলে বাষ্পলাভা প্রভৃতির ক্রমসঞ্চিত বিপ্লবাত্মক শক্তি যেমন মৃত্তিকাকে স্থির থাকতে দেয় না, অভ্যন্তরস্থ স্বল্প পরিসরতার মধ্যে এই মহাপ্রসরমাণ শক্তি যেমন নিজেকে সঙ্কুচিত রাখার বেদনাকে প্রকাশ করে মাটিকে বিদীর্ণ ক'রে, তেমনি বিশ্বকবির বিপুল অসাধারণত্ব বিরাট প্রতিভা-শক্তি বাল্যকাল থেকেই তাঁর চিত্তকে অসহনীয় চঞ্চলতায় আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। স্বল্পাধারে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বিশাল বিপুলকে আবদ্ধ ক'রে রাখলে তার যে বেদনা—তার যে আপনাকে মুক্ত করার বিকীর্ণ করার অবিরাম প্রয়াস তা দেখা গিয়েছিল কবির গণ্ডীঘেরা বাল্যজীবনেই, এবং বিশেষ করে স্কুলজীবনেই। স্কুল-জীবনের সকরুণ বিয়োগান্ত পরিণতি 'জীবনস্মৃতি'তেই মেলে। অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে স্কুল ছিল তাঁর কাছে দ্বীপান্তরের বিভীষিকা। 'ছেলেবেলা'-য় পাই, স্কুলে যাবার সময় তাঁর নিরুৎসাহ মন ব'লে উঠেছে—"বুড়ো ঘোড়া পালকিগাড়িতে ক'রে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা-চারটার আন্দামানে"; এবং স্কুলে পৌঁছে ক্লাসে ঢুকেও সে মনের পরিবর্তন হোতো না আদৌ। কী যেন

একটা হাঁপিয়ে-তোলা নিঃশ্বাস-চেপে-ধরা অনুভূতি তাঁকে অস্বস্তিতে ভরিয়ে তুলেছে বার বার—"ঘরে ঢুক্‌তেই ক্লাসের বেঞ্চি-টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুক্‌নো কনুয়ের গুঁতো মারে। রোজই তাদের একই আড়ষ্ট চেহারা।" বাড়ির মাষ্টারদের আবির্ভাবও তাঁর কাছে প্রীতিকর ছিল না আদৌ। 'ছেলেবেলা'-য় তাঁর সে-কথা বলবার ভঙ্গিটি চমৎকার—"নীলকমল মাষ্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। খট্‌খটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, একদিনের জন্যেও মাথাধরার সুযোগ ঘটল না।" তারপরে একে একে আসতেন নানা বিষয়ের নানা মাষ্টার, যত আসতেন পড়ার ভাগ না বেড়ে তত কম্‌তেই থাকত। অনিচ্ছার ঘোড়া চাবুক মারলেও চলে না। বলেছেন—"পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশী..."

ওয়ার্ডস্বার্থের স্কুলজীবনের পরিণতি ঠিক এমনি সম্পূর্ণ বিফলতায় পরিসমাপ্ত না হ'লেও, ট্র্যাজেডির সুর একটা বরাবরই বেজে বেজে তাঁর তীব্র প্রকৃতি-তৃষ্ণা তথা বিপুল কবিপ্রতিভার অস্তিত্ব-সংকেত বারে বারে জানিয়ে গেছে। স্কুলের বই-এর চেয়ে প্রকৃতির বই তাঁর কাছে বেশী মূল্যবান, বেদীর উপর দণ্ডায়মান শিক্ষকের চেয়ে প্রকৃতি তাঁর কাছে অভিজ্ঞতর শিক্ষক। সেইজন্য মন তাঁর স্কুল থেকে পুঁথিপত্র ছেড়ে কোথায় যেন ছুটে বেরিয়ে যায়—

"Of college labours, of the Lecture's room
All studded round, as thick as chairs could stand
With loyal students faithful to their books,
Half-and-half idlers, hardy recusants,
And honest dunces—of important days,
Examinations, when the man was weighed
As in a balance ! of excessive hopes,
Tremblings withal and commendable fears,

Small jealousies, and triumphs good or bad—
Let others that know more speak as they know
Such glory was but little sought by me,
And little won."

আরো স্পষ্ট ক'রে ব'লেছেন—

"Not that I slighted books,—that were to lack
All sense,—but other passions in me ruled,
Passions more fervent, making me less prompt
To in-door study than was wise or well,
Or suited to those years."

আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—

"I did not love,
Judging not ill perhaps, the timid course
Of our scholastic studies, could have wished
To see the rivers flow with ampler range
And freer pace";

অন্যত্র ব'লেছেন—

"But at that time
Of manners put to school I took small notes,
And all my deeper passions lay elsewhere."

কবি-মনের এই খাতা-বোঝাই-নম্বর-পাওয়া ভাল-ছেলে না-হওয়ার স্বভাব, বাঁধন-ঘেরা নিয়মগড়া বেষ্টনীর মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ অতৃপ্তি, অনিয়মকে নিয়ম ক'রে মহাপরিব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে বিস্তীর্ণ করায় অদ্ভুত সান্ত্বনা লাভ দুই কবিকে অপূর্ব সাদৃশ্যে একীভূত করে রেখেছে।

৩

মনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সত্তা একটি সূক্ষ্ম চৈতন্য কোনো এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত-শিল্পীর সোনার কাঠির স্পর্শে জাগরণের প্রতীক্ষায় চিরদিন সঙ্গোপনে রাত্রিবাস ক'রতে থাকে। তারপর কখন একসময়ে

হঠাৎ তার প্রস্ফুরণ হয়, যখন হয় তখন সে-মনকে বলি কবি। তখন গণ্ডী যায় মুছে, সঙ্কীর্ণতা যায় দূরে, অনন্ত বিশ্বপ্রেমে হৃদয়ের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী ওঠে জাগ্রত হ'য়ে, চ'লতে থাকে বিশ্বব্যাপী আনন্দোৎসবের সমারোহ। আলোচ্য দুই কবির জীবন মন সমমুহূর্তে সমপরিবেশে ঠিক এমনি চৈতন্যসত্তায় উন্মেষিত হওয়ার ঘটনায় অদ্ভুত গৌরবে চিহ্নিত হ'য়ে আছে। গভীর সাদৃশ্য দেখানোর জন্য বিশ্বকবির আত্ম-লিখিত ঘটনাটা একটু উদ্ধৃত ক'রতে হোলো। তখন কী যেন অব্যক্ত একটা বিষাদ বেদনায় মনটা তাঁর দিনরাত ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকত। মনের যা আবেগ তা প্রকাশের পথ যেন কোন্ এক গুহার মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে ছিল। তখন কবি লিখেছেন—

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়।

"একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দ-রূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এম্নি হইল, আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইংরেজ কবির জীবনে যখন ঘটনাটা ঘটেছিল তখন তাঁরও মনে কী যেন একটা বেদনা ছিল, সৃষ্টির স্বচ্ছন্দ গতি যেন তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি নিজের অবস্থাটা তখন প্রকাশ ক'রে ব'লেছেন—"as

harassed with the toil of verse much pains and little progress." এই সময় অভ্যাসমতো একদিন যখন তিনি তাঁর Cumberland friend-দের rustics society-র খোসগল্পের আড্ডা আর dance party থেকে ফিরছেন তখন তিনি ব'লছেন—

"The memory of one particular hour
Doth here rise up against me. 'Mid a throng
Of maids and youths, old men and matrons staid
A medley of all tempers, I had passed
The night in dancing, gaiety and mirth,
With din of instrument and shuffling feet,
And glancing forms, and tapers glittering,
And unaimed prattle flying up and down,

* * * *

Ere we retired,
The cock had crowed, and now the eastern sky
Was kindling, not unseen, from humble copse
And open field, through which the pathway wound,
And homeward led my steps. Magnificent
The morning rose, in memorable pomp,
Glorious as e'er I had beheld—in front,
The sea lay laughing at a distance ; near,
The solid mountains shone, bright as the clouds,
Grain-tinctured, drenched in empyrean light ;
And in the meadows and the lower grounds
Was all the sweetness of a common dawn—
Dews, vapours, and the melody of birds,
And labourers going forth to till the fields
Ah ! need I say, dear Friend ! that to the brim
My heart was full ; I made no vows, but vows
Were then made for me ; bond unknown to me
Was given, that I should be, else sinning greatly,

A dedicated Spirit. On I walked,
In thankful blessedness, which yet survives."

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন ক'রে গাছের ফাঁকে সূর্য উঠেছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে ঠিক তেমনি ক'রে গাছের ফাঁকে সূর্য উঠেছে, সেই চিরদিনের সূর্য-ওঠায় বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ-হওয়া দুটি জীবন একটি চিরদিনের আনন্দরূপকে খুঁজে পেয়ে কেমন একময় অনুভূতিতে বিভাসিত হ'য়ে উঠেছে! এ যেন বিভিন্ন দুটি তারের একই কনকাঙ্গুলিঘাতে ঐকতানবাদন।

পরিবেশ বিভিন্ন হ'লেও দুটি কবিরই মানসভঙ্গী দেখা যাচ্ছে একইভাবে গঠিত হ'য়ে উঠেছিল। সেই স্কুলপাঠ-বিমুখতা, মনের অন্যত্র সঞ্চরণ, 'কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা তাহা' ভাবা, স্কুলের বন্ধন থেকে দূরে দূরান্তে মন উধাও হ'য়ে যাওয়া, 'my deeper feelings lay elsewhere' ইত্যাদি ঘটনা নির্বিচারে দুই কবির প্রতি সমভাবে আরোপ করা চলে। প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যলীলা সেই সূর্যাস্ত সূর্যোদয় সেই আকাশ বাতাসের মাধুরী নদী-পাহাড়-পর্বত-সমুদ্রের বিস্ময়, জগৎসংসার ভুলে এই ধরণীর আনন্দোচ্ছল মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি দুই কবিরই আবেগোচ্ছল মনের প্রতিচ্ছবি। অপ্রয়োজনের আনন্দে যারা বিভোর হ'য়েছে প্রয়োজনের আনন্দকে তারা ক'রেছে তুচ্ছ—ক'রেছে ব'লেই সাংসারিক জীবনে তারা নির্বোধ। "The Idiot Boy" কবিতার মধ্যে ওয়ার্ডস্বার্থ যেন নিজের ছবিটিই এঁকে দিয়েছেন। ডাক্তার ডাকতে গিয়ে ছেলেটি তার আপন কাজ ভুলে বাড়ী থেকে বহুদূরে রাত্রি আটটা থেকে ভোর পাঁচটা অবধি নিবিষ্টমনে কেবল পেঁচার ডাক শুনে আর চাঁদের আলোয় ব'সে চাঁদ দেখে কাটিয়ে দিয়েছে। এ ছেলেকে বুদ্ধিমান ব'লে তারিফ ক'রবে কে? ছেলেটির মনটি ওয়ার্ডস্বার্থের মনের থেকে কোন্‌খানে তফাৎ আছে ব'লব? এদিকে ঠাকুরবাড়ীর এ ছেলেটি যেন 'শিশু ভোলানাথের' "খেলা ভোলা" ছেলে। কোন

কাজের কাজ নয়, কোনো খেলাও যেন মন পেতে গুছিয়ে খেলে উঠতে পারে না। মনের ভিতর কেমনতর বাজে। খেলনাগুলো সাম্‌নে মেলে রেখে কী-যে খেলি কী-যে খেলি সমস্তক্ষণ আপনমনে ভেবে ভেবে কোনো খেলাটাই ঠিক মনে লাগে না, সারা বেলাই কেটে যায় রেলিং ধ'রে বারান্দাটার কোণে ব'সে বহুদূরের মন-কেমন-করা তেপান্তরের সন্ধানে। এই অকেজোর কাছে 'রাণী'র কাছ থেকে যখন প্রশ্ন আসে, দিকে দিকে নানা লোক নানা কাজে ব্যস্ত, তুই "কী কাজে লাগিবি ?" এই কর্মহীন অলস কিঙ্কর জবাবে বলে, সে ক'রবে যত "অকাজের কাজ", বলে "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর"। ডাক্তার ডাকতে যাওয়া Idiot Boy-টিও সারারাত্রি ধ'রে চাঁদ দেখে পেঁচার ডাক শুনে তার রাণীর যত অকাজের কাজই ক'রেছে, যত দামী দামী উচ্চপদ ছেড়ে তাঁর মালঞ্চের মালাকরই হ'য়েছে।

৪

একটি সর্বব্যাপী আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-অভিমন্ত্রিত জীবনবাণীকে শাশ্বত সত্য ও চির অমরত্বের সিংহাসনে সম্রাটপদে অভিষিক্ত ক'রেছে। 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি' এই ঋষিমন্ত্র তাঁর রক্তে শিরায় অস্থিতে মজ্জায় মিশে আপন অন্তরতম আনন্দময় সত্তা ও চিন্ময় সত্তাতে ঐ সর্বব্যাপী ভূমা অর্থাৎ বিশ্বানন্দ সত্তার সঙ্গে একই আসনে একই প্রেমে সংযুক্ত মিলিত ক'রে দিয়েছে। যেমন তিনি শুধু চর্মচক্ষু দিয়ে নয় মর্মচক্ষু দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে নয় ধ্যানযোগে উপলব্ধি ক'রেছেন উপনিষদের এই বাণী—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি", তেমনি ইন্দ্রিয় দিয়ে নয় যুক্তি দিয়ে নয় বোধি দিয়ে চৈতন্য দিয়ে তাঁর কাব্যে তিনি নবরূপে উচ্চারিত ক'রেছেন এই ধ্যানমন্ত্র—"ওঁ যো দেবোগ্নৌ যোঽপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ"॥

"যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
যিনি শোভন এ ক্ষিতি তলেতে
যিনি তৃণ তরুফুলে ফলেতে
করি তাঁহারে নমস্কার"।

এই আনন্দময় মধুরের ইঙ্গিত পান কবি এই প্রকৃতির মধ্যেই। তিনি ব'লেছেন—

"তোমার ইঙ্গিতখানি দেখিনি যখন
ধুলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।
যখনি দেখেছি আজি, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত।
বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু তাই
বিশ্বজোড়া এ লিপির অর্থ বুঝি নাই"।

মরমী কবি ওয়ার্ডস্বার্থের জীবনেও এই আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি তাঁর কাব্যকে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের কাব্য থেকে পৃথক ক'রেছে। এই উপলব্ধি এবং নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেই তাঁর বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"ওয়ার্ডস্বার্থ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি ক'রেছিলেন সেটাকে প্রকাশ ক'রেছিলেন নিজের ছাঁদে"। তাঁর "জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডস্বার্থীয়।" এই ওয়ার্ডস্বার্থীয় জগৎ হ'লো আনন্দরূপের জগৎ। আত্মসচেতনতার আলোকে তিনি বিশ্বময় আনন্দরূপের আবির্ভাব উপলব্ধি ক'রে বলেন "the deep power of joy we see into life of things." এবং তাঁর এই আনন্দের সর্বব্যাপিত্বের উপলব্ধির খবরও পাই যখন শুনি—"of joy in widest commonalty spread." 'Life of things' ব'লতে বোঝায় বস্তুপুঞ্জ প্রাণময়, অর্থাৎ কবির চৈতন্যদৃষ্টিতে ঘটেছে প্রকৃতির মধ্যেই প্রাণশক্তির প্রস্ফুরণ। এই প্রাণশক্তির মধ্যেই ত সেই আনন্দ শক্তির বিচ্ছুরণ। এই বোধ এই চৈতন্য এই প্রাণই ত আনন্দ। প্রকৃতি ত শুধু

মানুষ নিয়ে নয়—মানুষ ছাড়া আর যা-কিছু তা নিয়েও। সুতরাং যে প্রাণধারা এই মানুষের মধ্যে স্পন্দিত সেই প্রাণই এই বিশ্বপ্রকৃতির সব-কিছুতে তরঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথও এই কথাটাই ব'লেছেন—

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।"

এই যে আনন্দ এ বস্তুভোগী জীবনের অলীক আনন্দ নয়, এর অপর নাম অমৃত—আনন্দামৃত। মরমী কবি অনুভব করেন এই বিশ্বচরাচর প্লাবিত ক'রে সৌন্দর্য ও আনন্দের ঝর্ণা-স্রোতে একটি অপার অমৃতধারা হিল্লোলিত হ'য়ে চ'লেছে। এ অমৃত ঐ আনন্দ ছাড়া কিছু নয়। ভূমানন্দই এই অমৃত। কুসুমে পল্লবে জলে স্থলে আকাশে অর্ণবে পাহাড়ে পর্বতে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে যে আনন্দরূপের অভিব্যক্তি সেই আনন্দরূপের সঙ্গে প্রাণসত্তার একময়তাই চরম আনন্দ—অক্ষয় অমৃত। ঋষি পিতামহদের আনন্দময় অমৃত মন্ত্রটি—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
মধুনক্তম্ উতোষ সঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ। ওঁ

বিশ্বকবির কণ্ঠে নবঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত হোলো—"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি"। উষা সিন্ধু ধূলি বনস্পতি সূর্য সব কিছুই

মধুক্ষরণ ক'রছে। তাই এ-সবের মাঝখানে জন্মলাভ এত মহাপুণ্যের—

"কত যে যুগযুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলামাটির মানুষ" !

এই জন্মেই তো আনন্দ, এই জন্মই তো অক্ষয় স্বর্গবাস—

"স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে।"

'দুর্লভ জন্ম' কবিতায় তাই তিনি ব'লেছেন—

"যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ"

প্রকৃতিতে এই আনন্দনির্ঝর এই অমৃতঝরণই পরম প্রেম—

"এই ত তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ
এই যে মধুর আলস ভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ ॥"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওয়ার্ডস্বার্থের প্রধান মিল প্রকৃতির মধ্যে এই আনন্দঘন আবেগানুভূতির উপলব্ধিতে। একই সৌন্দর্যসুরা একই আনন্দমদিরা একই অমৃতভরা পানপাত্রের দুপাশে ব'সে দুজন। বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাণ্ড সৌন্দর্য-সরসীর আনন্দতরঙ্গে তাঁরা যেন ফুটন্ত দোলায়িত দুটি রক্ত-শতদল। প্রকৃতির মাধ্যমে আত্মদর্শনের (Self realisation) ধারা তাঁদের একই। ঐ একই আনন্দময় রূপকল্পমায়ায় ঋষি কবি ওয়ার্ডস্বার্থের প্রাণধর্ম সঞ্জীবিত। নিচের কটি লাইনের মধ্যে কি পাই—বস্তুজগতের হলাহল ? না আনন্দলোকের অমৃত ? হ্রদের মধ্য দিয়ে নৌকা বেয়ে যাচ্ছেন, বলছেন—

" ... ...the calm
And dead still water lay upon my mind

Even with a weight of pleasure, and the sky,
Never before so beautiful, sank down
Into my heart, and held me like a dream !"

একটি পবিত্রতর বর্ণনা—

"It is a beauteous evening calm and free,
The holy time is quiet as a Nun
Breathless with adoration; the broad sun
Is sinking down in its tranquillity."

কবির এই যে সন্ধ্যা এই সন্ধ্যা তো বন্ধ্যা নয়। এ সন্ধ্যা তো শুধু দৈনন্দিন তুচ্ছ কর্ম অবসানের শ্রান্ত মুহূর্ত নয়। এই tranquillity তো প্রতিদিনের হাটভাঙার ক্ষণিক নির্জনতায় নেই। এই সন্ধ্যা এই মুহূর্ত এই শান্তি যেন কোন গভীর চৈতন্যের স্তব্ধ ধ্যানে স্থজিত। এ কি সব-কিছুর ওপরে আমাদের কাছে অনির্বচনীয় একটি কিছু বহন ক'রে আন্‌ছে না—আন্‌ছে না কি আমাদের কাছে অমৃতের ইঙ্গিত? আরো প্রকাশমান হ'য়ে ওঠে এই কটা লাইনে—,

"The gentleness of heaven broods o'er the sea:
Listen the mighty Being is awake,
And doth with his eternal motion make
A sound like thunder—everlastingly."

প্রলয়ঙ্কর সমুদ্রের যে কর্ণভেদী তরঙ্গগর্জন তার মাঝেও কবি দেখেন একটি স্বর্গীয় শান্তি বিধৃত হ'য়ে আছে। শুধু সমুদ্রে নয় প্রকৃতির প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে—প্রাণের পরতে পরতে, এবং তা দেখে কবি বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হ'য়ে বলেন—"Ne'er saw I, never felt, a calm so deep!" বিশ্বের নাট্যশালার সাজঘরে বসে কবি অভিনেত্রী প্রকৃতির অঙ্গাভরণ আর মুখবর্ণানুলিম্পন দেখে শুধু মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকেন না, আপন চৈতন্যসত্তাকে অনুরূপ বর্ণালিম্পনে অনুরঞ্জিত করে অভিনেত্রীর লাস্যলীলার অন্তর্নিঃসৃত আনন্দরসটি উপভোগ করেন—

"Thus pleasure is spread through the earth
In stray gifts to be claimed by whoever shall find,
Thus a rich loving kindness, redundantly kind,
Moves all Nature to gladness and mirth."

সে চৈতন্যের কাছে অতি তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র কিছুও বৃহৎ-এর মত চিত্তপ্লাবী বোধগ্রাসী হ'য়ে এমন একটা ভাবশান্তির তীর্থসঙ্গমের দিকে মন-প্রাণকে টেনে নিয়ে যায় যার আনন্দ অশ্রুজলের রোমাঞ্চ-শিহরণেও পরিমাপ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে—

"To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears."

৫

রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশনার ও আত্মবিকাশনার দুর্বার প্রেরণা-শক্তি যেমন জীবনদেবতা—যাকে কবি প্রেমার্ঘ্য দান ক'রেছেন তাঁর নানা কবিতায়, ওয়ার্ডস্বার্থের ঠিক তেম্‌নি একটি প্রেরণাশক্তি হ'লেন প্রকৃতি একথা কেউ কেউ বলতে চান। মনে রাখতে হবে বিশ্বকবির এই প্রেরণাশক্তি হলেন জীবনদেবতা—বিশ্বদেবতা নন। নিজের ঘরের ছোটখাট সুখদুঃখ তুচ্ছ ঘটনায় অনুলিপ্ত আত্মমন যখন স্বার্থ ও আত্ম-প্রবৃত্তি দিয়ে গড়া একটি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জগতের গণ্ডী অতিক্রম করে 'বিশ্বমানবমনে'র বৃহৎ সীমাহীন আনন্দাস্তিত্বের ঐক্যে লীন হ'য়ে যায় তখন জীবনের যতকিছু ক্ষতবিক্ষত-করা ক্ষয় ক্ষতি খণ্ডতা অপূর্ণতা একটি অসীম অখণ্ডতা ও পরিপূর্ণতার মধ্যে আত্মনিমজ্জিত ক'রে জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে। কবি তখন বলেন—"আশ্চর্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি। আমার মধ্যে কী অনন্ত মাধুর্য আছে"—বলেন—"আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ, সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার সমস্ত বুদ্ধিমন, আমার নিকট

প্রত্যক্ষ বিশ্বজগৎ, অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ জগৎ আপ্লুত করিয়া আছে।" ওয়ার্ডস্বার্থও বলেন—প্রকৃতি-প্রেরণা-শক্তির জোরে মানুষ 'হ'য়ে' উঠ্‌ছে, প্রকাশ পাচ্ছে, তার মধ্যে অনন্ত মাধুর্য জেগে উঠ্‌ছে। তার মধ্যে তার ঐ প্রকৃতি-প্রেরণা-শক্তিদেবীর একটি প্রকাশের আনন্দও আছে। সেই আনন্দ, সেই প্রেম তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার সমস্ত বুদ্ধিমন, তার নিকট প্রত্যক্ষ বিশ্বজগৎ আপ্লুত ক'রে আছে। তাঁর কাছে প্রকৃতি "A winning power, beyond all other power." একটি Spirit—একটি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা—যা সমস্ত কদর্যতা অশুচিতার ভিতর থেকে তাঁকে পবিত্রতার তীর্থ-সঙ্গমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওয়ার্ডস্বার্থ এর বেশী আর অগ্রসর হন নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মত ঐ প্রকৃতি-প্রেরণা-শক্তিদেবী তাঁর অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ জগৎ আপ্লুত ক'রে নেই। তিনি সমস্ত ভালমন্দ অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ নিয়ে মানুষের জীবনমনকে রচনা ক'রে চ'লেছেন, কিন্তু অনাদিকাল হ'তে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে তাঁর এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করার কথা তিনি কোথাও বলেন নি। প্রকৃতি কবির আপন জীবন ও মনকে কেমন ক'রে রচিত ক'রে তুল্‌ছেন তা কবি বলেছেন তাঁর 'Prelude or Growth of a Poet's Mind'-এর মধ্যে। 'The Education of Nature'-এর মধ্যে প্রকৃতি ছোট্ট মেয়ে Lucy-কে আপন মনের মত একটি নারী ক'রে গ'ড়ে তোলবার ভার নিয়ে ব'ল্‌ছেন—

> "Myself will to my darling be
> Both law and impulse: and with me
> The girl, in rock and plain,
> In earth and heaven, in glade and bower,
> Shall feel an overseeing power
> To kindle or restrain."

ঐ প্রকৃতি-শক্তি শুধু একটি প্রেরণাশক্তি নয়, একটি 'overseeing

power', ঐ overseeing power মেয়েটিকে শান্ত গাম্ভীর্যে ভরিয়ে তুল্‌বে—

"And hers shall be the breathing balm,
And hers the silence and the calm
Of mute insensate things."

গঠনে আনবে লালিত্য এবং গতিতে আনবে একটি গম্ভীর মধুর ভঙ্গিমা—

"The floating clouds their state shall lend
To her ; for her the willow bend;
Nor shall she fail to see
E'en in the motions of the storm
Grace that shall mould the maiden's form
By silent sympathy."

সে লুকিয়ে কান পেতে শুনবে কত গোপন স্থানের গোপন বারতা এবং তার মুখে পড়বে ছোট্ট নদীটির মর্মরিত ধ্বনির সৌন্দর্য—

"and she shall lean her ear
In many a secret place
Where rivulets dance their wayward round,
And beauty formed of murmuring sound
Shall pass into her face."

তারপর অনন্ত আনন্দামৃতের অনুভূতি শুধু মনে নয়, তাকে পরিপূর্ণা নারী ক'রে তুল্‌বে অঙ্গে অঙ্গেও—

"And vital feeling of delight
Shall rear her form to stately height,
Her virgin bosom swell ;"

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বিশেষ ক'রে তাঁর আপন জীবনেরই অনুভূতি। তাঁর লীলার উপলব্ধি শুধু তাঁর আপন জীবনেই। কিন্তু ওয়ার্ডস্বার্থের প্রেরণাশক্তি ওই যে প্রকৃতিদেবী তাঁর প্রভাব সমস্ত মানুষের ওপর। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দেবতা তাঁকে গঠিত ক'রছেন, সমস্ত

খাপছাড়া ভালমন্দকে মিলিয়ে নিয়ে রচিত ক'রছেন, অমোঘ অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে তাঁকে পরিচালিত ক'রছেন যুগ হ'তে যুগে জীবন হ'তে জীবনে এই বর্তমানের মধ্য দিয়ে এবং সমস্ত-কিছুকে একটা অখণ্ড তাৎপর্যে রমণীয় ক'রে তুল্ছেন, আর ওয়ার্ডস্বার্থের প্রকৃতি-প্রেরণাশক্তি মানুষকে গঠিত ক'রছেন রচিত ক'রছেন, ভালমন্দের তরঙ্গলীলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত ক'রছেন বটে, কিন্তু শুধু এই জীবনে, জীবনের ঘাটে ঘাটে চিরসঙ্গিনী তিনি নন। এবং যুগে যুগে জীবনে জীবনে তাঁর ভালমন্দ তুচ্ছ মহৎ সবকিছুকে পরিণাম রমণীয় তাৎপর্যে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলবার ইঙ্গিতও ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যে নেই। দুটি ঠিক এক বস্তু নয়। যতটুকু সাদৃশ্য আছে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ভাবগাম্ভীর্য কল্পনাযাদু ওয়ার্ডস্বার্থের চিন্তাধারাকে বহুদূরে পার হ'য়ে গেছে।

৬

জীবনদেবতার অনুভূতির কথা ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি প্রকৃতির প্রভাবের কথা ধ'রলে বলা যায় ওয়ার্ডস্বার্থ Prelude-এর মধ্যে প্রকৃতির প্রভাবে নিজের মানসলোকের গঠনের কথা যেমন ক'রে ব'লেছেন রবীন্দ্রনাথও বহু রচনায় তেমনি ক'রে প্রকৃতি তাঁর জীবনে ও দেহে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হ'য়ে কী এক আনন্দময় পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তার উল্লেখ ক'রেছেন—

এই বাতাস আমারে হৃদয়ে ল'য়েছে
          আলোক আমার তনুতে
কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে
তাই এ গগন ভরা প্রভাত পশিল
          আমার অণুতে অণুতে।

তারপর যা ব'লেছেন তার বেশী আর কী বলা যেতে পারে—

যেখানে যা হেরি সকলেরই মাঝে
     জুড়ালো জীবন জুড়ালো আমার
          আদি ও অন্ত জুড়ালো।

তাঁর এই আদি ও অন্ত জুড়ানোর খবর তাঁর কাব্যজীবনের আদি অন্ত জুড়েই মিলে। আরো সাদৃশ্য আছে Lucyর সঙ্গে যখন তিনি জন-কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির নির্জন কোলে বসিয়ে আপন হৃদয়কে স্নেহ শেখাতে চান—

"শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন বাঁধিয়া।
শান্ত স্নেহ কোলে ব'সে শিখুক সে স্নেহ,
আমাকে আজিকে তোরা ডাকিসনে কেহ।"

শুধু তাই নয়, 'কড়ি ও কোমলের' 'দৃষ্টি' কবিতার দুটি লাইন—

"বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ঐ দুটি আঁখি।"

ওয়ার্ডস্বার্থের 'Education of Nature'-এর Lucyর কথাই স্মরণ ক'রিয়ে দেয়।

রাজর্ষি উপন্যাসের মধ্যেও দেখা যায় প্রকৃতি মানবকে এম্‌নি প্রেম এম্‌নি শান্তি সান্ত্বনা বিতরণ ক'রছেন। রাজ্য ত্যাগ ক'রে মহারাজ ময়ানি নদীর ধারে কুটির বাঁধলেন। "এই ছায়াশীতল প্রবাহের স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের মধ্যে শান্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন—নির্জন প্রকৃতির সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম নানা দিক দিয়া সহস্র নির্ঝরের মতো তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার হৃদয়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে ক্ষুদ্র অভিমান-সকল মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন—দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে বিমল আলোক ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে, কে তাঁহার স্নেহের বিনিময় দেয় নাই, কে তাঁহার নিকট হইতে এক হস্তে উপকার গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে কৃতঘ্নতা অর্পণ করিয়াছে, কে তাঁহার নিকট

সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই শৈলাসনবাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির অবিশ্রাম কার্যশীলতা অথচ চিরনিশ্চিন্ত প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া তিনি নিজেও যেন সেইরূপ পুরাতন, সেইরূপ বৃহৎ, সেইরূপ প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন।"

প্রকৃতি মানুষকে যে বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দেয় তা কোন্ গুরু কোন্ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিতে পারে? ময়ানি নদীর তীরে বাসকরাকালীন "গোবিন্দমাণিক্য দেখিলেন, নির্জনে ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে—যে তাহা গ্রহণ করিতেছে তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোনো অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, 'আমিও আমার এই বিজনে সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব।' "

এম্‌নি ক'রে দেখা যায় ওয়ার্ডস্বার্থের মত রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতিকে সর্বোত্তম শিক্ষাগুরু ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

ওয়ার্ডস্বার্থের 'To the Highland Girl of Inversneyde' প'ড়তে প'ড়তে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে কবিগুরুর 'কৃষ্ণকলির' ছবি ভেসে ওঠে। এখানে প্রকৃতি শিক্ষাগুরু নন, শুধু পশ্চাতে দৃশ্যপটরূপে দণ্ডায়মান। তারি সম্মুখে দুটি বালিকার সরল রূপ কেমন অধিকতর স্পষ্ট ও অনাবৃত হ'য়ে উঠেছে। হাইল্যাণ্ডীয় বালিকাটির বাস উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ধূসর পর্বতশ্রেণী, উন্মুক্ত প্রান্তর, অর্ধাপসৃতগুণ্ঠন তরুশ্রেণী, নিঃশব্দ সরসী, নির্ঝরিণীর প্রপাতগুঞ্জন—তারি মাঝে আছে "a quiet road that holds in shelter thy abode"। কবি তাকে দেখলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত—"Thou art to me but as a wave of the wild sea." সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে বলেন—"a very shower of beauty is thy earthly dower! এমনটি তিনি আর কোথাও দেখেন নি—এম্‌নি নিষ্পাপ করুণাসিঞ্চিত মুখ—এম্‌নি লাজমুক্ত দিঠি—

For never saw I mien or face
In which more plainly I could trace
Benignity and home-bred sense
Ripening in perfect innocence.
Here scattered like a random seed
Remote from men, thou dost not need
The embarrassed look of shy distress,
And maidenly shamefacedness:

তারপর যে আনন্দের উদ্রেক হয় তাকে দেখে, সে আনন্দের সেইখানেই পরিসমাপ্তি নয়, স্মৃতিতে সে আনন্দ অক্ষয় হ'য়ে থাকে। বিচ্ছেদ ঘট্‌লেও স্মরণ মুকুরে বারে বারে ছায়া ভাসে—

"Joy have I had; and going hence
I bear away my recompense.
In spots like these it is we prize
Our memory, feel that she hath eyes!"

কৃষ্ণকলির সঙ্গে কবির যেখানে দেখা সে-স্থানের দৃশ্যপট ঠিক একই রকম না হ'লেও সেও একটি প্রকৃতির উন্মুক্ত মোহন পরিবেশ। অবারিত মাঠ—তাতে নেমে এসেছে ঘন মেঘের কালো আঁধার, গুরু গুরু তার গর্জন। সে-আঁধারে ভীত হ'য়ে মাঠের মাঝখান থেকে ডেকে ডেকে উঠ্‌ছে দুটি শ্যামল গাই। পূবে বাতাসে ধানের খেতে ঢেউ লেগেছে। চারদিক জনহীন। এম্‌নি সময়ে আলিবাঁধের ধারে কবি যখন একা দণ্ডায়মান কৃষ্ণকলির সঙ্গে তাঁর দেখা। সে ফর্শা নয়, কিন্তু কবির চোখে প'ড়লো তার কালোর মাঝে একটি বিশেষ রকম অপরূপ আলো। পল্লী প্রকৃতির সহজ সরল অকৃত্রিম সৌন্দর্যে ভরা তার অঙ্গ—যা কবির চোখে মনে হ'ল গৌরবর্ণের গৌরবের চেয়ে আরো মহিমান্বিত আরো মনোমুগ্ধকর—সে রূপ কবির একটি লাইনেই ফুটেছে—

"মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।"

হাইল্যাণ্ডীয় বালিকাটির মত তারো একটি কুটির আছে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—

"শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটির হ'তে ত্রস্ত এল তাই।"

তার মত সেও লাজমুক্ত—অকারণ সরমজড়িতা নয়—

"ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্ত বেণী পিঠের 'পরে লোটে।"

তারপরে কবির সঙ্গে যে দৃষ্টিবিনিময় হোলো তার মাধুরীর অন্ত নেই—

"আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে,
আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥"

ওয়ার্ডস্বার্থের মত রবীন্দ্রনাথেরও এই মাধুরীদর্শনের আনন্দের কোনকালে পরিসমাপ্তি নেই। কতদিন পরে সেই কালো চোখ কালো মেঘের ছায়ায় ছায়ায় ভেসে এসে মনকে মাতিয়ে তোলে—

"এমনি ক'রে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি ক'রে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এমনি করে শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।"

তারপরে ইংরেজ কবি হাইল্যাণ্ডীয় বালিকাটির সঙ্গে যা-হোক একটি আত্মীয়-বন্ধনে বাঁধা হ'য়ে তৃপ্তি পেতে চেয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় কবি কৃষ্ণকলির সঙ্গে সে-রকম কিছু কামনা করেন নি। শুধু তার

একটি মনের মত নামকরণ ক'রে যে তৃপ্তি পেয়েছেন তা অফুরন্ত। আপন মনের মাধুরী-মিশানো এই নামে নামধারিণী কি অপূর্ব সুন্দরী হ'য়ে উঠেছে।

৭

প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম প্রেম এবং নানা ভোগসুখপূর্ণ আধুনিক যন্ত্রনগরীর নিষ্প্রাণ লৌহজীবনের পরিবর্তে প্রকৃতির এই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি কবিদের এই যে সাবেগ আকর্ষণ এ একটা উল্টো কথার চমকে কাব্যে সিদ্ধিলাভের প্রয়াস বা এটা একটা কবিদের কল্পনাবিলাস বা fashion বা escapism অর্থাৎ কর্মকুণ্ঠ মনের বাস্তবতার রূঢ় জীবন-সংগ্রাম হ'তে পলায়ন বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু প্রাণসত্তাকে সত্যকার শুচিস্নিগ্ধ আনন্দময় জীবনের অমৃতভোগে অমরত্ব দান এ ছাড়া অন্য কিছুতে করা অত্যন্ত কঠিন একথা অনেক অনুভূতিহীন তথা-কথিত পণ্ডিতেরও বোধাতীত। যাঁরা রূপদক্ষ শিল্পী রোমান্টিক চেতনা-সম্পন্ন সুন্দরের পূজারী প্রকৃতির এই মুখাবগুণ্ঠিত-করা রুক্ষ অর্থগৃধ্নু নাগরিক সভ্যতায় তাঁদের চৈতন্যসত্তার শ্বাসরুদ্ধ ব্যাকুলতা জাগে। চারিদিকের অন্ধ-করা বন্ধ-করা প্রাচীর, ইষ্টক-কাষ্ঠ-লৌহদৈত্যের সর্বাগ্রাসোন্মুখতা, তীব্র প্রয়োজনের সুবিপুল সংঘাত বিশ্বরূপের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অপ্রয়োজনীয়ের প্রয়োজনীয়তাকে আনন্দরূপকে প্রেমের আবির্ভাবকে পদে পদে নিগৃহীত করে। তাই কবি জনকল্লোল থেকে দূরে প্রকৃতির শ্যামল কোলে ফিরে গিয়ে আপন হৃদয়কে মুক্তি দিতে চান—

"মানবের সাথে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধমুগ্ধ যাহা পায় আঁকড়িতে চায়,
চিরদিন দিবারাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।

ভৎর্সনা করিব তারে বিজনে বিরলে,
একটুকু ঘুমাক সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন বাঁধিয়া।
শান্ত স্নেহ কোলে ব'সে শিখুক সে স্নেহ,
আমাকে আজিকে তোরা ডাকিসনে কেহ।"

এই একই কারণে 'মানসী' কাব্যের 'বধূ' কবিতার গণ্ডীবদ্ধ নাগরিক-জীবনে-অনভ্যস্ত বালিকাটি পল্লীপ্রকৃতির চিরদিনের প্রেমের ডাকে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—বলে—"বেলা যে পড়ে এল জল্‌কে চল্।" এই ক'টা লাইনে কী গভীরভাবে ফুটে উঠেছে তার নগররুদ্ধ ক্লান্ত জীবনের মর্মবেদনা—

"হায়রে রাজধানী পাষাণকায়া।
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া।"

আজ তার পল্লীবাসের সারাদিনের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রতিটি প্রকৃতিরূপের কথা তন্নতন্ন ক'রে মনে পড়ে, আকুল হ'য়ে সে কেঁদে বলে—

"কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁগো।"

এই বালিকাটি কবির আপন প্রাণসত্তার প্রতীক। শিশুকালেই তাঁর প্রাণসত্তা গণ্ডীবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য এম্‌নি ক'রেই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল, এবং ঐ ব্যাকুলতার তাগিদেই প্রকৃতির মায়ায় ঘেরা শান্তির নিকেতন ঐ 'শান্তিনিকেতনের' সৃষ্টি।

ওয়ার্ডস্বার্থের 'The Reverie of the Poor Susan' নামক কবিতায় ঠিক এম্‌নি একটি বালিকার এম্‌নি মর্মবেদনার আভাস পাই—

" 'Tis a note of enchantment ; what ails her ? she sees
A mountain ascending, a vision of trees ;
Bright volumes of vapour through Lothbury glide,
And a river flows on through the vale of Cheapside.
Green pastures she views in the midst of the dale,
Down which she so often has tripp'd with her pail ;
And a single small cottage, a nest like a dove's,
The one only dwelling of earth that she loves."

'The world is too much with us' কবিতাতেও দেখা যায় কবির মন থেকে একই কারণে বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস প'ড়ছে—

"The world is too much with us; late or soon
Getting and spending, we lay waste our powers
Little we see in Nature that is ours ;
We have given our hearts away, a sordid boon."

'Written in early spring' কবিতাতেও দেখি, প্রথম বসন্তের ফুলন্ত সুষমার মধ্যে ব'সে কবির আনন্দমগ্ন চৈতন্যের মধ্যে হঠাৎ একটি বিষাদছায়া ভেসে আসে—

"To her fair works did Nature link
    The human soul that through me ran ;
And much it grieved my heart to think
    What man has made of man.'

এবিষয়ে দুইকবির মানসভঙ্গীর মধ্যে ছিল এম্‌নি অপরূপ মিল। পল্লীপ্রকৃতির লীলার মধ্যেই অপরূপ সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখে তাঁরা মুগ্ধ চিত্তে তার পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রেছিলেন। তাঁরা তার মধ্যে যে অনাবিল শান্তি বিশ্বজনীন প্রেম অনন্তপ্রবহমাণ প্রাণশক্তি এবং তার মধ্য দিয়ে মানবের অমর জীবনের সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে তাঁরা কৃত্রিম আবিল ক্লেদক্লিন্ন নাগরিক জীবনকে নিগ্রহ পীড়ন ও নির্যাতনের আবাসস্থলরূপে কল্পনা ক'রেছেন। ওয়ার্ডস্বার্থ তাই তাঁর 'Prelude'-

এর First Book-এ ব'লেছেন, তিনি যেন নাগরিক জীবনের বদ্ধকারা-মুক্ত একটি স্বাধীন বিহঙ্গ—

"escaped
From the vast city, where I long had pined
A discontented sojourner : now free
Free as a bird to settle where I will."

এবং প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনাবৃত সাহচর্যেই আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছেন—

"Thou, my Friend! Wert reared
In the great city, 'mid far other scenes ;
But we, by different roads, at length have gained
The self-same bourne."

প্রকৃতির অবাধ রূপ যেখানে অবগুণ্ঠিত, যেখানে তার লোলচঞ্চল দেহে বস্তুপুঞ্জের বাঁধন পরিয়ে পরিয়ে তার অকুণ্ঠ নৃত্যপরা ভঙ্গিমাকে ক'রে তোলা হ'য়েছে ভারমন্থর কুণ্ঠিত সেখানে অনাবিল পূত পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"এই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে পূর্ণ সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে একটা চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হ'চ্ছে—এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন"। শারদোৎসব ঋতুনাট্যের ভূমিকায় লিখেছেন—"মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নয়, এই বিশাল বিশ্বে তার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে।.........বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলছে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলে আমরা বিশ্বকে আহ্বান ক'রে না নিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন ঘটে না।...... হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল সার্থক হয়। ....মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতির সভার ঋতু উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো বড়ো হ'য়ে উঠে।......তাই নব ঋতুর

অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরে চারিদিক হ'তে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে। সেই হৃদয়ে যদি কোন রঙ্ না লাগে, কোন গান না জেগে ওঠে তাহলে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।"

অন্যত্র ব'লেছেন—"নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্ঋতু আপন পুষ্প পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে, এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চ কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না।"

তাই প্রকৃতির রূপমহল যেখানে রুদ্ধ রসমহলেরও সেখানে পাত্র চূর্ণ! হৃদয়ের লীলা সেখানে অভিনীত হয় না, অনন্ত বৃন্দাবন জাগ্রত হ'য়ে ওঠে না, প্রেমও রোমাঞ্চ কলেবরে শিহরিত হ'য়ে ওঠে না। তাই সেই "আকাশ-আলোক-পুলক পুঞ্জ, ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ," গভীর ভ্রমরগুঞ্জ-বঞ্চিত নগরীর মধ্যে এই প্রেমের আসন চিরদিন শূন্য। 'নগর-সংগীত' কবিতার মধ্যে নগরীর যে উন্মত্ত করাল নগ্নরূপ দেখতে পাই তাতে হৃদয়ের লীলার আর অনন্ত বৃন্দাবনের অবকাশ কোথায়। সেখানে কত না অর্থ কত অনর্থ স্বর্গমর্তকে আবিল ক'রে তুল্‌ছে, মহাশূন্যকে আকুল ক'রে তুল্‌ছে তপনতপ্তধূলির আবর্ত। যতকিছু ক্ষণিক খণ্ড ছিন্ন সেখানে পশ্চাতে কোনো-কিছু চিহ্ন না রেখে ছুটেছে মৃত্যুপাথারে। সেখানে চলেছে "করুণ রোদন, কঠিন হাস্য, প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য, ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য"। আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটেছে মায়ামৃগের সন্ধানে। সে যেন এক বিরাট যজ্ঞকুণ্ড লেলিহান-

শিখা হোমাগ্নি ক্ষুধার দহন প্রজ্বলিত ক'রে অহর্নিশি জ্বলে জ্বলে উঠছে। অস্থির আহুতি প'ড়ছে, প'ড়ছে রক্তাঞ্জলি—বিশ্বব্যাপিনী দাহনে যাচ্ছে চন্দ্রসূর্য অবলুপ্ত হ'য়ে। নরনারী সকলে সেই বহ্নির মুখে জীবন আহুতি দিচ্ছে—ক'রছে তাদের প্রাণের পাত্র চূর্ণ। সুতরাং পবিত্র প্রেমের পুষ্পিত সিংহাসন সেখানে কোথায়! ওয়ার্ডস্বার্থও এই কথাই ব'লেছেন—

"True it is, where oppression worse than death
Salute the being at his birth... ... ...
... ...labour in excess
From day to day pre-occupy the ground
Of the affections, and to Nature's self
Oppose a deeper nature; there, indeed,
Love cannot be; nor does it thrive with ease
Among the close and over-crowded haunts
Of cities, where the human heart is sick,
And the eye feeds it not, and cannot feed."

'Residence in London'-এর মধ্যে ব'লেছেন—

"Folly, vice,
Extravagance in gesture, mien, and dress,
And all the strife of singularity,
Lies to the ear, and lies to every sense—
Of these and of the living shapes they wear,
There is no end."

আরো উপভোগ্য বর্ণনায় ব'লেছেন—

"What a shock
For eyes and ears ! what anarchy and din,
Barbarian and infernal,—a phantasma,
Monstrous in colour, motion, shape, sight, sound !
Below, the open space, through every nook

Of the wide area, twinkles, is alive
With heads ; the midway region, and above,
Is thronged with starring pictures and huge scrolls,
Dumb proclamations of the Prodigies ;
With chattering monkeys dangling from their poles,
And children whirling in their round-abouts ;
With those that stretch the neck and strain the eyes,
And crack the voice in rivalship, the crowd
Inviting ; with buffoons against buffoons
Grimacing, writhing, screaming,—him who grinds
The hurdy-gurdy, at the fiddle weaves,
Rattles the salt-box, thumps the kettle-drum,
And him who at the trumpet puffs his cheeks,
The silvercollared Negro timbrel,
Equestrians, tumblers, women girls and boys,
Blue-breeched, pink-vested, with high-towering plume
All movables of wonder, from all parts
Are here... ... ...
All out-o'-the way, far-fetched, perverted things,
All freaks of nature, all Promethean thoughts
Of man, his dullness, madness, and their feats
All jumbled up together, to compose
A Parliament of Monsters. Tents and booths
Meanwhile, as if the whole were one vast mill,
Are vomiting, receiving on all sides,
Men women, three-years' children, Babes in arms."

তারপরেই যেন একটা বেদনার আর্ত চিৎকারে ব'লেছেন—

"Oh, blank confusion ! True epitome
Of what the mighty city is herself,
To thousands upon thousands of her sons,
Living amid the same perpetual whirl

Of trivial objects, melted and reduced
To one identity, by differences
That have no law, no meaning and no end—
Oppression, under which even highest minds
Must labour, whence the strongest are not free."

কিন্তু এ-সব কি শুধুই অকারণ ? এই যে জনকলরোল এই যে ঘূর্ণাবর্ত এই যে জটিল আঘাত-সংঘাত এর কী কোন অর্থ নেই ? বিধাতার সৃষ্টির মাঝখানে যদি সবকিছুই অর্থপূর্ণ হ'য়ে থাকে তাহ'লে এই ফেনিল সুরাপায়ী উন্মত্ত নগরীই শুধু নিরর্থক হবে কেন ? যাঁরা ঋষি যাঁরা কবি তাঁদের চোখে এর নিগূঢ় অর্থটি ধরা পড়ে। তাই ঋষি কবি ওয়ার্ডস্বার্থ একদিকে যেমন নিরাবরণ নিরাভরণ বহিঃ-প্রকৃতির মাঝখানে শান্তি-সম্পদের আভাস পেয়েছিলেন তেমনি এই জনতা-কণ্টকিত শঙ্কিল নগরীর মাঝেও স্থির অকম্পিত অন্তর্দৃষ্টি মেলে দেখেছেন সেই একই শান্তি একই আনন্দ একই ঐকতান বিধৃত হ'য়ে আছে—

"But though the picture weary out the eye,
By nature an unmanageable sight,
It is not wholly so to him who looks
In steadiness, who hath among least things
An under-sense of greatest ; sees the parts
As parts, but with a feeling of the whole."

প্রকৃতির সর্বাঙ্গের হিল্লোলিত আনন্দোপলব্ধিতে এই দৃষ্টি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে "From early converse with the works of God among all regions" এবং বিধাতার এই 'works'—এই সম্মুখপ্রসারিত অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টিই

"Quickens the slumbering mind, and aids the thoughts,
However multitudinous, to move
With order and relation."

তারপরে কবি বলেছেন—

"This did I feel, in London's vast domain
The Spirit of Nature was upon me there;
The soul of Beauty and enduring life
Vouchsafed her inspiration, and diffused,
Through meagre lines and colours, and the press
Of self-destroying, transitory things,
Composure, and ennobling Harmony."

'নগর-সংগীত'-এ নগরের অশান্ত দুর্বার ঘূর্ণাস্রোত তরঙ্গিত করার পর 'নগর-সংগীত'-এর কবি সেই ঘূর্ণাসংগীতের অশান্ত সুরতরঙ্গপ্রবাহে ঝাঁপ দিতে চেয়েছেন বোধ হয় ভবিষ্যতে 'নৈবেদ্যে'র 'জনারণ্যে'র কবি হ'য়ে উঠবেন ব'লে। এই ভাবধারায় ইংরেজ কবি আর বাঙালী কবির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর তা দেখানোর জন্যে 'জনারণ্য' কবিতাটি উদ্ধৃত ক'রতে হ'লো। পার্থক্যের মধ্যে এই যেখানে ইংরেজ কবির আছে ঐক্যের উপলব্ধি বাঙালী কবির সেখানে শুধু ঐক্য নয় আছে ঐক্যের মূলে যে-'এক' সেই 'এক'-এর উপলব্ধি, এবং উপলব্ধি শুধু নয়, দর্শন—

"মধ্যাহ্নে নগর-মাঝে পথ হতে পথে
কর্ম-বন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে
শত শাখা-প্রশাখায়, নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হ'য়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণ ভিত্তির 'পরে। চৌদিকে আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধুলি॥
তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহাজনারণ্য-মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি, কোলাহল মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।

সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা 'পরে
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা,
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা ॥"

৮

প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে প্রেম যে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার ভাব তা যেমনি তীব্র তেমনি বিচিত্র তেমনি অদ্ভুত। তিনি নিজেই ব'লেছেন—"এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয় বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছা করে সেটা ভাল ক'রে প্রকাশ ক'রতে—কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিক বুঝতে পারবে না। কী একটা কিম্ভুত রকমের মনে করবে।" সম্মুখে প্রসারিত প্রকৃতির এই বহুল বৈচিত্রী—অনন্ত সুন্দরের সীমাহীন লীলাক্ষেত্র—তাঁর সূক্ষ্ম চৈতন্য-নেত্রে দিবারাত্রি কী যেন এক প্রেমঘন উৎসব-সমারোহের স্বর্ণদ্বার উদ্‌ঘাটিত ক'রে রেখেছে। এই উৎসব-সমারোহের প্রাঙ্গণের দিকে চিরদিন তাঁর 'হৃদয় দুয়ার খোলা'। এই খোলা হৃদয়ের পথে চিরসুন্দরের সঙ্গে চলে তাঁর প্রাণের ইঙ্গিত—চলে কত কথিত অকথিত বাণী বিনিময়। এম্‌নি ক'রে তিনি প্রকৃতির বিচিত্র-রূপের মাঝে চিরসুন্দরের সঙ্গে একাত্মায় লীন হ'য়ে যান—ঘটে তাঁর ভাব-চৈতন্যের সমাধি। তখন তিনি উপলব্ধি করেন একটি রহস্যাচ্ছন্ন রোমাঞ্চকর অনুভূতি তাঁকে শুধু এই জীবনে প্রকাশিত ক'র্‌ছে না—কোন্ অনাদি অতীত হ'তে বর্তমানে এবং বর্তমান হ'তে অনন্ত অনাগত কালের জীবনে, জন্ম হ'তে জন্মান্তরে তাঁকে বহন ক'রে নিয়ে চ'লেছে। তিনি অনুভব করেন তাঁর অন্তর্দেবতার আনন্দ এই ঘাটে তাঁর খেয়াতরী বাওয়া একদিন বন্ধ ক'রে দেন, ঘাটে বাটে একদিন তাঁর এতদিনের পায়ের চিহ্ন মুছে দেন ব'লে সেইখানেই তাঁদের বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে যায় না, সেইখানেই সব-কিছুর

সমাপ্তি হয় না, তিনি জানেন সেই লীলাময় আবার তাঁকে নূতন নামে ডাকবেন, নূতন্ বাহুর ডোরে বাঁধবেন এবং তাঁর পরিচিত আপন সত্তা যাকে কবি ব'লেছেন 'সেই আমি', সেই 'চিরদিনের সেই-আমি' চিরদিন এমনি ক'রে আসা-যাওয়া ক'র্বে। চিরদিনের 'সেই আমি'-র বারে বারে নূতন 'আমি'র মধ্যে আসা-যাওয়ার কথা এবং বারে বারে প্রত্যক্ষ বিশ্ব-জগতের সঙ্গে প্রাণের মিলনের অনুভূতি তিনি একদা এক পত্রে জানিয়েছিলেন—"ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হ'য়ে এলো, তখন ঠিক মনে হ'চ্ছিল এ সমস্ত যেন ছেলেবেলার রূপকথার অপরূপ জগৎ—যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হ'য়ে ওঠেনি, অল্পদিন হ'লো সৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে—এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী, অর্ধচেতনায় মোহাচ্ছন্ন, মায়ামিশ্রিত, বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর।" এই প্রসঙ্গে ১৮৯২ সালে শিলাইদা থেকে এক পত্রে তিনি লিখ্ছেন—

"এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকৃত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকৃত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত

শস্যক্ষেত্রে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্ থর্ করে কাঁপ্‌ছে।”

বিচিত্র-কল্পনা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতি-প্রতিমাখানি গঠন ক'রে কাব্যের মন্দিরে স্থাপিত করেছেন তা যেন প্রাণচঞ্চলা মমতাময়ী একটি মানবীমূর্তি। নিসর্গলীলার সঙ্গে মানুষের অন্তরলীলা এম্‌নি ঘনিষ্ঠ এম্‌নি অন্তরঙ্গ যে প্রকৃতিকে একটি স্নেহময়ী মানবীর মূর্তিতে গ'ড়ে সম্মুখে স্থাপিত ক'রতে না পারলে কবির যেন তৃপ্তি নেই। 'বসুন্ধরা' কবিতায় প্রকৃতিকে জননীরূপে কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে কবির জন্মজন্মান্তরের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের আভাস-সংযোজন কবিতাটিকে একটি অবর্ণনীয় ভাবসৌন্দর্যে মণ্ডিত ক'রেছে—

“আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল। অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি। আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।”

সেই যুগযুগান্তরের কোন্ জনমের ঘনিষ্ঠ একাত্মতার শিহরায়মাণ স্মৃতি আজ এই জনমের চৈতন্যের দ্বারে এসে ঘা' দিয়ে ফিরে—

“মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হ'য়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লব নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন। সে বিচিত্র সে বৃহৎ

খেলাঘর হ'তে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব।"

লোকলোকান্তরচারী কবিকল্পনা কেবলমাত্র অনুভূতির তীব্রতায় দার্শনিকের মনঃসমীক্ষণোদ্ধৃত কোন্ অতলান্তশায়িত তত্ত্বরত্নের মত কত না রহস্যজাল উদ্‌ঘাটিত ক'রে তোলে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতেও শুনি এই উপলব্ধির আভাস—

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন-স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।"

ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যেও প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক এম্‌নি একাত্ম অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যায়। এই জীবনে প্রকৃতির সব কিছুর সঙ্গেই চলে তাঁর অনন্ত আনন্দময় সংযোগ—এমন কি মনুষ্যেতর জীবজন্তুর সঙ্গেও—

"Ye blessed creatures, I have heard the call
Ye to each other make; I see
The heaven laugh with you in your jubilee;
My heart is at your festival,
My head hath its coronal,
The fullness of your bliss, I feel—I feel it all."

শুধু জীবনে নয় মরণেও প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা নেই। 'Slumber did my spirit seal' কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে Lucy-র মৃত্যুর পরেও

সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ নেই। তখনো তার মৃত্তিকাসনে লীন হ'য়ে অনন্ত গগনে অশ্রান্ত চরণে চলে সবিতৃমণ্ডল প্রদক্ষিণ—"Rolled round in earth's diurnal course with rocks, and stones and trees." জীবন-সূর্যের উদয়াস্ত যে শুধু এই জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, সে যে অনাদি অতীতের কোন্ এক অজানা দিক্‌চক্রবাল হ'তে উদিত হ'য়ে অনাগত অনন্তজীবনের ক্রান্তিরেখায় নব নব জ্যোতির্বিভাসনায় আলোর পাল তুলে চলেছে তার ইঙ্গিত কবির বোধসত্তায় ধ্বনিত হ'চ্ছে—

"Our birth is but a sleep and a forgetting;
The soul that rises with us, our life's Star,
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar."

এই যে জীবনস্রোত—এই যে জীবনে জীবনে নব নব অভ্যুদয় এ সম্পূর্ণ নূতন নয়—পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন নয়—পুরাতনেরই নব নব রূপমাত্র। একটি মালা যেন—জীবন-ফুলকে গেঁথে গেঁথে চলেছে একটি অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র। পূর্বজন্মের আভাস কিছু পরজন্মে যে না থাকে এমন নয়—

"Not in entire forgetfulness,
And not in entire nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home:"

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ভাবধারা বহুক্ষেত্রে বহুভাবে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, কিন্তু ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যে এর এত তীব্রতা এত ব্যাপকতা দেখা যায় না।

৯

ওয়ার্ডস্বার্থের এই নিগূঢ় প্রকৃতিপ্রেমই শেষ পর্যন্ত মানবপ্রেমে পর্যবসিত হ'য়েছিল। Prelude-এর Eighth Book-এ তিনি ব'লেছেন—

"Thus from a very early age, O Friend!
My thoughts by slow gradations had been drawn
To human-kind, and to the good and ill
Of human life: Nature had led me on;"

এবং ব'লেছেন 'The mind of Man'-ই হোলো 'main region of my song.' এই মানুষের মনই হোলো সব চেয়ে রহস্যময় এবং দুর্গম। রবীন্দ্রনাথও ব'লেছেন—

"সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।"

সংসারে দেখা যায় জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষ মানুষকে আকর্ষণ ক'রেছে বেশী। জীবনে যার ওপর করুণার বিন্দুমাত্র স্পর্শ পড়েনি কারো, জনতার সকরুণ দৃষ্টির বর্ষণ ঘটেছে তারও নিষ্প্রাণ দেহের ওপর—এ ঘটনা অপ্রচুর নয়। মৃত মানুষের উপর অধিকতর প্রেমেই মানুষ অনভিপ্রেতকেও ফুলের মালা দিয়ে সাজায়, চন্দনচর্চিত করে, শ্রদ্ধায় সম্মানে আদরে ভালোবাসায় চিতাভস্ম বা কবরের উপর সমাধি মন্দির রচনা করে, জীবিত আত্মার চেয়ে মৃতজীবনের আত্মার শান্তির জন্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে বেশী। তাই ওয়ার্ডস্বার্থ 'A Poet's Epitaph'-এর মধ্যে মানুষকে গভীর উপদেশ দিয়ে ব'লেছেন—

"First learn to love one living man,
Then may'st thou think upon the dead."

মানুষ সে যে অনেক গৌরবে মানুষ। ধূলিতেই জন্ম এবং কীটানু-কীটের সমগোত্র হয়েও মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং তার ভিতর কী অনন্ত মহিমার বিস্তার, একথা উপলব্ধি করে ওয়ার্ডস্বার্থ বলেছেন—

"Everywhere a vital pulse was felt,
And all the several frames of things, like stars,
Through every magnitude distinguishable

Shone mutually indebted, or half lost
Each in the other's blaze, a galaxy
Of life and glory. In the midst stood Man,
Outwardly, inwardly contemplated,
As, of all visible natures, crown, though born
Of dust, and kindred to the worm, a Being,
Both in perception and discernment, first
In every capability of rapture,
Through the divine effect of power and love;
As, more than anything we know, instinct
With godhead, and, by reason, and by will,
Acknowledging dependency sublime."

মানুষের দুঃখ কষ্ট বেদনা তাঁকে পীড়িত ক'রেছে বার বার এবং তিনি ব'লেছেন মানুষই মানুষের এই দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী। "What man has made of man" এবং তার জন্য তিনি মানুষের প্রকৃতি-বিবর্জিত বুদ্ধির ঔদ্ধত্যকে সুনজরে দেখতে পারেন নি আদৌ। "City's turbulent world of men and things" ক্রূর আহ্বানে মানুষকে উত্তেজিত ক'রে সমাজে সমাজে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে হিংসার অগ্নিশিখা বিস্তার ক'রে দিয়েছে। অন্যায় অবিচারের যুপকাষ্ঠে মানুষের আত্মার এই অবমাননায় তিনি আর্তকণ্ঠে ব'লে উঠেছেন—

"Earth is sick,
And heaven is weary of the hollow words
Which states and kingdoms utter when they talk
Of truth and justice."

এই কৃত্রিম সহানুভূতিহীন আধুনিক জীবন "being brought more near To vice and guilt forerunning wretchedness" দেখে কবি সভয়ে ব'লেছেন—

"I trembled,—thought, at times, of human life
With an indefinite terror and dismay,

Such as the storms and angry elements
Had bred in me, but gloomier far, a dim
Analogy to uproar and misrule,
Disquiet danger and obscurity."

তাই তিনি পল্লীপ্রকৃতির মাঝে মানুষের আত্মার মর্যাদার সন্ধান পেয়েছেন, মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছেন প্রকৃতি-প্রেমের মধ্য দিয়ে। চাষী মজুর মেষপালক গেঁয়ো মানুষ তাই তাঁর কাছে এত প্রিয়। তাই তিনি ব'লেছেন—"Shepherds were the men that pleased me first" এবং সেই প্রকৃতির আদিম দানের মধ্যে—সূর্য আকাশের নীচে যারা মুক্ত অবারিত—

"Man free, man working for himself with choice
Of time, and place, and object; by his wants,
His comforts, native occupations, cares,
Cheerfully led to individual ends
Or social, and still followed by a train
Unwooed, unthought of even—simplicity,
And beauty, and inevitable grace."

তারা তাঁর মনের সহানুভূতিকে বেশী আকর্ষণ ক'রেছে এবং প্রকৃতির মধ্যেকার এই পরম আনন্দোপলব্ধির ভিতর দিয়েই মানবপ্রকৃতি যে সমস্ত সুখ-দুঃখ ভালোমন্দ পাপ-পুণ্যের মাধ্যমে পরমাত্মার অধিকতর সন্নিহিত তা উপলব্ধি ক'রে কবি ব'লেছেন—

"The effect was still more elevated views
Of human nature. Neither vice nor guilt,
Debasement undergone by body or mind,
Nor all the misery forced upon my sight,
Misery not lightly passed, but sometimes scanned
Most feelingly, could overthrow my trust
In what we may become;"

পরে এই প্রেম বিস্তৃততর গতি লাভ ক'রে সর্বত্র প্রবাহিত হ'য়েছে এবং মানবে মানবে অনন্ত প্রেমে ঐক্যলাভ ক'রেছে—

"Add also, that among the multitudes
Of that huge city, oftentimes was seen
Affectingly set forth, more than elsewhere
Is possible, the unity of man,
One spirit over ignorance and vice
Predominant in good and evil hearts;
One sense for moral judgements, as one eye
For the sun's light. The soul when smitten thus
By a sublime idea, whencesoe'er
Vouchsafed for union or communion feeds
On the pure bliss, and takes her rest with God."

বিধাতার সৃষ্টিতে ক্ষুদ্রবৃহতের একই প্রাণস্পন্দন, একই অস্তিত্ব, একই আলোকধারায় তাদের শুচিস্নান—

"All creatures and all objects, in degree
Are friends and patrons of humanity."

সকলেই "with a perfect will in one accord of strict obedience, serve the Almighty Lord," তার মাঝে একের প্রতি অন্যের ঘৃণিত দৃষ্টিপাত অন্যায় অত্যাচার কবিকে পীড়িত ক'রেছে। ইংলণ্ডের সম্বন্ধে তিনি ব'লেছেন—

"Shall man assume a property in man ?
Lay on the moral will a withering ban ?
Shame that our laws at distance still protest
Enormities, which they at home reject !
'Slave cannot breathe in England'—yet that boast
Is but a mockery ! when from coast to coast,
Though fettered slave be none, her floors and soil
Groan underneath a weight of slavish toil,

For the poor Many, measured out by rules
Fetched with cupidity from heartless schools,
That to an Idol, falsely called 'the Wealth
Of Nation's, sacrifice a Peoples' health,
Body and mind and soul; a thirst so keen
Is ever urging on the vast machine
Of sleepless labour, 'mid whose dizzy wheels
The power least prized is that which thinks and
feels."

তাই তিনি ব'লেছেন মানুষের মনই হোলো সব। সে এই পৃথিবীর চেয়ে সুন্দর। পৃথিবীকে সেই-ই সুন্দরতর ক'রে তুলতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই মনে বেজে উঠতে পারে

"দিয়েছ আমার 'পরে ভার
...তোমার স্বর্গটি রচিবার—"

"how the mind of man becomes
A thousand times more beautiful than the earth
On which he dwells, above this frame of things
(Which, 'mid all revolution in the hopes
And fears of men, doth still remain unchanged)
In beauty exalted, as it is itself
Of quality and fabric more divine."

আরো ব'লেছেন—

"What a fair world were our for verse to paint,
If power could live at ease with self restraint!
Opinion bow before the naked sense
Of the great vision,—faith in providence;
Merciful over all his creatures, just
To the least particle of sentient dust;"

সর্বভূতে যাঁর দয়া বিদ্যমান—এমন কি সামান্য ধূলিকণাতেও, তাঁর প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসে মানুষের সর্ব অন্যায়ের স্পৃহা দূরে যায়, 'Disputes

would then relax', 'impetuous minds by discipline endeavour to grow meek', প্রতিভা দর্প পরিত্যাগ ক'রে প্রজ্ঞানে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, নিষ্ঠুর অত্যাচার স্তব্ধ হ'য়ে যায়, নির্দোষ মুক্তিলাভ করে, প্রেমে বিশ্ব পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। এইখানে পশ্চিম যেন পূর্ব—ওয়ার্ডস্বার্থ যেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু মূলগত একটু পার্থক্য বিদ্যমান। মানবপ্রেমের মূর্তপ্রতীক রবীন্দ্রনাথ—ওয়ার্ডস্বার্থের মত তাঁর মানবপ্রেম প্রকৃতিপ্রেম থেকে গড়ে ওঠেনি। বরং দুইটি-ই একই কালে গড়ে উঠেছে এবং তা গড়ে উঠেছে পরমাত্মা-প্রেমের গভীর একাগ্রতা থেকে। মানব শুধু এই সৃষ্টির অংশ নয়, এই সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি তাঁরও অংশ। এই জীবাত্মা-পরমাত্মায় অভেদ-দর্শনেই রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ঈশ্বর-প্রেমেরই সগোত্র রূপে প্রতিভাত হ'য়েছে। তাই তিনি এই ভারততীর্থের তীরে দাঁড়িয়ে দুবাহু বাড়ায়ে নরদেবতাকে নমস্কার জানিয়েছেন। এই ভারততীর্থের প্রান্তে যেমন আর্য অনার্য দ্রাবিড় চীন শক হুন পাঠান মোগল সব একদেহে লীন হ'য়ে গেছে তেমনি সমস্ত বিভিন্ন জাতি তাদের পার্থক্য হারিয়ে এক মহামানবজাতিতে রূপান্তরিত হ'য়ে তাঁর মহাচিত্ততীর্থে এক হ'য়ে মিলিত হ'য়ে গেছে। তাই তিনি উদাত্তকণ্ঠে ব'লতে পারেন—"কেহ নহে নহে দূর—আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।" সেই 'এক'-এর ডাক তাঁর কানে বেজে উঠেছে। সেই ডাকে সবাইকে তিনি মনের মাঝে এক ক'রে মিলিয়ে নিয়ে সবাইকে বিভেদ ভুলে একীভূত হবার জন্যে গভীর ভালোবাসায় ডাক দিয়ে ব'লেছেন—

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।"

বিশ্বপ্রেমের এত গভীর পবিত্র পৃথিবীব্যাপ্ত মন্ত্রধ্বনি ওয়ার্ডস্বার্থের কণ্ঠে কই?

'অপমানিত' কবিতায় মানবপ্রেমের যে চূড়ান্ত উদাহরণ প্রকাশিত হ'য়েছে তা বোধহয় বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। এ কবিতায় একদিকে যেমন অপমানিতের লাঞ্ছনার ছবি অন্যদিকে অপমানকারীর নির্লজ্জ দেশ-ধ্বংসী নির্মম অপরাধের স্পর্ধা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে এবং তারই অন্তরালে দেখা যাচ্ছে মহাকবির মমতা-মেদুর করুণার্দ্র সহানুভূতিশীল দুটি চক্ষু— কী মায়ায় কী প্রেমে সজলমধুর! এবং এই অপরিণামদর্শী অপমান-কারীদের প্রতি যে সবল দৃপ্ত হুঁসিয়ারী তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছে তা যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি অনিবার্য—

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান"

সেই অপমানিতদের সঙ্গে সুবিধাভোগীদের—

"অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

স্পর্শকাতর মানুষ মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান ক'রতে নারাজ—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।"

কিন্তু এই মানুষের প্রাণের ঠাকুরের অপমান বিধাতা সহ্য করেন না। তাঁর রুদ্র রোষ সবাইকে দুর্ভিক্ষের কশাঘাতে একই সাথে এক পংক্তিতে অন্নপান দান ক'রে তাদের স্পর্শাতুরতা ভঙ্গ ক'রে দেন। পাশ থেকে ঠেলে যাদের সরিয়ে দেওয়া হ'য়েছে তারাই তো শক্তি। তারা জানে না তারা আপন শক্তিকে নির্বাসন দিয়েছে—ফলে হ'য়েছে তারা দুর্বল ক্লীব। ঘৃণা ক'রে যাদের নিচে পরিত্যাগ করা হ'য়েছে তাদেরই অপমানে সবাই জগতের সম্মুখে নীচতার গ্লানিতে জর্জরিত হবে। তারা জানে না ভুল ক'রে তারা আপন কল্যাণকেই বিসর্জন দিয়েছে।—

"শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।"

তোমার উচ্চতার অহঙ্কার এখনো ফেলে দিলে না, এখনো দেখতে পেলে না "নেমেছে ধূলার তলে হীন-পতিতের ভগবান"। এমন

ক'রে তোমার বেড়া-ঘেরা উচ্চাসনকে পাহারা দিয়ে আগ্‌লে রেখে কী লাভ?

তারপরে কবির কণ্ঠে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হ'য়েছে তা যেম্‌নি ভীষণ তেমনি শুভ—

"দেখিতে পাও না তুমি, মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হতে হবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

ঈশ্বর ত কোনো মানুষের গড়া সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হ'য়ে নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজিত ;—

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাট্‌ছে বারো মাস।
রৌদ্রজলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—"

তাই যদি হয় তাহলে সমাজের এই দরিদ্র মেহনতী জনতার দিকে হীন চক্ষে দেখা, তাদের অপমানিত করা, তাদের প্রাণের ঠাকুর তাদের অন্তর-নারায়ণকে হেয় জ্ঞান করা বিশ্ববিধাতাকে অপমান করা ছাড়া কিছু নয়। তাই তাদেরই সেবা ক'রে তাদেরই ভালোবেসে বিশ্ববিধাতার পূজা সম্পন্ন করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের 'ওরা কাজ করে' কবিতায় কবি এই মেহনতী জনতারই জয়ধ্বনি করেছেন। কত সাম্রাজ্যলোভীর দল এসেছে গেছে, এসেছে পাঠান এসেছে মোগল এসেছে ইংরেজ, কালের কপোলতলে সবাই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে, শুধু আছে মাটির পৃথিবীতে যে বিপুল জনতা নানাপথে নানা দলে দলে যুগযুগান্তর হ'তে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে কাজ ক'রে চ'লেছে।—

"ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;

ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

* * *

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন   গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি   দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহা-মন্ত্রধ্বনি।

বলা বাহুল্য সর্বজনবিদিত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবির মানব-প্রেমের চরম অভিপ্রকাশ ঘটেছে। এতে দেশের অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের জন্য শুধু তাঁর মর্মক্রন্দনই ধ্বনিত হয়ে ওঠেনি, তাঁর আশাবাদী হৃদয়ের বলদৃপ্ত প্রতিকার-পন্থা বিঘোষিত হ'য়ে মহাজীবনের জয়রাগিণীর অমৃতসুর পৃথিবীর মানুষের জন্য বিতরিত হ'য়েছে। তাঁর কবিপ্রাণ যখন কল্পনার রসাবেশে মুগ্ধ হ'য়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত ক'রছিল তখন একদিন হঠাৎ এই ক্লিন্ন সংসারের মাটির মানুষগুলির দিকে তাঁর বিস্ময়দৃষ্টিপাত ঘট্‌লো, তাঁর জাগ্রত চৈতন্য দিয়ে তিনি শুন্‌তে পেলেন—

"কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধ কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস

স্বার্থোদ্ধত অবিচার, সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।”

বিশ্বপ্রেমিক মানবপ্রেমিক কবি মানুষের এই লাঞ্ছনায় নীরব দর্শকমাত্র নন। বলদৃপ্ত কণ্ঠে এর প্রতিকারের পথ বেছে দেন—ঝাঁপিয়ে পড়তে চান তাদের বাঁচার অধিকার দানের মনুষ্যত্ব দানের বিরাট কর্মযজ্ঞে—

“এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
‘মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার ;

মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।"

তাই কবি আজ তাঁর কল্পনার বিলাসসৌধ থেকে নেমে আসতে চাইছেন। কবির মুগ্ধচৈতন্যকে কর্মের সজাগচৈতন্যে রূপান্তরিত ক'রে মানবজীবনের সবচেয়ে প্রিয় যে প্রাণ সেই প্রাণটুকুকেই উৎসর্গ করবার জন্য ডাক দিয়ে ব'লেছেন—

"কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট"।

কবি তাঁর জীবনকে ধন্য মনে করেন যদি তাঁর গানে মানুষের জীবন কল্যাণমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—

"যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে—দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ॥"

এখানে ওয়ার্ডস্বার্থের মত শুধু প্রকৃতিপ্রেম নয়, সেই গভীরতর প্রেমে এই মানবকল্যাণ মণ্ডিত যে-প্রেমে মানবজন্ম সার্থক হ'য়ে ওঠে। এই হোলো অভিসারের পথ সেই প্রেমময়ের কাছে "জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে জন্ম জন্ম ধরি।" তাঁরি প্রেমে মিলিত হ'য়ে বিশ্বপ্রেম সার্থক হয়—"তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।"

কিন্তু তবুও কবির মনে শান্তি নেই। তাঁর বার বার মনে হ'য়েছে এ-জীবনে মানবপ্রেম তাঁর সফল হ'য়ে ওঠেনি। তার জন্য তিনি 'জন্মদিনে'-র 'ঐকতান' কবিতায় দুঃখ ক'রে ব'লেছেন, মানুষের অন্তরে অন্তর মিশালে তবেই তার পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু—

"পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার"

এই জীবনযাত্রার বেড়াগুলি কবিকে জনসংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছে, যে বেড়ার গণ্ডী ওয়ার্ডস্বার্থের ছিল না। সে কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যই কী এই বেড়াগুলি—সমাজের এই উচ্চস্তরে অবস্থিতি বিশ্বকবির জনসংযোগের অন্তরায় ছিল ? এ-কথা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে যখন ইংরেজ কবি শেলির দিকে তাকানো যায়। জীবনযাত্রার আভিজাত্যের বেড়াগুলি তাঁর চারপাশে থাকা সত্ত্বেও জনসংযোগে তাঁর বাধা ঘটেনি। সুতরাং একথা বলতে হয় যে বিশ্বকবির বিশেষ রকমের মানসভঙ্গিই বিশেষ রকমের Moodই তাঁকে জনসংযোগ থেকে দূরে নিয়ে ফেলেছে এবং সেই জন্যেই তফাতে নিয়ে ফেলেছে ওয়ার্ডস্বার্থের থেকে যাঁর কৈশোরকাহিনী—dance party আর rustic society-র আড্ডা ইতিপূর্বেই আলোচিত হ'য়েছে। আজ বিশ্বকবির মন মানবপ্রেমের তরঙ্গে আলোড়িত হ'লেও তিনি তার যথার্থ মূল্য দিতে নারাজ কেননা তিনি মনে করেন, জনগণের অন্তরের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগাযোগ নেই ; এবং সে-কথা অকপটে স্বীকার ক'রতে তাঁর লজ্জা নেই।—

"চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতিক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সঙ্কীর্ণ বাতায়নে

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, আমি জানি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

তাই কবি ভাবীযুগের জন্য একটি ভাবী কবির আবির্ভাবকে স্বাগত জানাচ্ছেন—

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।"

তারপর শুনি সেই সত্যকার মানবপ্রেমিক-কবিকে কবির সান্তর বরণ-গান—

"এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক্ মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

*　　*　　*　　*

মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।

ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।"

১০

আগেই ব'লেছি শিহরায়মাণ কত স্মৃতি অতীতের কোন্ পার হ'তে ভেসে এসে মনের মাঝে ভাবরূপ গ্রহণ ক'রে নব রূপে রূপায়িত হ'তে চায়। অতীতের এই স্মৃতির মূল্য দুই কবির [illegible]ছে অত্যন্ত বেশী। Prelude হ'লো ইংরেজ কবির গাঁথা একটি পরবর্তী স্মৃতি-মাল্য। তবে Prelude-এ বর্ণিত অতীতদিনের ঘট[illegible]'রেছেন এ-কথা য[illegible]র পরিণত জীবনের দৃষ্টিভংগী দিয়ে কবি ব্যাখ্যা [illegible]নর কাহিনীগুলি[illegible]দি আমরা ভুলে যাই তা হ'লে কবির লেক্-জীবনে। ওয়ার্ড[illegible]কে আমরা সম্পূর্ণই ভুল বুঝ্‌বো এ-কথা মনে রাখ্‌তে হ[illegible] হ'য়েছে [illegible]স্বার্থের বিশ্বাস, এমন কি এটি তাঁর একটি আবিষ্কারও বলা [illegible]ত পারে, যে স্মৃতিকে যদি চিন্তা দিয়ে মন্থন করা যায় তাহ'লে তা থেকে কবিরা তাঁদের কাব্যের অমূল্য বিষয়বস্তুর অমৃত পেতে পারেন, এমন কি তা থেকে সর্বোত্তম ভাবধারার সৃষ্টিসুধাও মিলে যেতে পারে। "Poetry takes its origin in emotion recollected in tranquillity ; the emotion is contemplated till, by a species of reaction, the tranquillity gradually disappears, and an emotion, kindred to that which was before the subject of contemplation, is gradually produced, and does itself actually exist in the mind."—কাব্যের এই সংজ্ঞা তাঁর আপন ক্রিয়াশীল মনেরই ভাব-কারখানাসম্ভূত। দীর্ঘ মধুর দিবাস্বপ্নের (muse) ওড়্‌না দিয়ে ঢেকে

তাঁর স্মরণ-বধূ ধীরে ধীরে চলতে থাকে তাঁর জীবনের অতীত অভিজ্ঞতার মিলনকুঞ্জে নির্জনে—যে নির্জনে যে "long barren silence"-এর মধ্যে তাঁর মন লক্ষ্য করে কেমন ক'রে হারিয়ে-যাওয়া নিমজ্জিত অনুভূতি আর ছবিগুলি আপন খুসীতে পলে পলে উপরের তলায় ভাসমান হ'য়ে জ্যোতির্মূর্তিতে ঝিলিক দিয়ে উঠ্ছে। কবির কাজ তখন শুধু ধৈর্যশীল শান্ত দর্শক হওয়া মাত্র। কে যে করে এই জাগিয়ে-তোলা ভাসিয়ে-তোলার কাজ! কবির কিন্তু কোন হাত নেই এতে—বুঝি কোন গোপনচারী আত্মা—গভীর অন্তরাল হ'তে বেরিয়ে-আসা কোন অশরীরী—

"Nor is it I who play the part,
But a shy spirit in my heart,
That comes and goes—will sometimes leap
From hiding places ten years deep ;
Or haunts me with familiar face,
Returning, like a ghost unlaid,
Until the debt I owe be paid."

ন্যাচারালিস্ট্দের মতো কলা-কৌশল আয়ত্ত ক'রেছিলেন ওয়ার্ডস্বার্থ ; শান্ত নিস্তরংগ মনের সমুদ্রটিকে উন্মুক্ত অবারিত ক'রে ব'সে থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি ভীরু রূপবন্য অনুভূতির শ্বেত-পদ্ম অতীতস্মৃতির বৃন্তলগ্ন হ'য়ে ধীরে ধীরে মুখটি তুলে দেখা দেয়। তাঁর কাব্যের একটি বৃহৎ অংশ এই পুনরাবির্ভূত রসধারায় নিষিক্ত। তাঁর অন্তর্জীবনের কাছে এদের এতখানি মূল্য যে তিনি যখনি কোন নূতন আনন্দময় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়ান তখনি তাঁর মন মনে মনে কামনা করে কবে এরা তাঁর স্মৃতির ধনাগারে সঞ্চিত হবে। তাঁর কাছে অতীতের শুধু যে তীক্ষ্ণ এবং গভীর আবেগানুভূতিগুলির কাব্যমূল্য স্বীকৃত হয় তা নয়, অপরিণত বয়সের ইন্দ্রিয়-ঘনিষ্ঠ জীবনের বহু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও তাঁর স্মৃতির রথারূঢ় হ'য়ে এসে কাব্যমহিমার স্বীকৃতি যাচ্ঞা করে এবং পেয়েও থাকে। কথাটা কেমন

যেন বেখাপ্পা মনে হ'লেও অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বলা যেতে পারে চিন্তাচয়নে ও কাব্যের বিষয় নির্বাচনে তাঁর কাছে রত্ন ও লোষ্ট্রে কোন প্রভেদ নেই। এমন কি পূর্বগামিগণ রত্নখোঁজার পথে যাকে ফেলে দিয়ে গেছেন লোষ্ট্র ব'লে তাকেই তিনি কুড়িয়ে নিয়েছেন রত্ন ব'লে। সুতরাং কাব্যবস্তুবিচারে এতদিনকার মেনে-নেওয়া তুচ্ছ ও মহৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সাধারণ ও ব্যক্তিগতের পার্থক্য তাঁর কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন—অকারণ ব'লে মনে হ'য়েছে।

তাঁর কাছে সমস্ত স্মৃতিরই হয় সদ্য অন্তর্লগ্ন না হয় অদূর বা সুদূর সম্ভাব্য মূল্য বর্তমান। Prelude হ'লো তাঁর পরিণত জীবনের তীর হ'তে মধ্য-জীবনের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অপরিণত জীবনের তীরের দিকে পুনর্দৃষ্টিপাত মাত্র। কিন্তু তাঁর বর্তমান আবেগ ও অতীত দিনের আবেগগুলির মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে তিনি ছিলেন বরাবরই সম্পূর্ণ সচেতন। যে-আলোকে তিনি তাঁর বাল্যজীবনকে দেখেছিলেন তা যে পূর্ণালোক নয় অর্ধালোকসম্পাত তা অনেকেই বুঝতে ভুলে যান। তাঁরা এই জীবন-চরিতের মধ্যে একটি অত্যদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন বালক-ভদ্রলোকের সন্ধান ক'রে বেড়ান যা থেকে তিনি ছিলেন বহুদূরে। অপরিণত বয়সের ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যে পরিণত বয়সের ঋষি-ওয়ার্ডস্বার্থীয় কিছু নেই; তাই Prelude-এর মধ্যে তেম্‌নি একটা-কিছুর সন্ধান ক'রলে শুধু ভুল নয়, কবির প্রতি অবিচারও করা হবে। Prelude হ'লো একটি প্রক্রিয়া-কাহিনী—মানবপ্রকৃতির সচরাচরদৃষ্ট সাধারণ উপাদানগুলির মধ্য থেকে অদৃষ্টচালিত হ'য়ে একটি মন কেমন ক'রে কবি হ'য়ে ওঠে তারই রোমাঞ্চ-ইতিহাস। একটি কুঁড়ি কেমন ক'রে কোন্ বাতাসে কতদিনের কত আলোকে কত নদী-পৃথ্বী-মৃত্তিকার নিঃশব্দ স্নেহে ফুল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌লো তারই স্মৃতি-রোমন্থন।

বিশ্বকবির সাহিত্য জীবনেও যে তাঁর স্মৃতির মূল্য নগণ্য নয় তা একটু লক্ষ্য ক'রলেই বোঝা যায়। বাছাই ক'রে দেখলে দেখা

যাবে তাঁর রচনার একটি বৃহৎ অংশ তাঁর অতীতজীবনের স্মৃতিকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। 'বলাকা'-র পর থেকে প্রায় সমস্ত কাব্য-গ্রন্থগুলিই অতীতস্মৃতির রোমন্থন মাত্র। এমন কি 'বলাকা'-র পূর্বে রচিত বহু কবিতার মধ্যেও এই স্মৃতির প্রভাব স্পষ্ট প্রকাশমান। 'সোনার তরী' কাব্য গ্রন্থে 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় কবির পূর্বজন্মের স্মৃতির আলিম্পন কবিতাদুটিকে অপূর্ব ভাবসমৃদ্ধিতে মহিমান্বিত ক'রেছে। 'মানসসুন্দরী' কবিতায় 'আজন্মসাধনধন' মানসসুন্দরীর সংগে কবির নিগূঢ় অন্তরযোগের স্মৃতি কবিতাটিকে একটি নূতন সৌন্দর্যদান ক'রেছে। জীবনদেবতা পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে শুধু এই জীবনে নয় জনমে জনমে তাঁর সংগে পরিচয়ের স্মৃতি কবিকে বিস্ময়ে উল্লাসে নবপ্রাণচঞ্চলতায় বিভোর ক'রে তুলেছে। শুধু তাই নয়, 'অন্তর্যামী' 'জীবনদেবতা' সম্বন্ধে 'বংগভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে সংকলিত কবির আত্মপরিচয়ে জানা যায় তাঁর "সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাতে ফিরিয়া" দেখার ভিতরেই কবি তাঁর জীবন-দেবতার স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন ; বুঝেছিলেন তাঁর বলা তাঁর লেখা তাঁর নয় যেন আর কারো, যা বলতে চান তা বলা হয় না, যেন আর-কেউ অন্য-কিছু বলান ; এ যেন অতীতজীবনের দিকে দৃষ্টিপাতের ফলে ওয়ার্ডস্বার্থের উপলব্ধি—

"Nor is it I who play the part,
But a shy spirit in my heart,
That comes and goes—"

'চিত্রা'র 'পূর্ণিমা' কবিতাটির ভিতরেও যে পিছনের একটু ঘটনার স্মৃতি লুক্কায়িত তা কারো অজানা নেই। এদিকে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলে-বেলা' যেন ওয়ার্ডস্বার্থের Prelude. ওয়ার্ডস্বার্থের 'images' বিশ্বকবির যেন 'ছবি' এবং এই 'images' কবি যেমন নিজে নন অন্য কেউ ফুটিয়ে তুলেন তেমনি বিশ্বকবিরও এই ছবি তিনি নিজে নন আর-কেউ যেন

এঁকে যান। 'জীবন-স্মৃতি'র ভূমিকায় তিনি ব'লেছেন—"জীবনের পটে কে যে ছবি আঁকিয়া যায় কে জানে" এবং এই 'কে যে' আর কেউ নয়, এক চিত্রকর। তিনি ব'লেছেন—"মনে করিয়াছিলাম জীবন-বৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—"। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনে স্মৃতির প্রভাবের কথা স্পষ্ট উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন—"ছবি দেখার একটা নেশা আছে সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল।" "পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।" এই ছবি দেখার জন্য কবিকে "অতীতের প্রেতলোকে" প্রবেশ করতে হয়; 'ছেলেবেলা'-র ভূমিকায় যা ব'লেছেন তাতে ওয়ার্ডস্বার্থের Prelude-এর সংগে এই স্মৃতিগ্রন্থের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুইই স্পষ্ট ক'রে নজরে পড়ে—"চেষ্টা ক'রলুম সেই অতীতের প্রেতলোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সংগে তার অন্তর-বাহিরের মাপ মেলে না। তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয়নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমাসরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হ'য়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত। বয়সের সংগে সংগে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করিনি কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিবরণটিকে ছেলে-বেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি—কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে। সেইখানে

একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে কেমন করে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত বিবরণটাকেই ছেলেবেলা আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে, ছেলেমানুষের বৃদ্ধি তার প্রাণ-শক্তির বৃদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণ-যোগ্য। যে পোষণপদার্থ তার প্রাণের সংগে আপনি মেলে বালক তাই চারিদিক থেকে সহজে আত্মসাৎ করে চলে এসেছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা তাকে মানুষ করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণেই।" স্মৃতির কথা ব'লতে গিয়ে অতীতকে প্রেতলোক ব'লে কল্পনা ওয়ার্ডস্বার্থও ক'রেছেন যার জন্যে তিনি ব'লেছেন—"shy spirit in my heart that comes and goes" "like a ghost unlaid." তাঁর Prelude হোলো 'autobiographical poem.' রবীন্দ্রনাথের 'ছড়ার ছবি'-ও তাই যা এই 'ছেলেবেলা'-রই কিছু-কিছু নিয়ে রূপায়িত ; Prelude যেমন পরিপূর্ণ জীবনের ইতিহাস নয়—তার মধ্যে দেখানোর প্রচেষ্টা হ'য়েছে 'growth of a poet's mind', বিশ্বকবিও তেম্‌নি ব'লেছেন সেই অপরিণত জীবনের প্রান্তে "একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে কেমন করে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে" এবং "এই স্মৃতিচিত্রগুলি সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে-হিসাবে এ-লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক"।

ওয়ার্ডস্বার্থের মত বিশ্বকবির কাছেও কাব্য ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে রত্ন ও লোষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সে কথা তিনি বলেছেন 'জীবনস্মৃতি'র ভূমিকায়—"এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে ; যাহা

ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি, তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।"

১১

এই বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে থেকে একটি বিরাট শিশু এই বিশ্বের খেলাঘরে চিরদিন আপন খেয়ালী ইচ্ছায় প্রাণের স্বচ্ছন্দ আবেগে নব নব খেলার আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে আছেন। এই খেলার নৃত্যেই ভাঙাগড়া জন্মমৃত্যু সৃষ্টিধ্বংস এবং এই আনন্দের কাছেই জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টিধ্বংসাদি যতকিছু বৈপরীত্য একই বস্তুর রূপান্তর মাত্র হ'য়ে একটি বিপুল অর্থে মহনীয় হ'য়ে আছে। এই খেলাই হোলো লীলা। এই বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যেই এই বিরাট শিশুর সরল ও স্বচ্ছন্দ অভিপ্রকাশ এবং এর ধুলাতেই তার মহাসন সংস্থাপিত। পৃথিবীর মানবশিশুরা সেই বিরাট শিশুরই ছায়ামাত্র; মানবশিশুর খেলার মধ্যেও সেই সরলতা উদারতা বাধাবন্ধহীন স্বচ্ছন্দতার অভিব্যক্তি। শিশু আবরণহীন আভরণহীন দিগম্বর; সে উন্মুক্ত স্বাধীন নিরাড়ম্বর; সে সঞ্চয়তৃষ্ণাহীন অকৃপণ আপনপর-জ্ঞানহীন; তার এক-হাতে গ্রহণ আর-হাতে ত্যাগ; একহাতে এক মুহূর্তে সৃষ্টি অন্যহাতে পরমুহূর্তে ধ্বংস; ক্ষয়ক্ষতি জন্মমৃত্যু হাসিকান্না তার কাছে সমান। এই যে মানবশিশুর খেলা—এও লীলা। মানবশিশুর এই লীলায় নিরন্তর প্রতিবিম্বিত সেই বিরাট শিশুর লীলা। এর কুসুমকোমল মুখে আর চরিত্রে তাঁরই নিঃসঙ্কোচ অভিব্যক্তি। এই শিশুরই জীবনলীলার মধ্যে একটি অনাবিল আনন্দ একটি অখণ্ড শান্তি একটি অনন্ত অবকাশের ক্ষেত্র আছে যা অনুভব ক'রে কবিগুরু 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে ব'সেছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আট্‌কা পড়ে সেদিন আমি

তেম্‌নি করেই আবিষ্কার ক'রেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"...তিনি 'শিশু ভোলানাথ' কবিতায় লিখেছেন—

"আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে, দিগম্বর,
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধুলিপর।
লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধুলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।"

'শিশুর জীবন' কবিতায় ব'লেছেন—

"ছেলের সঙ্গে আছ তুমি
নিত্য ছেলেমানুষ,
নিয়ে তোমার মালমসলার ঝুলি।
আকাশেতে ওড়াও তোমার
কত রকম ফানুস
মেঘে বোলাও রংবেরঙের তুলি।
আমি সেদিন আপন মনে
ফিরেছিলেম তোমার সনে,
খেলেছিলেম হাত মিলিয়ে হাতে।
ভাসিয়েছিলেম রাশি রাশি
কথায় গাঁথা কান্নাহাসি
তোমারি সব ভাসান-খেলার সাথে।"

শিশুর প্রাণের কোমল সূক্ষ্ম তারে সেই চিরদিনের শিশুটির প্রাণের তারটি নিবিড় ক'রে জড়ানো। তিনিই তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু—সখা—সাথি—

"তখন আমি চোখে তোমার
হাসি দেখেছি যে,
চিনেছিলে আমায় সাথি বলে।"

"রাজর্ষি" উপন্যাসে কবি শিশু ধ্রুবকেই মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের স্বর্গলোকরূপে কল্পনা ক'রেছেন। মহারাজ ধ্রুবেরই মাঝে দেবলোকের অসীম প্রেমসমুদ্রের পথ দেখতে পান—"তাহার পবিত্র-সরল মুখচ্ছবিতে তিনি দেবলোকের ছায়া দেখিতে পান। মধ্যাহ্নে সংসারের আবর্তের মধ্যে রাজা যখন প্রবেশ করেন তখন বৃদ্ধ বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তাঁহাকে পরামর্শ দেয়—আর প্রভাত হইলে একটি শিশু তাঁহাকে সংসারের বাহিরে লইয়া আসে—তাহার বড়ো বড়ো ছুটি নীরব চক্ষুর সম্মুখে বিষয়ের সহস্র কুটিলতা সংকুচিত হইয়া যায়—শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে গিয়া দাঁড়ান। সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশচন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায়; ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সপ্ত-লোকের সংগীতের আভাস শুনা যায়; সেখানে সরল পথে সকলই সরল সহজ শোভন বলিয়া বোধ হয়; কেবলই অগ্রসর হইতে উৎসাহ হয়—উৎকট ভাবনা-চিন্তা অসুখ-অশান্তি দূর হইয়া যায়। মহারাজ সেই প্রভাতে, নির্জনে, বনের মধ্যে, নদীর তীরে, মুক্ত আকাশে, একটি শিশুর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া অসীম প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।"

ঋষি-কবি ওয়ার্ডস্বার্থও এই গভীর সত্যটি উপলব্ধি ক'রে ব'লেছেন "Heaven lies about us in our infancy." তিন বছরের একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখে ব'লছেন—

"Innocence hath privilege in her
To dignify arch looks and laughing eyes."

শিশুর মাঝে আছে স্বর্গ। যে পরম সত্যকে প্রবীণরা সারা জীবন খুঁজে ফির্‌ছে সেই চিরন্তন সত্যের অধিষ্ঠান ত সেই ছোট্ট চক্ষুষ্মান্ দার্শনিকের মধ্যেই—

"Thou best philosopher, who yet does keep
Thy heritage, thou Eye among the blind,
That, deaf and silent, read'st the eternal deep,
Haunted for ever by the Eternal Mind—
Mighty prophet ! seer blest
On whom those truths do rest
Which we are toiling all our lives to find,
In darkness lost, the darkness of the grave ;
Thou, over whom thy Immortality
Broods like the Day, a Master o'ver a slave,
A Presence which is not to be put by ;
Thou little Child, yet glorious in the might
Of heaven-born freedom on thy being's height,"

স্বর্গীয় মাধুরীর এই যে মহাসন শিশুর প্রাণ, এর থেকে বহুদূর ব্যবধানে পড়ে আছে পৃথিবীর কলকোলাহলক্লান্ত বস্তুগ্রাসী পরিণত-জীবন। মানবজীবনের এ-তুটি অবস্থা পরস্পর-বিরোধী। একটি অপরটির ঘোরতর অনাত্মীয়। সঞ্চয়ের নিগড়-বদ্ধ লোভকুটিল আসাক্তপরায়ণ জীবন শিশুর প্রাণের সুন্দরের মহাসনকে বিদ্রূপ করে। শিশু যখনই সংসারের বস্তুজঞ্জালগুলোকে মনিবের মত মাথায় ক'রে নিয়ে ঘোরে তখনই তার প্রাণের সৌন্দর্য-সূর্য চলে অস্তাচলের দিকে। ঐ অপবিত্র জঞ্জালগুলোকে নাবিয়ে না দিলে শিশুচিত্তের আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। 'শিশু ভোলানাথ' কেন লিখতে ব'সেছিলেন সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়, সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্য তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়।

লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাখার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরী করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে।" ঠিক এমনি সঞ্চয়দর্পী উদ্ধত ধনভাণ্ডারী আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই কবি 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে ব'সেছিলেন—শিশুলীলার তরঙ্গে বস্তুকারাগার থেকে মুক্তির জন্যে। কিন্তু মানবশিশু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে সেই সুন্দরের মাধুরী-আড়াল-করা ধ্বংস-শাপগ্রস্ত বস্তুভাণ্ডারের অনড় অন্ধকারে বাসা বাঁধতে থাকে। কবি ব'লেছেন—

"নিমেষের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র রেণুজাল
আচ্ছন্ন করেছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হ'তেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে।"

আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি বস্তুবাসনার কুশ্রীতা আমাদের ভিতরকার প্রথমজীবনলব্ধ লীলাময় মধুরকে বিশ্রী ক'রে তোলে—

"আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি,
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র শত ছলে
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি।"

নিখিলসুন্দরের অভিপ্রকাশ যে-জীবনে সে-জীবনকে আমরাই একটু একটু ক'রে কারাগারে পরিণত করি—

"কেন কেহ দেখায় না, চারিদিকে তব
ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার।
ঘেরি তোরে ভোগসুখ ঢালি নব নব
গৃহ বলি রচে কারাগার।"

অন্যত্র ব'লেছেন—

"কর্ম যখন দেবতা হ'য়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী
মন্দিরে তার পাষাণ প্রাচীর অভ্রভেদী
চতুর্দিকেই থাকে ঘিরে;
তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে
পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাঁকা, পায় না কোনো রস,
কেবল টাকা কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন মোহের পাকে
মরণদশা ঘটেছে তার সেই কথাটাই ভুলে থাকে।"

আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ কামনা ক'রে ভারতবর্ষ ঠিক এই হুঁসিয়ারীই দিয়ে এসেছে মানুষকে চিরদিন। কবি শুধু মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের পঙ্গুতার হুঁসিয়ারী দেননি, ব'লেছেন সহজ সরল অনাবিল প্রকৃতিপ্রেম থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণই হোলো এই; শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গভ্রষ্টতা ঘটে এই কারণেই।

ওয়ার্ডস্বার্থও ঠিক এই কথাই বলেছেন—

"Heaven lies about us in our infancy !
Shades of the prison-house begin to close
upon the growing Boy."

তারপর বল্‌ছেন—

"The youth, who daily farther from the east
Must travel, still is Nature's priest,
And by the vision splendid
Is on his way attended ;
At length the Man perceives it die away
And fade into the light of common day."

পৃথিবীর ভোগসুখের আনন্দ যে ক্রমে ক্রমে শাশ্বত পরমানন্দকে আচ্ছন্ন করে ইংরেজ কবি তাও বলেছেন ঃ—

"Earth fills her laps with pleasures of her own ;
Yearning she hath in her own natural kind,
And, even with something of a mother's mind
And no unworthy aim,
The homely nurse doth all she can
To make her foster child, her inmate, Man
Forget the glories he hath known,
And that imperial palace whence he came."

কিন্তু শিশু অবস্থা থেকে মানুষ ক্রমে ক্রমে দূরে স'রে গেলেও সেই স্বর্গীয় আলোকরশ্মির প্রতিবিম্ব মাঝে মাঝে মনকে আলোকিত করে। 'Maternal Grief' নামক কবিতায় কবি ব'লেছেন—

"The Child she mourned had overstepped the pale
Of infancy, but still did breathe the air
That sanctifies its confines, and part
Reflected beams of that celestial ligh
To all the Little-ones on sinful earth
Not unvouchsafed—a light that war and cheered
Those several qualities of heart and m
Which, in her blest nature, rooted de
Daily before the Mother's watchful ey
And not hers only, their peculiar charms
Unfolded,—beauty, for its present self,
And for its promises to future years,
With not unfrequent rapture fondly hailed."

Prelude-এর 'Childhood and School-time'-এর মধ্যে তিনি ব'লেছেন, সে সময়ে প্রকৃতির মধ্যে তিনি যে শান্ত আনন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তা যেন জন্মপ্রভাতক্ষণের প্রাণ ও আনন্দে নিবিড় ঐক্যসৃজনকারী ! নূতন অস্তিত্বে মানবের জীবনপ্রভাতে সে-আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত—

"that calm delight
Which, if I err not, surely must belong
To those first-born affinities that fit
Our new existence to existing things,
And in our dawn of being, constitute
The bond of union between life and joy."

তারপর 'School-time'-এর মধ্যে শিশুর পার্থিব অগ্রগতির কথা ব'লতে গিয়ে ব'লেছেন, পবিত্র স্বর্গীয় এই শিশুর প্রাণসত্তা মাতৃবক্ষে শায়িত হ'য়ে মাতৃচক্ষুউচ্ছলিত পবিত্র অপার্থিব অনুভূতি নতুন দুই চোখ ভ'রে পান ক'রছে। একটি পরম প্রিয় সর্বাবির্ভাবের মধ্যে তার জন্য এমন একটি নির্মল প্রকৃতিধর্ম আছে যা ইন্দ্রিয়ের বিস্তৃততর যোগাযোগের মধ্য দিয়ে সব-কিছুকে আনন্দিত ও জ্যোতিজ্বলিত ক'রে তোলে—

"Blest the Babe,
Nursed in his mother's arms, who sinks to sleep,
Rocked on his Mother's breast, who with his soul
Drinks in the feeling of his Mother's eye!
For him, in one dear presence, there exist
A virtue which irradiates and exalts
Objects through widest intercourse of sense."

তারপরে সে-কী রক্ত-স্নেহ-সম্বন্ধে সে পৃথিবীর সঙ্গে বাঁধা পড়ে! ভালোবাসার পবিত্রতম পার্থিব উৎস হ'তে আহৃত যে-ভালোবাসায় ঐ ফুলটির সৌন্দর্য গড়া সেই ভালোবাসা তো তারও জন্যে। এই ক্ষীণ প্রাণসত্তা নিয়ে সেও এই কর্মমুখর ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রের মধ্যে একজন—একটি বিরাট মনের কাছে দূত হবার জন্যে এখানে সে সৃজন করে, গ্রহণ করে; কবি তাই ব'লেছেন—

"No outcast he, bewildered and depressed:
Along his infant veins are interfused

The gravitation and the filial bond
Of nature that connect him with the world.
Is there a flower, to which he points with hand
Too weak to gather it, already love
Drawn from love's purest earthly fount for him
Hath beautified that flower ; already shades
Of pity cast from inward tenderness
Do fall around him upon anything that bears
Unsightly marks of violence or harm.
Emphatically such a Being lives,
Frail creature as he is, helpless as frail,
An inmate of this active universe:
For feeling has to him imparted power
That through the growing faculties of sense
Doth like an agent of the one great Mind
Create, creator and receiver both,
Working but in alliance with the works
Which it beholds."

পরিণত বয়সের প্রান্তে ব'সে জীবনের প্রভাতক্ষণটির দিকে তাকিয়ে কবি দেখতে পান মানুষের যত শক্তি যত গৌরব তার পৌরুষ তার সত্তার ব্যাপ্তি সেই নির্মল গোমুখীউৎস থেকে উৎসারিত যাকে কবি ব'লেছেন ঃ

"the hiding places of man's power".

ব'লেছেন—

"I am lost, but see
In simple childhood something of the base
On which thy greatness stands ; but this I feel,
That from thyself it comes, that thou must give
Else never canst receive. The days gone by
Return upon me almost from the dawn
Of life : the hiding places of man's power open ;"

এবং এই 'hiding places of man's power' থেকেই উত্থিত হ'য়ে আসে অক্ষয় অমরলোকগামী ঐকতানসঙ্গীত যার কম্পন জীবনের শেষপ্রান্তের ক্ষীয়মাণ কর্ণেও ধীরে ধীরে ভেসে আসে—

"Ah ! why in age
Do we revert so fondly to the walks
Of childhood—but that there the soul discerns
The dear memorial foot-steps unimpaired
Of her own native vigour ; thence can hear
Reverberations ; and a choral song,
Commingling with the incense that ascends,
Undaunted, toward the imperishable heavens,
From her own lonely altar ?"

এ যেন ঠিক রবীন্দ্রনাথের সেই 'প্রবীণের কেল্লা' থেকে বেরিয়ে শিশু-লীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটা, 'মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে'। এই কথাই তো বিশ্বকবির 'ঠাকুর-দাদার ছুটি' কবিতাতেও অদ্ভুত ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের কর্মক্লান্ত ভারমন্থর সংসারজীর্ণ দিনগুলির মূর্তপ্রতীক ঐ যে ঠাকুরদাদা, যিনি 'বিষয় কাজের মাকড়সাটার বিষমজালে বাঁধা'—তিনি তো এই দীর্ঘ জীবনের মাঝখানে সত্যকার ছুটির স্বাদ কোথাও পেলেন না—যে-ছুটিতে সত্যকার আনন্দ সত্যকার বিশ্রাম সত্যকার মুক্তির ইঙ্গিত জীবনকে ভারমুক্ত পবিত্র অমৃতময় ক'রে তুলবে, যে-ছুটিতে আনন্দ-ময়ের অসীমের ইসারা লুকিয়ে আছে, যে-ছুটিতে একটি পরমাত্মীয়ের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে জীবনের সকল গতি সকল সাধনা একটি পরমগতি পরম সফলতায় শুচিসুন্দর হ'য়ে উঠবে ; সে-ছুটির দেখা মিলেছে জীবনের দীর্ণ-ক্লান্ত প্রান্ত হ'তে পিছনের সরল মধুর দিনগুলির মূর্তপ্রতীক ওই যে শিশুগুলি—তাদের মুখে পরমমুগ্ধ দৃষ্টিপাতে ; সেখানে দেখা যাচ্ছে তার ছুটি নীল আকাশে, তার ছুটি মাঠে, তার 'ছুটি থইহারা ওই দিঘির ঘাটে ঘাটে', তার 'ছুটি তেঁতুল তলায়,

গোলাবাড়ির কোণে', তার 'ছুটি ঝোপে-ঝাড়ে পারুল ডাঙার বনে', তার ছুটি 'কাঁচা ধানের খেতে', তার 'ছুটির খুশি নাচে নদীর তরঙ্গেতে'। সেই জন্যেই ঠাকুরদাদার ওর পানে তাকিয়ে আর আনন্দ ধরে না, বলেন—

"আমার ছুটি সেজে বেড়ায় তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির মধুর বাঁশি বাজে।
আমার ছুটি তোমারই ওই চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই আমার ছুটি আছে।"

কিন্তু এ তো আর যেমন-তেমন ছুটি নয়, এ যে অসীম ছুটি— এ ছুটি যে ফুরোয় না, এ ছুটিতে পরম বিশ্রাম পরম ত্যাগের আনন্দ পরম মিলনের আনন্দ—"সেই ত আমার অসীম ছুটি প্রাণের তুফান তোলে"; এই ছুটির জন্যেই ত সাধকের সাধনা, তপস্বীর তপস্যা। এই ছুটির জন্যেই ত যুগে যুগে জীবনে জীবনে মানব ঊর্ধ্ব মুখ আবেগে নির্নিরীক্ষ্য লোকে উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় ছুটে চলেছে। কিন্তু এ-ছুটি যে কোথা থেকে কেমন ক'রে আসে কে জানে—কে জানে কেমন তার রীতিনীতি—"তোমার ছুটি কে যে জোগায় জানিনে তার রীত"; কিন্তু নাই জানা থাক, তোমার ছুটি যিনি জোগান তিনি নিশ্চয়ই 'আনন্দরূপম্', না হ'লে তোমার মধ্যে এত আনন্দ এলো কোথা থেকে? সুতরাং "আমার ছুটি জোগাও তুমি, ওইখানে মোর জিত"।

শিশু-কবি হিসাবে দুই কবির উপরোক্ত চিন্তা ও ভাবসাদৃশ্য অপরূপ। Wordsworth এর জন্য Coleridge ও Blake-এর কাছে কিছু পরিমাণে ঋণী হ'লেও তাঁর ভাবচিন্তা যেমন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল, বাঙলা সাহিত্যে শিশু কবিতায় নবদিকদর্শী রবীন্দ্রনাথও Wordsworth এবং আরো দু'একজন ইংরেজ কবির (ম্যাকডোনাল্ড ও ব্লেক) সমধর্মী হ'লেও আত্মস্বাতন্ত্র্যে তেম্‌নি সমুদ্ভাসিত। শিশুর সৌন্দর্য দুই কবিকে আনন্দিত ক'রেছে; শুধু তাই নয়, ওয়ার্ডস্বার্থের মত রবীন্দ্রনাথও দেখতে পান "mysterious revelations in the child's innocence"

(Herford), ওয়ার্ডস্বার্থের মত রবীন্দ্রনাথেরও এই ভাবধারা তাঁর ছেলেবেলাকার কবিমানসভঙ্গীসম্ভূত। কিন্তু ওয়ার্ডস্বার্থ যেমন শিশুকে শিক্ষকের পদে বসিয়ে তার কাছ থেকে জোর করে উপদেশ আদায় ক'রে নেবার চেষ্টা ক'রতেন রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই সে-রকম নীতি আদায়ের জবরদস্ত মন নিয়ে তাদের সাম্‌নে হাজির হন নি। সেজন্যে শিশুরাও যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রবীন্দ্রনাথও তেমনি শিশুদের প্রিয় ছিলেন, অপরপক্ষে শিশুরা ওয়ার্ডস্বার্থের প্রিয় হ'লেও ওয়ার্ডস্বার্থ শিশুদের প্রিয় ছিলেন না। এছাড়া শিশুর মুখ দিয়ে কবির নিজের শিশুবেলার মনের কথা যেমন নানাপ্রকারে অপরূপ ভঙ্গীতে ব্যক্ত হ'য়েছে ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যে তেমন বিশিষ্ট ভঙ্গীটি দুর্লভ।

১২

উপনিষদ ব'লেছেন—'বৃক্ষইবস্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।' 'বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক'। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ। বিশ্বসৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহা-কিছু প্রকাশমান সমস্ত-কিছুর মধ্যেই সেই একের শান্তি-সৌন্দর্য অচল হ'য়ে আছে। 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি'—যাহা কিছু প্রকাশমান সবই তাঁর আনন্দরূপ। অন্তরে যিনি এক, বাহিরে তিনি বহু—বহুরূপী এক। সেইজন্য বিশ্বকবি যে আনন্দরূপকে (তিনি যিনিই হোন) মনে মনে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি ক'রেছেন—যাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে ব'লেছেন—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী"

তাঁকেই লক্ষ্য ক'রে ব'লেছেন—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী—"

আমরা যখন বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যকে, সংসারের মধ্যে জীবনকে খণ্ড খণ্ড রূপে দেখি তখনই আমরা সেই পরিপূর্ণ একের ধ্রুব শান্তিনিকেতন থেকে—আনন্দরূপের অমৃতধাম থেকে বিচ্ছিন্ন হই, অবরুদ্ধ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে দুঃসহ বেদনা ভোগ করি। ব'লেছেন—"খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেম্‌নি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে"; প্রশ্ন হ'তে পারে খণ্ড অংশ সীমা অপূর্ণতা যদি আমাদের শুধু দুঃখই দান করে তাহ'লে সেই আনন্দরূপের উপলব্ধি হবে কি ঐ খণ্ডকে পরিত্যাগ ক'রে? না তা নয়, সেই একের সেই আনন্দরূপের উপলব্ধি হবে ঐ খণ্ডকে ঐ অপূর্ণকে নির্লোভ নিরাসক্ত প্রেমশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা দিয়ে পরিপূর্ণতারই ছায়ারূপে দর্শন ক'রে। সীমার মাঝেই অসীম, খণ্ডের মধ্যেই অখণ্ডতা, অংশের মধ্যেই পূর্ণতা। বিশ্বকবি ব'লেছেন—

"অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া"। "জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়া করিয়াই জানি, কিন্তু, সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।"

"অতএব, একথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ।"

"সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে মিথ্যা নহে। সেই জন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে।"

এক্ষেত্রে মিষ্টিক কবি ব্লেকের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে—

"To see a world in a grain of sand
And heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour."

বিশ্বকবি নিজের জীবন দিয়ে এ সত্য গভীররূপে উপলব্ধি ক'রেছেন। তাই 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি স্থলে জলে ভূধরে সাগরে অরণ্যে গুহায় প্রকৃতির প্রতিটি কন্দরে কন্দরে অতি তুচ্ছ নগণ্যতায় অতি বৃহৎ মহতে নিজেকে আকীর্ণ ক'রে দিয়ে এমন ক'রে সমস্ত বৈচিত্র্যের মাঝে সেই এককে সেই অসীমকে সেই আনন্দরূপকে উপলব্ধি ক'রতে চেয়েছেন। ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায় না এমন নয় ; খণ্ডের মধ্যে পরম সত্যকে উপলব্ধি ক'রে তিনি ব'লেছেন—"Seen the soul of truth in every part" এবং তাঁর এই উপলব্ধি আমাদের চিত্তে একই রকম অনুভূতি সঞ্চারিত করে যখন শুনি—"To see the parts as parts but with a feeling of the whole." কিন্তু এই অনুভূতি তাঁর জীবনে গভীরভাবে ব্যাপকভাবে প্রকাশমান নয়, তাই কাব্যজীবনেও দু'একটা অস্ফুটধ্বনি ছাড়া তা প্রায় অনুচ্চারিতই র'য়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে "সীমার মাঝে অসীম" এই ভাবসম্পদ নক্ষত্রলোকের স্নিগ্ধ আলোকরশ্মির মত মাধুরী বিকীর্ণ ক'রে প্রকাশমান হ'য়ে আছে। কবি 'জীবনস্মৃতি'তে ব'লেছেন—"আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটি-মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ-বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম : 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'।" 'প্রকৃতির পরিশোধ' নাট্যকাব্যটিতে এই ভাবধারাই কল্লোলিত হ'চ্ছে। কবি লিখেছেন—"কাব্যের

নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"

এ স্থলে ওয়ার্ডস্বার্থের 'To the skylark' কবিতাটিতে এই ভাবসাদৃশ্য আছে মনে ক'রে কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির প্রয়োজন বোধ করি। তাঁর এই skylark শুধু শূন্যচারী গায়ক নয়, শুধু আকাশের বন্ধনহীন তীর্থযাত্রী নয়, পৃথিবীর এই মায়াভরা মাটির কোলে আছে তার একটি সুখে-দুঃখে গড়া বাসা। সুরনির্ঝরে সে যখন মহাশূন্যের আকাশ প্লাবিত ক'রে উড্ডীন হয় তখন ঐ প্রেমে-গড়া বাসাটিকে সে কিন্তু ভোলে না—

"Ethereal minstrel! pilgrim of the sky!
Dost thou despise the earth where cares abound?
Or, while the wings aspire, are heart and eye
Both with thy nest upon the dewy ground?
Thy nest which thou canst drop into at will
Those quivering wings composed, that music still!"

স্বর্গপথগামী সে-বিহগের গীতিনির্ঝর শুধু নভলোক প্লাবিত করে না, নিম্নে এই সুখ-দুঃখের সমতল মাটির বক্ষটিকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় পলে পলে—শিহরিত করে, তবু বাঁধা প'ড়ে থাকে না ধরণীর ফুলন্ত বসন্তের মোহজালে—

"To the last point of vision, and beyond,
Mount, daring warbler!—that love-prompted strain
('Twixt thee and thine a never-failing bond),

Thrills not the less the bosom of the plain :
Yet might'st thou seen, proud privilege ! to sing
All independent of the leafy spring."

মুক্তিকামী জ্ঞানী সাধকদের কাছে স্বর্গ তো মর্ত্য ছাড়া নয়—

"Leave to the nightingale her shady wood ;
A privacy of glorious light is thine,
Whence thou dost pour upon the world a flood
Of harmony, with instinct more divine ;
Type of the wise, who soar, but never roam—
True to the kindred points of Heaven and home !"

ওয়ার্ডস্বার্থের এই স্কাইলার্ক মুক্তিকামী সত্যপথদর্শী মানবাত্মার প্রতীক—তার উড়ন্ত পাখায় বেজে উঠেছে সে-মুক্তির নির্ভুল পথের গান। সীমার মধ্যে অসীমের মুক্তিসাধনা যেন উড়ন্ত ঘুড়ির মুক্তি-সাধনা। মাটির সঙ্গে যতক্ষণ তার একটি যোগসূত্র বর্তমান ততক্ষণ তার ওড়া-মুক্তির সাধনা সফলতার দিকে। যোগসূত্র ছিন্ন ক'রে অনন্ত মুক্তির কামনায় যদি সে মেতে ওঠে তাহ'লে ভূপতনে তার বিফলতা অনিবার্য। বিশ্বকবির 'নীড় ও আকাশ' কবিতায় ঠিক এই ভাবধারাই প্রবাহিত। ও-ই যে নীড় ওতেই আছে আকাশের সম্পদ ; যিনি একদিকে বর্ণগন্ধময় পৃথিবী তিনিই আমাদের "আত্মার আকাশ অপার সঞ্চারক্ষেত্র।"

১৩

সীমার মধ্যেই যদি হয় অসীমের অভিব্যক্তি খণ্ডের মধ্যে যদি হয় অখণ্ডতার অভিপ্রকাশ অপূর্ণের মধ্যে যদি হয় পূর্ণের প্রস্ফুটন তা'হলে ঐ সীমা খণ্ডতা অপূর্ণতার অবশ্যম্ভাবী ফল যে দুঃখ মৃত্যু তার মধ্যেও আত্মগোপন ক'রে আছে ঐ অসীম অখণ্ডতা পূর্ণতার প্রতিরূপস্বরূপ আনন্দ-অমৃত। রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃখ বা মৃত্যু ভয়াবহ কিছু নয় ; দুঃখ আনন্দেরই নবপ্রকাশ, মৃত্যু জীবনেরই অমৃতেরই প্রতিরূপ।

তিনি দুঃখের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব'লেছেন—"জগতের মধ্যে অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ, তেমনি অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে, তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্"। গ্রীক দার্শনিক থেলিস যখন ব'লেছিলেন যে জীবন ও মৃত্যু এক, এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, 'তবে আপনি মরেন না কেন?' উত্তরে তিনি ব'লেছিলেন, 'যে-হেতু দু'য়ে কোনো তফাৎ নেই'। বিশ্বকবির কণ্ঠেও তেম্‌নি সুর শুনি—"অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনদিনই আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখিতে পায় নাই, হঠাৎ কি কখনোই বলিয়া উঠে নাই 'বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি, আর কখনো সংশয় করিব না।' পরম দুঃখের শেষপ্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোন শুভ মুহূর্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই? সেই দিকেই তাকাইয়া কি ঋষি বলেন নাই, যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?" এ জীবন কি কেবলই দুঃখ দিয়ে নিষ্ঠুরতা দিয়ে গড়া? মৃত্যু কি শুধু অন্ধকার যবনিকা দিয়ে ঘেরা? দুঃখ কি দুঃখতেই শেষ, মৃত্যুর কি বিলয়েতেই সমাপ্তি? না, তা যদি হ'ত তাহ'লে এ-সবই মিথ্যা হ'ত অলীক হ'ত, বিশ্বজগৎ মিথ্যা হ'ত, মিথ্যা হ'ত সৃষ্টি জীবন আর যত কিছু লীলা। দুঃখের কাছে আমরা কি কিছু চাইনি? প্রত্যাশা কি কিছু করিনি মৃত্যুর কাছে? কবি ব'লেছেন—

"মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,

* * *

তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিবে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।”

এই যে এত উদ্যম এত উদ্যোগ এত চেষ্টা এত প্রয়াস এত দুঃখ এত অশ্রু সবই কী অকারণ!

“বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা,
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখনও দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

দুঃখের কাছেই আমরা সব কিছুই পাই, আরামের কাছে নয়, সুখের কাছে নয়। কবি ব'লেছেন—“মানুষ সত্য পদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব”। “বিশ্বজগতে তেজঃ পদার্থ যেমন মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে।” কবি আরো ব'লেছেন—“উপনিষদ ব'লেছেন, স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ—তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই জগতে দুঃখরূপে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে চাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের

সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া।" সেই তপস্যার পরিণতি কী? কবি ব'লেছেন—"সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে?—

"মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।"

ঋষি-কবি ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যেও ঠিক এম্‌নি উপলব্ধির সন্ধান পাই—

"But welcome fortitude, and patience cheer,
And frequent sights of what is to be borne!
Such sights, or worse, as are before me here:—
Not without any hope we suffer and we mourn."

আরো পাই যখন শুনি—

We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind;
... ...
In soothing thoughts that spring
Out of human suffering;
In the faith that looks through death"

তাই প্রকৃতির রূপ শুধু আনন্দের রূপ নয় দুঃখেরও রূপ। শুধু চাঁদ তারা ও ফুলের গন্ধ নেই আছে রোগ শোক ভয় বেদনা ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয় প্রকৃতি যেন বিরাট দানবের কষাইখানা। দুঃখ ভয় রক্তপাত মৃত্যু এ তো জীবনের অঙ্গ বিশেষ। এগুলিকে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে এড়িয়ে যাওয়া পলায়ন-বৃত্তি ছাড়া কিছু নয়—দুর্বল মনের পরিচায়ক। ওয়ার্ডস্বার্থ তা

সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাই জীবনের এই বিয়োগান্ত সুরগুলিকে কোনদিনই অস্বীকার করেননি, কোনদিনই অস্বীকৃতি দেননি জীবনের এই দৈনন্দিন মলিন ভারমন্থর অসহ্য বেদনার আশাহীন আশ্বাসহীন নিরালোক মুহূর্তগুলিকে। তিনি স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখেছেন ব্যথাক্লান্ত মানবের চোখের দিকে, অসহায় ম্লান-মুখ মূক মনুষ্যেতর প্রাণীগুলির দিকে। এতে কী তাঁর শান্তিপথদর্শী-জীবনের পথপরিক্রমা বাধা পেয়েছে বিকৃত হ'য়েছে? তিনি কিন্তু মানবের এই অনিবার্য দুঃখবেদনাগুলিকে কোনদিনই লঘু ক'রতে চান নি। এতটুকু অভিযোগ জানাননি প্রতিবাদ জানাননি বিধাতার কাছে, প্রার্থনা জানাননি বিচারের পরিশোধনের, অথচ এই বেদনাবিধুর সুরভারে জগৎ ও জীবনের উপর অন্ধকার নিরাশ্বাস কোন ভাবমণ্ডল গঠিত হয়নি কোনদিনই তাঁর মনে। কেবল সশ্রদ্ধ সসম্ভ্রম চোখে তিনি তাকিয়ে দেখেছেন এই দুর্বোধ্য বস্তুগুলির দিকে এবং জগৎ ও জীবনকে আরো অখণ্ড সত্যরূপে দেখবার জন্য চোখের পাতা ও মনের দৃষ্টি নিত্য নিত্য খুলে ধ'রেছেন।

আমরা দেখেছি আনন্দের কবি তিনি। আনন্দ—যে আনন্দ দৃষ্ট, সৃষ্ট নয়। তাই তাঁর কাব্য "the grand elementary principle of pleasure"-এর দীর্ঘায়ত প্রকাশ "by which man knows, and feels and lives and moves". আনন্দ ব্যতীত কোন জীবাত্মার অস্তিত্ব তাঁর কল্পনার বাইরে; এ হ'চ্ছে সেই আনন্দ যাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, বাধাতেও হার মানে না, নদীর মত পথ হ'তে পথান্তরে গিয়ে পুনঃ আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং এই দুঃখবেদনা ও অসুন্দরের বাধা তাঁর আনন্দের নীতিকে নাড়া দিতে পারে না; বরং ঐ বিয়োগান্ত অনুভূতিগুলি যে নীতিকে ভঙ্গ ক'রতে আসে শেষ পর্যন্ত তারই স্বপক্ষে প্রমাণ খাড়া ক'রে বসে। আলো হাওয়ার অস্তিত্ব আছে বলেই যেমন আলোহাওয়াহীন ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গহ্বরের ভীষণতা উপলব্ধি হয় তেম্‌নি আনন্দের পটভূমিকা ব্যতীত দুঃখ-

বেদনার উপলব্ধি অচিন্তনীয়। তাই এই দৃশ্যমান নিরানন্দের পিছনে অদৃশ্য অলক্ষ্য আনন্দের পটভূমিকাটুকুকে তিনি বারে বারে তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন পরিপূর্ণ সত্যই হোলো "joy in widest commonalty spread", এবং ভালোবাসা অনুরক্তি আনন্দ এবং সান্ত্বনাই হোলো সর্বজীবনের উপজীব্য।

M. Maeterlinck-এর এই উক্তিটির মধ্যে দুই কবিরই বাণী যেন প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে—"The horizon of sorrow surveyed from the height of a thought that has ceased to be selfish, instinctive or commonplace, differs but little from the horizon of happiness when this last is regarded from the height of a thought of a similar nature, but other in origin. After all, it matters but little whether the clouds be golden or gloomy that yonder float over the plain; the traveller is glad to have reached the eminence whence his eye may at last repose on illimitable space. The sea is not the less marvellous and mysterious to us though white sails be not for ever flitting over its surface; and neither tempest nor day that is radiant and calm is able to bring enfeeblement into the life or our soul. Enfeeblement comes through our dwelling, by night and by day, in the airless room of our cold, self-satisfied, trivial, ungenerous thoughts, at a time when the sky all around our abode is reflecting the light of the ocean."

এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতির দুর্দান্ত অপ্রতিহতবেগ শক্তিনিচয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডস্বার্থ কোনদিনই ভীত হননি বরং ভালোবাসা এবং সসম্ভ্রম শ্রদ্ধায় তাঁর কণ্ঠস্বরকে তাঁদেরই সুরে প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলেছেন। এতে তিনি যা হ'তে চেয়েছিলেন তাই হ'য়ে উঠেছেন—যেন একটি নবাবির্ভাব—একটি গতি—একটি অফুরন্ত শক্তিমূর্তির সমকক্ষ। সেক্সপীয়রের যুগের প্রকৃতিকল্পনায় বিভীষিকাদর্শনের রীতিকে দূরীভূত ক'রে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একময়তালাভের কামনায় ওয়ার্ডস্বার্থ এই বিভীষিকার মধ্যেই আনন্দরূপের সাক্ষাৎ পেলেন—

"Oh ! what a joy it were, in vigorous health,
To have a body (This our vital frame
With shrinking sensibility endued
And all the nice regards of flesh and blood)
And to the elements surrender it
As if it were a Spirit ! —How divine,
The liberty, for frail, for mortal man
To roam at large among unpeopled glens
And mountainous retirements, only trod
By devious footsteps ; regions consecrate
To oldest time ! and, reckless of the storm
That keeps the raven quiet in her nest,
Be as a presence or a motion — one
Among the many there ; and while the mists
Flying, and rainy vapours, call out shapes
And phantoms from the crags and solid earth
As fast as a musician scatters sounds
Out of an instrument, and while the streams
(As at a first creation and in haste
To exercise their untried faculties)
Descending from the region of the clouds,
And starting from the hollows of the earth
More multitudinous every moment, rend
Their way before them — what a joy to roam
An equal among mightiest energies ;
And haply sometimes with articulate voice,
Amid the deafening tumult, scarcely heard
By him that utters it, exclaim aloud,
"Rage on, ye elements ! let moon and stars
Their aspects lend, and mingle in their turn
With the commotion (ruinous though it be)
From day to night, from night to day, prolonged !"

অমর আত্মার যখন জাগরণ ঘটে তখন ভয় দুঃখ অনুশোচনা বেদনার পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকে না। সঙ্গীতের ঐকতানের মত তখন সবই একটা পবিত্রতর শান্ততর অস্তিত্ব-মাধুর্যে একীভূত হ'য়ে যায়—

"the immortal spirit grows
Like harmony in music ; there is a dark
Inscrutable workmanship that reconciles
Discordant elements, makes them cling together
In one society. How strange that all
The terrors, pains, and early miseries,
Regrets, vexations, lassitudes interfused
Within my mind, should e'er have borne a part,
And that a needful part, in making up
The calm existence that is mine when I
Am worthy of myself ! Praise to the end !
Thanks to the means which Nature designed to employ;
Whether her fearless visitings, or those
That came with soft alarm, like hurtless light
Opening the peaceful clouds ; or she may use
Severer interventions, ministry
More palpable, as best might suit her aim."

বেঁচে থাকা তখন কী আনন্দের যখন প্রতিটি মুহূর্ত একটি গভীরতর জ্ঞানের উন্মেষ করে, যে জ্ঞানের সবটাই আনন্দ, যে জ্ঞানের মধ্যে দুঃখ ব'লে কিছু জানা নেই—

"Oh ! what happiness to live
When every hour brings palpable access
Of knowledge, when all knowledge is delight
And sorrow is not there !"

সে জ্ঞানের উন্মেষের কাছে তারকিণী রাত্রিও যেমন ঝঞ্ঝাময়ী তমস্বিনী রাত্রিও তেমন, যে তমসায় আদিম পৃথিবীর প্রেতবাণী শোনা যায়—

"I would walk alone,
Under the quiet stars, and at that time
Have felt whate'er there is of power in sound
To breathe an elevated mood, by form
Or image profaned ; and I would stand,
If the night blackened with a coming storm,
Beneath some rock, listening to notes that are
The ghostly language of the ancient earth,
Or make their dim abode in distant winds.
Thence did I drink the visionary power ;"

অন্যত্র ব'লেছেন—

"Dejection taken up for pleasure's sake,
And gilded sympathies, the willow wreath,
And sober posies of funereal flowers,
Gathered among those solitudes sublime
From formal gardens of the lady Sorrow,
Did sweeten many a meditative hour."

Prelude-এর 'Residence in France'-এর মধ্যে কবি ব'লেছেন, পৃথিবীর দেওয়া গভীরতম দুঃখের মধ্য থেকে আর কিছু নয় সত্যই উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। এই দুঃখ থেকেই প্রাণের শক্তি যদি জাগ্রত হ'য়ে না ওঠে তবে সে দোষ ত মানুষেরই—

"But as the ancient Prophet, borne aloft
In vision, yet constrained by natural laws
With them to take a troubled human heart,
Wanted no consolation, nor a creed
Of reconcilement, then when they denounced,
On towns and cities, wallowing in the abyss
Of their offences, punishment to come ;
Or saw, like other men, with bodily eyes,
Before them, in some desolated place,
The wrath consummate and the threat fulfilled ;

So, with devout humility be it said,
So, did a portion of that spirit fall
On me uplifted from the vantage-ground
Of pity and sorrow to a state of being
That through the time's exceeding fierceness saw
Glimpses of retribution, terrible,
And in the order of sublime behest :
But, even if that were not, amid the awe
Of unintelligible chastisement,
Not only acquiescences of faith
Survived, but daring sympathies with power,
Motions not treacherous or profane, else why
Within the folds of no ungentle breast
Their dread vibration to this hour prolonged ?
Wild blasts of music thus could find their way
Into the midst of turbulent events ;
So that worst tempests might be listened to
Then was the truth received into my heart,
That, under heaviest sorrow earth can bring,
If from the affliction somewhere do not grow
Honour which could not else have been, a faith,
An elevation, and a sanctity,
If new strength be not given nor old restored,
The blame is ours, not Natures."

প্রকৃতির কাছে কবি প্রণতি জানিয়ে ব'লেছেন, আমার গান সেই সমস্ত মানুষের মন নিয়ে যারা শুধু পুঁথিতে নয় ধর্মবিশ্বাসে নয় প্রকৃতির মহানাবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মহালোকের আলোক সমীপবর্তী হ'য়েছে। সেখান থেকে দুঃখগুলিকে আনন্দের মত তুলে নেব,—

"thence may I select
Sorrow, that is not sorrow, but delight;
And miserable love, that is not pain

To hear of, for the glory that redounds
Therefrom to human kind, and what we are."

এম্‌নি ক'রে বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় ওয়ার্ডস্বার্থ—যিনি প্রার্থনা ক'রেছেন "more wise desires" এর জন্যে—শান্তি সান্ত্বনার সন্ধান পেয়েছেন বিধাতা-সৃষ্ট প্রকৃতির রুদ্ররূপের মধ্যে, অবাধ-সঞ্চরমাণ বাতাস বৃষ্টি কুয়াশা নির্জনতা দুঃখ মৃত্যুর মধ্যে। সে-নিরাপদ স্বর্গের কামনা তিনি কোনদিনই করেননি যে-স্বর্গকে মানুষের ভীরু দুর্বল মন রচনা করে তাদের পরাজিত মর্ত্যবাসনার পলায়িত আশ্রয়-স্থলরূপে—অলস অবসর বিনোদনের বিলাসসৌধরূপে। তিনি জানেন ভীরুতার মধ্যে দুর্বলতার মধ্যে শান্তি নেই; Keatsএর মত তিনিও উপলব্ধি ক'রেছেন যাঁরা গভীরতম আনন্দের আস্বাদ পেয়েছেন তাঁরাই দুঃখের শক্তি অনুভব ক'রতে পারেন। বিচ্ছিন্ন একক পংক্তিতে তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। প্রকৃতির মধ্য থেকে তিনি যে power of vision লাভ ক'রেছিলেন তার একটি অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হ'চ্ছে—

"I remember well,
That once, while yet my inexperienced hand
Could scarcely hold a bridle, with proud hopes
I mounted, and we journeyed towards the hills:
An ancient servant of my father's house
Was with me, my encourager and guide:
We had not travelled long, ere some mischance
Disjoined me from my comrade; and through fear
Dismounting, down the rough and stony moor
I led my horse, and stumbling on, at length
Came to a bottom, where in former times
A murderer had been hung in iron chains.
The gibbet-mast had mouldered down, the bones
And iron case were gone; but on the turf,

Hard by, soon after that fell deed was wrought,
Some unknown hand had carved the murderer's name.
The monumental letters were inscribed
In times long past ; but still, from year to year
By superstition of the neighbourhood,
The grass is cleared away, and to this hour
The characters are fresh and visible :
A casual glance had shown them, and I fled,
Faltering and faint, and ignorant of the road :
Then reascending the bare common, saw
A naked pool that lay beneath the hills,
The beacon on the summit, and, more near,
A girl, who bore a pitcher on her head,
And seemed with difficult steps to force her way
Against the blowing wind. It was, in truth,
An ordinary sight ; but I should need
Colours and words that are unknown to man,
To paint the visionary dreariness
Which, while I looked all around for my lost guide,
Invested moorland waste and naked pool,
The beacon crowning the lone eminence,
The female and her garments vexed and tossed
By the strong wind. When in the blessed hours
Of early love, the loved one at my side,
I roamed, in daily presence of this scene,
Upon the naked pool and dreary crags,
And on the melancholy beacon, fell
A spirit of pleasure and youth's golden gleam;
And think ye not with radiance more sublime
For these remembrances, and for the power
They had left behind?"

এই প্রসঙ্গে Excursion-এর দ্বিতীয় পুঁথি 'The Solitary'-র মধ্য থেকে একটি বিখ্যাত অংশ দীর্ঘ হ'লেও উদ্ধৃত না ক'রে পারা গেল না। Solitary-র পর্বত কুটিরে যখন Wanderer এবং কবি পৌঁছলেন তখন দেখা গেল নীচের উপত্যকা দিয়ে একটা শবশোভাযাত্রা চলেছে। Solitary সেই মৃত বৃদ্ধের কাহিনী শোনালেন। দানের উপর বাঁচতো বৃদ্ধ—কুটিরবাসীদের ভিক্ষায়; প্রতিদানে আর কী দেবে সে, ছোটখাট কাজ ক'রে দিত, যেমন গরু ভেড়া চরানো, পাহাড় থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ক'রে দেওয়া ইত্যাদি। এমনি ক'রে একদিন জ্বালানি কাঠ আন্‌তে গিয়ে পড়লো সে দারুণ ঝড়ে, আর ফিরলো না। অনুসন্ধানে দেখা গেল একটি ধ্বংসপ্রায় গির্জার দেওয়ালের আড়ালে কোনমতে আশ্রয় নিয়ে মূর্ছা গেছে বৃদ্ধ। কুটিরে ব'য়ে নিয়ে আসা হোলো তাকে। তিন সপ্তাহ পরে তার মৃত্যু হোলো। Solitary, যিনি অনুসন্ধানীদের মধ্যে একজন ছিলেন, বাড়ী ফেরার পথে যে দৃশ্য দেখেছিলেন তা বর্ণনা ক'রতে লাগলেন, তখন কুয়াশা কাটতে সুরু ক'রেছে—

"So was he lifted gently from the ground,
And with their freight homeward the shepherds moved
Through the dull mist, I following—when a step
A single step, that freed me from the skirts
Of the blind vapour, opened to my view
Glory beyond all glory ever seen
By waking sense or by the dreaming soul !
The appearance, instantaneously disclosed,
Was a mighty city—boldly say
A wilderness of building, sinking far
And self-withdrawn into a boundless depth,
Far sinking into splendour—without end !
Fabric it seemed of diamond and of gold,
With alabaster domes, and silver spires,

And blazing terrace upon terrace, high
Uplifted; here, serene pavilions bright,
In avenues disposed; there, towers begirt
With battlements that on their restless fronts
Bore stars—illumination of all gems !
By earthly nature had the effect been wrought
Upon the dark materials of the storm
Now pacified ; on them, and on the coves
And mountain-steeps and summits, whereunto
The vapours had receded, taking there
Their station under a cerulean sky.
Oh, 'twas an unimaginable sight !
Clouds, mists, streams, watery rocks and emerald turf,
Clouds of all tincture, rocks and sapphire sky,
Confused, commingled mutually inflamed,
Molten together, and composing thus,
Each lost in each, that marvellous array
Of temple, palace, citadel, and huge
Fantastic pomp of structure without name,
In fleecy folds voluminous, enwrapped.
Right in the midst, where interspace appeared
Of open court, an object like a throne
Under a shining canopy of state
Stood fixed ; and fixed resemblances were seen
To implements of ordinary use,
But vast in size, in substance glorified ;
Such as by Hebrew Prophets were beheld
In vision—forms uncouth of mightiest power
For admiration and mysterious awe.
This little Vale, a dwelling place of Man,
Lay low beneath my feet ; 'twas visible—
I saw not, but I felt that it was there.

That which I *saw* was the revealed abode
Of Spirits in beatitude : my heart
Swelled in my breast—'I have been dead', I cried,
'And now I live ! Oh ! wherefore *do* I live?'
And with that pang I prayed to be no more !—
—But I forget our Charge, as utterly
I then forgot him : —there I stood and gazed :
The apparition faded not away,
And I descended."

নীতিবাগীশের মত ওয়ার্ডস্বার্থ এর মধ্য থেকে কোন নীতি কোন সদুপদেশ নিষ্কাশিত ক'রে দেখান নি। এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তবে পর্বতপ্রদেশে বৃদ্ধের সেই শোকাবহ শেষদিন আর আকাশে প্রকাশমান সেই স্বর্গীয় দ্যুতি—এই দুটি চিত্রের মধ্যে সম্বন্ধ কী? এ কী দুঃখের পাশেই সান্ত্বনার গৌরবের একটি স্বর্গীয় আশ্বাসের এবং মানুষের অমরত্বের ইঙ্গিতবাহী নয়? মানুষের নিগৃহীত ভাগ্যকে বৃহত্তর জগতের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে দেখলে জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক আলোকময় হ'য়ে ওঠে। সেই নিঃসঙ্গ রিক্ত মৃতবৃদ্ধ, তার সেই দৈন্য, জীর্ণ নির্জন আবাসস্থল মনের কোণে প্রায় হারিয়ে যায় আর ঐ আকাশচারী অসীম সৌন্দর্য একটি অনন্তবিসারী মধুর আবির্ভাবের দিকে মনপ্রাণকে আকর্ষিত ক'রে রাখে। "Another race hath been and other palms are won", ঐ নিঃস্ব মৃত বৃদ্ধের শবশোভাযাত্রা যে পথে চ'লেছে সেই পথেই চ'লেছে ঐশ্বর্যশালী সম্রাটের জনতাবহুল অভিষেকের শোভাযাত্রা। পথের পার্থক্য নেই। ওরা একই—একই বিশ্বরাজত্বের একই অধিবাসী। দুঃখ ও আনন্দ—পথ তাদের একই। দুঃখও আনন্দরূপম্।

Grasmere-এ লিখিত 'Lines'-এর মধ্যেও ঠিক এই ইঙ্গিতই দেওয়া আছে। একটি ঝড়ের দিনের সন্ধ্যায় Fox মুমূর্ষু। ঝড় বাদল থেমে গেছে; তবুও বন্যাবিক্ষুব্ধতরঙ্গ সমুদ্রের মত সমস্ত

উপত্যকায় তার শেষ নিশ্বাস গর্জায়মান। সেই সময়ে পর্বতশিখরান্তে একটি তারা—বিজন তারা যেন একমনে নিচের ঐ বিক্ষুব্ধ কলকোলাহল শুনছে শান্তভাবে।

এমনি ক'রে দুই কবির এই একই ভাবধারার উদাহরণ বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করা চলে। প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির নিষ্ঠুরা রাক্ষসীরূপে আহত হ'য়েছিলেন। 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতার মধ্যে তার পরিচয় পাই। তখনো তিনি উপলব্ধি ক'রতে পারেন নি একই সত্তারই আছে দুই রূপ—রুদ্র এবং সুন্দর। পরবর্তীকালে সমগ্র জীবন ভ'রে পরিচয় পেয়েছেন—"সুন্দর সে মহান সে, মহাভয়ঙ্কর"। পরিচয় পেয়েছেন—"মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ"! উপলব্ধি ক'রেছেন—যিনিই 'আনন্দ-রূপমমৃতম্' তিনিই 'মহদ্ভয়ম্ বজ্রমুদ্যতম্'। সুন্দর যে-মাধুরীতে মোহনীয় রুদ্রও সে-মাধুরীতে আনন্দিত; রুদ্রের মহাজ্যোতি প্রাণ-মনকে আলোকিত করে, তাই তিনি রুদ্রের সে-রূপকে অত্যন্ত পরিচিতের মত আহ্বান ক'রে ব'লেছেন—"রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া"। মহাভয়ঙ্করকে তিনি শ্রেয়স্কর রূপে সম্বোধন ক'রে ব'লেছেন—

"ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী;
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল সুপ্রভাতের রাগিণী।"

অমঙ্গলের সিংহবাহনে চড়ে কেমন ক'রে মঙ্গল আসে—

"ভালোই হ'য়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে
ভালোই হ'য়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে—"

কবি ভীষণ দুঃখে ডালি ভ'রে নিয়ে তাঁর কামনার ধনের অর্ঘ্য সাজাবেন। তাঁর তপস্যাই হোলো—

"মহা সম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে"

'রাজা' নাটকেও ঠিক এই কথাই ব্যক্ত করা হ'য়েছে। সুদর্শনার চোখে রাজা একদিকে ভীষণ অন্যদিকে সুন্দর—মধুর। একদিকে তিনি রুদ্র অন্যদিকে মনোহর। রাণী যখন ব'ল্‌লেন—'অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি তখন এক একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে'। রাজা ব'ল্‌লেন, 'প্রেমের মধ্যে ভয় না থাক্‌লে রস হাল্‌কা হ'য়ে যায়'।

ওয়ার্ডস্বার্থ যেমন ব'লেছেন "And blackening clouds in thunder speaks of God"। রবীন্দ্রনাথও তেমনি ব'লেছেন, "বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী সে কী সহজ গান।" এবং তাঁর মত ইনিও সেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রার্থী যাতে শোনা যায় "The voice of Deity"—"সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান" এবং তাঁর

"সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।"

দুই কবিই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু ইংরেজ কবির মত শান্তির জন্য বিশ্বকবি ব্যগ্র নন। বরং তিনি বিধাতার কাছ থেকে অশান্তিই চেয়ে নিতে চান, কারণ তিনি জানেন পরম শান্তির পথই হোলো দুর্যোগের মধ্য দিয়ে; তাই তিনি বলেন "তোমার কাছে শান্তি চাব না, থাক না আমার দুঃখ ভাবনা।" বলেন, "দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা।" কেবল একমাত্র কামনা "দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥" দুঃখ বেদনা দুই কবির কেউই এড়িয়ে যেতে চান না, কিন্তু বিশ্বকবি শুধু এড়িয়ে যেতে চান না নন, আরো বেশী ক'রে জড়িয়ে ধ'রতে চান, বলেন—"তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মুকতি।" বলেন—

"দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে ॥"

তিনি দাতার কাছ থেকে সুখ নয় প্রচুর দুঃখই ভিক্ষারূপে পেতে চান—

"আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি ক'রে আমায় মারো ॥"

কেননা তিনি সার জানেন দুঃখজর্জরিত না ক'রলে তাঁর ভিতরকার রমণীয় যা-কিছু কোনদিন প্রকাশিত হবে না—

"আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।"

এমনি ক'রে উদ্ধৃতি চয়ন ক'রলে বিশ্বকবির কাব্যে তার সীমা পাওয়া যায় না। 'সীমার মাঝে অসীম'-এর সুরের মত এ-ও তাঁর জীবনে একটি বড় সুর, কাব্য জীবনের একটি বৃহৎ অংশকে আচ্ছন্ন ক'রে বেজে বেজে উঠেছে। ওয়ার্ডস্বার্থের জীবনে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আছে কিন্তু মিলনাকাঙ্ক্ষা এত প্রবল নয় ব'লেই এই সুর এত বিস্তীর্ণ অংশে বিচিত্ররূপে বিচিত্র ভঙ্গীতে ধ্বনিত হ'য়ে উঠতে শোনা যায় নি।

১৪

এই প্রসঙ্গে এটুকুও বলা প্রয়োজন যে প্রাচীন ভারতের মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথের মত ওয়ার্ডস্বার্থও এই বিচিত্র বিপরীত শক্তিসংঘাত-পূর্ণ জগতের মধ্যে একটি পরম সুরসঙ্গতি একটি পরম শান্তিসম্পদের সন্ধান পেয়েছেন। এই নিঃশব্দ নীহারিকামণ্ডিত অসীম আকাশপ্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। বিশ্বকবি ব'লেছেন—"প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টা নিরন্তর প্রবহমান, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজন-বিয়োজন-আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য

বিরামবিহীন। প্রকাণ্ড পৃথিবী কী প্রচণ্ড শক্তিতে প্রবলবেগে শূন্যে আকর্ষিত হ'য়ে চলেছে। মহাসমুদ্রে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের সগর্জন তাণ্ডব নৃত্য, নদী নির্ঝরে মহাকল্লোল, পল্লবে পল্লবে মর্মরধ্বনি, মহাশূন্যের মহাকর্মশালায় লক্ষ কোটি জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দ চীৎকার, কর্মজালবেষ্টিত ভারাক্রান্ত পৃথিবী, জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখার সুবিপুল আলোড়ন", "অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্মব্যাপারের মধ্যে শান্তিসৌন্দর্য অচল হইয়া আছে"। "চিরদিনই তাহার প্রভাত কী সৌম্যসুন্দর; তাহার মধ্যাহ্ন কী শান্ত গম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কী করুণ কোমল, তাহার রাত্রি কী উদার উদাসীন। এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সংগীত কী করিয়া সম্ভবপর হইল ?" উত্তর হোলো—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ"। এই 'এক'-এর জন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর, বিশ্বকর্মের মধ্যেও শান্তি বিরাজমান। এই সংসারের মধ্যেও তাই; "এখানে আঘাত প্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ বিরহমিলন বিপৎ-সম্পদ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্বত্র সর্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য এই সংগ্রামের মধ্যে সেই 'এক' নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য নানা বিরোধ বিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি, ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে।" শুধু তাই নয় এই প্রকৃতির একটি ঐকতানসুর নিঃশব্দ রাগিণীতে অনবরত ধ্বনিত হ'চ্ছে যা শুনে তিনি 'ঐকতান' কবিতায় ব'লেছেন—

"কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ"

ওয়ার্ডস্বার্থও ব'লেছেন—

> "the immortal spirit grows
> Like harmony in music; there is a dark
> Inscrutable workmanship that reconciles
> Discordant elements, makes them cling together
> In one society, How strange that all
> The terrors, pains, and early miseries,
> Regrets, vexations, lassitudes interfused
> Within mind, should e'er have borne a part,
> And that a needful part, in making up
> The calm existence that is mine when I
> Am worthy of myself !"

'Excursion'-এর Ninth Book-এর প্রথমেই দেখা যায় তিনি উপলব্ধি ক'রেছেন যে একটি কর্মশীল নীতি (active Principle) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। জগতের প্রত্যেকটি বস্তুতে এই নীতি অলক্ষিতে কাজ ক'রে চ'লেছে—স্থাবর জঙ্গম জড় অজড় সমস্ত-কিছুতে এই নীতি বিস্তৃত হ'য়ে সব-কিছুকে তার আপন বস্তুসীমা ছাড়িয়ে বহুদূরে বৃহত্তর মহিমায় প্রসারিত ক'রে দিচ্ছে। এর কোন বিচ্ছেদ নেই এর কোন বিরতি নেই—যা-কিছু আছে সব-কিছুর মধ্যেই এ বর্তমান থেকে তাদের বৃহত্তর অস্তিত্ব প্রকাশের শক্তি দান ক'রছে !—

> "To every Form of being is assigned,
> *   *   *
> An *active* Principle :—howe'er removed
> From sense and observation, it subsists
> In all things, in all natures ; in the stars
> Of azure heaven, the unending clouds,
> In flower and tree, in every pebbly stone
> That paves the brooks, the stationary rocks,
> The moving waters, and the invisible air.

Whate'er exists hath properties that spread
Beyond itself, communicating good,
A simple blessing, or with evil mixed ;
Spirit that knows no insulated spot,
No chasm, no solitude ; from link to link
It circulates, the Soul of all the worlds."

এবং এই পৃথিবীর আত্মা যে সেই পরমাত্মারই অভিপ্রকাশ, পৃথিবীর সব-কিছুই যে তাঁরই অমোঘ নিয়মে সংযোগপরম্পরায় গ্রথিত এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে গিয়ে শেষ অবসান খুঁজে পায় তা 'The Primrose of the Rock' কবিতার কয়েকটি লাইনের মধ্যে চমৎকার ভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। তাঁর কল্পনাশক্তি, যা প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে কোন সীমার বেড়া টান্‌তে অস্বীকৃত, দিকে দিকে আত্মীয়তাসম্বন্ধ ও যোগাযোগ খুঁজে বেড়িয়েছে। আকাশে অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলী অদৃশ্য নীহারিকাপুঞ্জ কর্তব্যের আইনে যথাস্থানে কক্ষপথে সঞ্চরমাণ, মানুষের দীনতম আশা আকাঙ্ক্ষা ভয় বেদনাও ব্রহ্মাণ্ডের ঐ একই আইনের আওতায় ঐ নক্ষত্রমণ্ডলেরই শরিক এবং একই অশ্রুত সঙ্গীতের তালে তালে ঘূর্ণমান। এ তাঁর কল্পনালব্ধ উপলব্ধি ধ্যানলব্ধ অনুভূতি, কিন্তু বিজ্ঞানকে তা ছাড়িয়ে বা মাড়িয়ে যায় নি, কিংবা কল্পনার আতিশয্যে তিনি কোনো বস্তুর প্রতীকার্থও আরোপ করেন নি। তিনি আবিষ্কার করেন নি ফুলের কোন ভাষা, বরং ফুলটিই—তার ঐ ফুটে-ওঠাটাই—তাঁর কাছে প্রতীকের চেয়ে আরো বহু কিছু বেশী। ও সেই শাশ্বত বিশ্ববিধানেরই একটি অংশ এবং সম্পূর্ণ পরিপূর্ণের একটি চাবিকাঠি। উপরোক্ত কবিতায় তিনি ব'লেছেন—

"The flowers, still faithful to the stems,
Their fellowship renew ;
The stems are faithful to the root,
That worketh out of view ;

And to the rock the root adheres
In every fibre true.
Close cling to the earth the living rock ;
Though threatening still to fall;
The earth is constant to her sphere;
And God upholds them all:
So blooms this lonely plant, nor dreads
Her annual funeral."

এই-ই হোলো গভীরতম সুর যা ওয়ার্ডস্বার্থের বহু কবিতাতেই প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। বহির্বিশ্বে ক্ষুদ্রতম যা-কিছুর সঙ্গে বৃহত্তম যা-কিছুর অশ্লিষ্টগ্রন্থন অচ্ছিন্নবন্ধন সম্বন্ধে যখন তিনি তাঁর উপলব্ধিকে সীমাবদ্ধ রাখেন তখন তিনি দার্শনিক। যখন আরো দূরে এগিয়ে যান—মানবমন ও অন্তরের আবেগানুভূতি, অবশ্যম্ভাবী অবিশ্লেষণীয় ধ্যানোপলব্ধি বা instinct-এর মধ্যে যখন এমন কোন গতি খুঁজে পান যা বিশ্ববিধানানুগ, গোপন অমৃতোৎস থেকে নিঃশব্দ-নিঃশ্বসিত কোন বাণী শুন্‌তে পান তখন তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী। এখানেও তিনি কিন্তু বিজ্ঞানকে উল্লঙ্ঘন করেন নি। তবে কোন আইনে তাঁর বিশ্বাস বদ্ধ নয়। সঠিক যুক্তি দিয়ে আইন দিয়ে বিচার ক'রে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝান যায় না ব'লে প্রজ্ঞালব্ধ ধ্যানোপলব্ধ একটি সমগ্র বিশ্বকে অবহেলা ক'রে দূরে সরিয়ে দিতে তিনি নারাজ। এই গভীর কল্পনাশ্রয়ের মধ্য দিয়ে বস্তুপুঞ্জের ঐক্যোপলব্ধি এবং রূপ ও ভাব জগতের মধ্যে একটা সংযোগ-সম্বন্ধ-নীতির অলক্ষ্য কর্মধারা দর্শন ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যসম্ভারকে বহুক্ষেত্রে মহিমা দান ক'রেছে।

রবীন্দ্রনাথেরও বহু কবিতার মধ্যে এই একই সুর ধ্বনিত হ'চ্ছে। তিনিও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই "active Principle"-এর সন্ধান পেয়েছেন যা 'বলাকা' কাব্যে গতিবাদ তত্ত্বে পরিণত হ'য়ে আরো বিপুল গাম্ভীর্যে বিচিত্র ভাবে আরো বিস্তৃততর জটিলতর ভাবসম্পদে আত্মপ্রকাশ

ক'রেছে। একথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে ওয়ার্ডস্বার্থের এই ভাবধারা কিন্তু গতিবাদতত্ত্ব নয়। তবে দুই কবিরই ভাবধারার মধ্যে একটা সক্রিয় সজীবশক্তি—একই active Principle—যা স্থবির নয়, সম্পূর্ণরূপে dynamic—অলক্ষ্যে থেকে কাজ ক'রছে। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সেই active Principle—এই "অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি।" এতেই শূন্যলোক শিহরিত, বস্তুপুঞ্জ নব নব সৃষ্ট, আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিত, সূর্য চন্দ্র তারা ঘূর্ণাচক্রে বিঘূর্ণিত হ'য়ে উঠ্ছে। এই নীতিরই সক্রিয় চাঞ্চল্যে পৃথিবীর

"অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে;
বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।"

এই active Principle-ই আবার বহু জায়গায় 'লীলা' ব'লে প্রকাশিত। এই লীলার ফলেই

"একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্ত দীপজ্বালা—
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা।
একি শ্যামবসুন্ধরা—সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। একি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল"

এবং এরই ফলে "Whatever exist hath properties that spread beyond itself" এবং "প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ" সৃষ্ট হ'য়ে ওঠে। এরই ফলে "সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা"। এই লীলাতেই বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠ্ছে প্রাণ—যে প্রাণ ছুটেছে বিশ্ব-

দিগ্বিজয়ে, নেচে ফিরছে ছন্দে তালে লয়ে ভুবনে ভুবনে, বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে বসুধার মৃত্তিকায় পল্লবে পুষ্পে, আর অন্তহীন জন্মমৃত্যু সমুদ্র-দোলায় উঠ্‌ছে দোলায়িত হ'য়ে। এই সক্রিয় কর্মনীতি চ'লেছে মানবচক্ষুর অন্তরালে গোপনে গোপনে, কবি মর্মচক্ষু দিয়ে তা দেখে ব'লেছেন—

"অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুট বর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে ॥

ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণত গর্ভ।"

যখন মনে হ'য়েছে আজ কর্মহীন দিন বৃথা গেল সব-কিছু নষ্ট হোলো—শ্রান্তিতে যখন মন অবসন্ন তখন—

"প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন ;
দেখিনু, ভরিয়া আছে আমার কানন ॥"

এমনি ক'রে জগতের প্রত্যেকটি বস্তু ক্রমশঃ তার আপন সফলতার দিকে অগ্রসরমান। যখন দেখা যায় সে স্থির নিশ্চল হ'য়ে বিফলতার কোলে ব'সে কাঁদছে তখন অন্তরচক্ষু মেলে দেখা যায় সে তার চরম সফল-পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চ'লেছে। কেননা সফল করার মালিক যিনি সব-কিছু যে তাঁর থেকেই আনন্দরূপ হ'য়ে প্রকাশিত আবার তাঁরই মধ্যেই বিধৃত। তাই সব-কিছু নষ্ট হ'য়ে গেল হারিয়ে গেল ব'লে মন কেঁদে উঠ্‌লেও নষ্ট হয় না হারায় না কিছুই, পরম সুধা-ধারার মধ্যে সে নোতুন ক'রে বেঁচে ওঠে। তাই কবি তাঁর দরজার কাছে কন্টিকারীর ফুলটি—যার বেগুনি রঙের কোমল বুকের মাঝখানে একটুখানি হলদে সোনা—যে আকাশে তাকিয়ে সূর্যের কিরণকে ধ্যান ক'রে সেই ধ্যানটুকু তার বুকের মাঝখানে মধুর ক'রে রেখেছে—

দেখে বলেন—"এই ফুলের কি খ্যাতি আছে। আর, একি ঝরে ঝরে পড়ে না। কিন্তু, তাতে ক্ষতি হল কী। পৃথিবীর আত বড়ো বড়ো পালোয়ানের চেয়ে সে নির্ভয়। অন্তরের আনন্দের মধ্যে সে রয়েছে, সে অমৃত। যখন বাইরে সে নেই তখনো রয়েছে।" তার আছে "properties that spread beyond itself"। সে তার 'annual funeral'-কে ভয় করে না।

১৫

নারীর আদর্শ ভাগ নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যে সাদৃশ্য বড় কম নয়। নারীর আদর্শ ভাগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুটি নারীর কথা উল্লেখ ক'রেছেন। একজন বসন্তসখী চঞ্চলা মোহিনী সুন্দরী—কল্যাণ-সম্পর্ক-বিবর্জিতা, অপরটি কল্যাণী মঙ্গলময়ী লক্ষ্মী,—

"একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে
আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন মৃত্যুর

পবিত্র সংগম তীর্থ তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।”

প্রথমা অবিমিশ্র সৌন্দর্যে অনির্বচনীয়া। “বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি” তার বিকাশ। সংসারের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না বাঁধন-বন্ধনের বাহিরে সে কেবল আমাদের আনন্দের অমরাবতীতে উপনীত করে। আর একজন বিশ্বসংসারের যতকিছু ভাঙাগড়া সুখদুঃখ তুচ্ছতাচ্ছিল্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত আবির্ভূত হ'য়ে তার কল্যাণহস্ত প্রসারিত ক'রে আমাদের শ্রেয়কে আহ্বান করে। প্রথমার উল্লেখ আছে 'উর্বশী'-কবিতায় আর দ্বিতীয়ার সন্ধান পাই 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায়। কবি ব'লেছেন—“নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য—সেইজন্য কোন কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়...সে যেন চির যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।” 'উর্বশী' কবিতায় যে নারী-মূর্তিকে তিনি বন্দনা ক'রেছেন তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব'লেছেন—“গেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewige Weibliche, আমি তাহাকে উর্বশী মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি। সে আমাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, বধূ নহে মাতা নহে কন্যা নহে, সে রমণী,—সে আমাদের হৃদয় হরণ করে, সে দিব্যরূপে আমাদের স্বর্গে বিরাজ করে, সে আমাদের ভুলায়, সে আমাদের পৌত্রদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিবে —অর্জুন তাহার সহিত পূর্বপুরুষগত সম্পর্ক পাতাইতে গিয়াছিলেন সেটা অর্জুনের ভ্রম—তাহার সহিত কাহারও কোনো বন্ধন নাই; যে আদিম রহস্যসমুদ্র হইতে দেবতারা সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চিরযৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্যন্ত মুনিদের ধ্যানভঙ্গ, কবিদের কবিত্ব উদ্রেক, এবং দেবতাদের চিত্তবিনোদন করিয়া

আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে, আনন্দ দান করে এবং বাসনার চরম তীর্থ স্বর্গলোকে বাস করে। আর একটি Woman পৃথিবীতে থাকেন তিনি আমাদের সেবা করেন, কাজ করেন, কল্যাণ বিধান করেন, তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাকে আমরা কাঁদাই দুঃখ দিই, তিনি তাঁহার অশ্রুধারাধৌত প্রফুল্লতার কিরণে আমাদের এই মাটির ঘরটুকু উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে এক ভাগে The Beautiful এক ভাগে The Good পড়ে। 'উর্বশী' কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে—'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।"

নারীর কল্যাণীরূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি ব'লেছেন—

"ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোন এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থ ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হ'লে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চিত ভালে রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরি সংগীতে। তারপরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণ কঙ্কণ করে,
সীমন্ত সীমায় মঙ্গল সিন্দূর বিন্দু,

গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র-শিয়রে।”

তারপরে মর্ত্যভূমিকে জননীরূপে কল্পনা ক'রে কবি যে নারীরূপের বর্ণনা ক'রেছেন তা যেন ঐ বালিকারি পরিণয়োত্তর দুঃখসুখমায়ামমতা-মিশ্রিত সংসারের মঙ্গলময়ী জননীরূপ—

“হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হ'তে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত — আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে। তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুন তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্র কন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চির পরিচিত সম,—
তার পরদিন হ'তে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি—চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই।”

'She was a phantom of delight' কবিতার প্রথম স্তবকে ওয়ার্ডস্বার্থ যাকে কম্প্লিমেণ্ট দিয়েছেন সেও Eternal Woman—আনন্দকল্পরূপা সৌন্দর্যপ্রতিমা—যাকে বলা যায় ideally beautiful—অনির্বচনীয়া। তারো অভ্যুদয় 'বসন্তপ্রাতে' 'ঊষার উদয়সম'—'From May-time and the cheerful dawn'। তার অঙ্গসৌষ্ঠবের তুলনা মিলে পৃথ্বীতলে নয়, শূন্যে দিক্‌প্রান্তে নক্ষত্রালোকে, তার

চক্ষুদুটি 'as stars of Twilight fair', প্রদোষান্ধকারের মত তার কুন্তলদাম—'Like Twilight's, too her dusky hair'; সেও নৃত্যপরা চঞ্চলা চিত্তচমকণকারিণী; তারো 'কটাক্ষঘাতে' 'যৌবনচঞ্চল'; দর্শনে তার

"অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।"

"A dancing shape, an image gay,
To haunt, to startle and waylay"

সেও যেন এ সংসারের কেউ নয়—চিরদিনের কেউ নয়, শুধু চিত্তমাঝে অবিমিশ্র মাধুর্যের সৌন্দর্যের আর অনির্বচনীয় আনন্দের একটি মূল্যবান ক্ষণিক বিদ্যুৎপরশ মাত্র—তার আবির্ভাব শুধুমাত্র "To be a moment's ornament"—

সমগ্র উদ্ধৃতিতে আরো পরিষ্কার হবে—

"She was a phantom of delight
When she first gleam'd upon my sight;
A lovely aparition, sent
To be a moment's ornament;
Her eyes as stars of Twilight fair;
Like Twilight's, too, her dusky hair;
But all things else about her drawn
From May-time and the cheerful dawn;
A dancing shape, an image gay,
To haunt, to startle, and waylay."

পরের লাইনগুলোতে যে রমণী রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে সে কল্যাণী সে মঙ্গলময়ী, সে লক্ষ্মী—সে মাতা, সে কন্যা, সে বধূ। সে সংসারের সুখে দুঃখে শোকে আনন্দে হাসিতে অশ্রুতে পুরুষের কল্যাণাশ্রয়ী নিত্য সহচরী। সমস্ত ভালমন্দের মধ্যে সংগ্রামে শান্তিতে জয়ে

পরাজয়ে উত্থানে পতনে তার অধিষ্ঠান। তার হাতে আছে মর্ত্যের প্রেমবিরহের বক্ষনিংড়ানো অমৃত—

"I saw her upon nearer view,
A spirit yet a woman too!
Her household motions light and free,
And steps of virgin liberty;
A countenance in which did meet
Sweet records, promises as sweet;
A creature not too bright or good
For human nature's daily food,
For transient sorrows, simple wiles,
Praise, blame, love, kisses, tears and smiles."

এই কবিতার পরস্তবকে সম্পূর্ণ অন্য আর-একটি নারীরূপের রূপায়ণ দেখি। সে একটি সুসম্পূর্ণা নারী—চিন্তাশীলতা সহনশীলতা যুক্তি দূরদৃষ্টিশক্তি তাকে বিশেষিত ক'রেছে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার পথের পথিক সে—

"And now I see with eye serene
The very pulse of the machine;
A being breathing thoughtful breath,
A traveller between life and death
The reason firm, the temperate will,
Endurance, foresight, strength, and skill;
A perfect woman, nobly plann'd
To warm, to comfort, and command;
And yet a spirit still, and bright
With something of angelic light."

এখানে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ নারীর আদর্শভাগ ক'রতে গিয়ে নিছে দুটি নারীর কথা উল্লেখ ক'রেছেন। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায়, তাঁরই অজ্ঞাতসারে তাঁরই মানসসমুদ্র হ'তে তাঁর ভাবাদর্শের ময়ূরপঙ্খী তরণী বেয়ে আর-একটি নারী তাঁর জ্যোতিসম্পদ

নিয়ে আমাদের চৈতন্যপ্রদেশে অবতরণ ক'রেছেন। তিনি সম্পূর্ণ 'The Beautiful'-এর ভাগেও নন, আবার 'স্বর্গ হ'তে বিদায়'-এর যে 'The Good' সেই Good-এর ভাগেও পড়েন না। তিনি উর্বশী নন—আপনাতে আপনি তাঁর বিকাশ নয়; নিছক সৌন্দর্যের অবিমিশ্র মাধুর্যের প্রতীক তিনি নন। আবার মর্ত্যের দৈনন্দিন সুখদুঃখ হাসিকান্নার সংসারের কল্যাণময়ী চিরসঙ্গিনীও তিনি নন। তিনি স্বর্গের অমৃতপানসভার সখী নন, দুঃখহীন স্বর্গের আত্মীয়সম্বন্ধহীনা মধুরা তিনি নন, আবার মর্ত্যের মাটির কোলের মানবিক প্রেমবিরহ-তরঙ্গের খেলেনাও তিনি নন। কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনিও কল্যাণময়ী, তিনিও 'The Good' কিন্তু সাধারণ কল্যাণী-মানবীর দলে ঠিক মিশ খান না। কবি যখন বলেন—

"আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠেছে বাজি।
এই নির্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবী তীরে আজি।"

তখন এর মাঝে উর্বশী কই? 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এর সেই কল্যাণীই বা কই?

দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুর রেখা
তব বামবাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা

একী মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি
প্রভাতে দিয়েছ দেখা।"

এই রক্তসীমন্তিনীর সিঁথিমূলে রক্তিম সিন্দূর রেখা, বামবাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তাঁকে অপরূপ কল্যাণী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে, কিন্তু এই মঙ্গলময় চিহ্নগুলির দ্বারা আমরা আমাদের মনের মধ্যে কল্পনায় তাঁকে কোন বস্তুগ্রাসী তুচ্ছ সংসারের বধূ বা প্রেয়সীরূপে স্থাপন ক'রে শান্তি পাই না, বরং তাতে তাঁর দেবী মহিমাচ্যুতিতে আমরা অস্বস্তি অনুভব করি। সংসারের যে বধূ—প্রেয়সী, সে মানবী, কিন্তু আজকের এই শান্ত উষায় শুভ্রবসনা মঙ্গলময়ী নারীটি শুধু নারী নন—সিদ্ধানারী —দেবী। একটি শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতার শুভ্রাভাস তাঁর কাছে গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক অবনত ক'রে দেয়। কবি নিজেই এই 'Good'-এর—এই কল্যাণময়ীর—এই লক্ষ্মীরূপার দুটি স্তর বিশ্লিষ্ট ক'রে দিয়েছেন—

"রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে।
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে।"

রাতে দেখেছি তাঁকে গৃহের বেষ্টনীতে সংসারের বন্ধনের মধ্যে—সাধারণ মানবীরূপে—প্রেয়সীরূপে—বস্তুভোগের দুঃখসুখের মধ্যে, যেমন দেখেছি কবির পূর্বোক্ত দ্বিতীয়া নারীকে; আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে তাঁকে দেখ্‌লুম সংসারের ক্লিন্নতার বাইরে—শুদ্ধ চৈতন্যরূপিণী পূজারিণী বেশে—দেবীরূপে। এঁকে কেমন ক'রে ফেলা যায় উর্বশীর দলে, সুখদুঃখের দোলায় দোলা সংসারের কল্যাণীর দলে? ইনি কী

তাঁদের দু'য়ের থেকে ভিন্ন নন? এম্‌নি দেবীর সন্ধান পাই আবার 'বিজয়িনী' কবিতায়। তরুণীর স্নানলীলা দর্শনকালে অনঙ্গদেব তাঁর প্রতি তাঁর পুষ্পশর নিক্ষেপের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। স্নান সমাপনান্তে যখন দেখা গেল—

"তীরে উঠিলা রূপসী;
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হ'য়ে আছে ... ...
... ...
ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার,—সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে,—"

তখন তাঁকে সংসারের ধুলিমলিন প্রান্তসীমায় নিয়ে বন্ধনের আশা মনের মধ্যে লোপ পেয়ে আসে। তাই পুষ্পধনু—

"সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"

ইনি সৌন্দর্যের প্রতীক এবং কল্যাণী দুই-ই। কিন্তু ইনি কী উর্বশী সুন্দরী? না মর্ত্যের গৃহলক্ষ্মী কল্যাণী? কোনটিই না। ইনি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবনের যৌবনকে চঞ্চল ক'রে ফেরেন না, আবার গৃহের দৈনন্দিন তুচ্ছতার মধ্যেও এঁকে গৃহলক্ষ্মী কল্যাণীরূপে কল্পনা ক'রেও শান্তি মেলে না। এঁর স্থান এই বস্তুভোগী সংসারের চেয়েও যেন একটু উচ্চে—যেন একটু বেশী শুভ্র বেশী পবিত্র। রাতের ক্লিন্নতার বাইরে প্রভাতের সৌন্দর্য-সীমায় এঁর স্থান। উর্বশী দেবী নন—শ্রদ্ধায় তাঁর চরণে মস্তক অবনত হয় না—বরং ত্রিভুবনের কামনাকে উদ্রিক্ত করে। কিন্তু ইনি দেবী—প্রণম্য, বিজয়িনী—নিখিলের রাগরক্ত কামনাকে পরাজিত ক'রে পদপ্রান্তে আনীত করে। ইনি ওয়ার্ডস্বার্থের 'She was a phantom of delight' কবিতার তৃতীয় স্তবকে যিনি বন্দিত ঠিক তিনি না হ'লেও তেম্‌নি

"a Spirit still, and bright
With something of angelic light."

যিনি "drew an Angel from his station", যাঁর মুখপানে তাকালে সর্ব অন্তরাত্মা ব'লে ওঠে—

"How rich that forehead's calm expanse!
How bright that heaven-directed glance!"

যাঁর চোখের তারার আলোর ভিতর দিয়ে নভলোকের অশ্রুত রাগিণী তাদের পবিত্রতা ঘোষণা ক'র্‌ছে—

"Mute strains from worlds beyond the skies,
Through the pure light of female eyes
Their sanctity revealing!"

১৬

একথা ব'ললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক প্রতিভার কাছে শুধু ওয়ার্ডস্বার্থ কেন কোন কবিই তুলনীয় নন; সামগ্রিক প্রতিভা অর্থাৎ বলতে চাই তাঁর প্রতিভার যেখানে

বহুমুখিত্ব সে সুবৃহৎ রাজদরবারের দ্বারপ্রান্তেও শুধু ওয়ার্ডস্বার্থ কেন পৃথিবীর কোন কবিই যাবার অধিকার লাভ করেননি; গ্যেটের কথা মনে হ'লেও তা বিচার্য বিষয়, এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অবান্তর। তা ছাড়া আরো একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যে-সব ক্ষেত্রে ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য বর্তমান তার বহুক্ষেত্রেই বিশ্বকবি ভাবগাম্ভীর্যে বা উপলব্ধির তীব্রতায় ইংরেজ কবিকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রকৃতির উপর ওয়ার্ডস্বার্থের প্রেমগভীরতার সীমা দেখা যায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সীমা শুধু নির্নিরীক্ষ্য নয়—অসীম অশেষ। তাঁর অনুভূতি তাঁর উপলব্ধি তাঁর তন্ময়তা তাঁর আবেগ এত তীব্র এত বেগবান যে কী যেন একটা ভূমিকম্প-কালীন ভূগর্ভস্থ বাষ্পকুণ্ডলীর মত তাঁর চৈতন্যভূমিকে প্রতিনিয়ত প্রকম্পিত ক'রেছে মথিত ক'রেছে। কী ক'রলে কোথায় গেলে যে প্রকৃতিপ্রেমে পূর্ণশান্তি পাওয়া যাবে তা যেন তিনি খুঁজে পান না। 'বসুন্ধরা' কবিতায় প্রকৃতির প্রতি কবিচিত্তের যে দুর্বার আকর্ষণ অসহ্য আবেগ সমগ্র মানবচিত্তকে বিস্ময়ে ভাবরসে উচ্চকিত প্লাবিত ক'রে তোলে তা ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যে আছে কিনা জানি না—জানি না ওয়ার্ডস্বার্থ এমন ক'রে কোথাও ব'লতে পেরেছেন কিনা—

"হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া
কম্পিয়া স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে
পূরবে পশ্চিমে—"

এমন আবেগ দেখি না ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যে যার দুর্বার তাড়নায় কবি ব'লতে পারেন—"ওর এই গাছপালা, নদী মাঠ, কোলাহল নিস্তব্ধতা, প্রভাত সন্ধ্যা, সমস্ত সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।"

"ইচ্ছা করিয়াছে—
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ ; "

এ যেন ঠিক 'গুপ্তধন'-এর মৃত্যুঞ্জয়ের ভূগর্ভস্থ গুপ্তস্বর্ণৈশ্বর্য উপভোগের চৈতন্যহারা উন্মত্ত তৃষ্ণার মত।

রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"এই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে একটা চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হ'চ্ছে—এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন।" বিশ্বকবির মত ওয়ার্ডস্বার্থের কাছেও প্রকৃতির মধ্যে এই হৃদয়ের লীলা অনুভূত হ'য়েছে। তরুলতা জীবজন্তু পাহাড়পর্বত নদীসাগর—জড় অজড় নড় অনড় এই সৃষ্টির যা-কিছু দৃশ্যমান সব-কিছুরই আনন্দ তাঁর হৃদয়ের আনন্দকে পলে পলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্বকবির মত তাঁর এই আত্মানন্দ বিশ্বানন্দের দিকে আত্মবোধ বিশ্ববোধের দিকে এমন ক'রে এত তীব্রভাবে প্রসারিত হ'তে পারে নি যার ফলে চিন্ময় প্রেমের লীলাভিনয় জীবনে তাঁর বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ র'য়ে গেছে। তিনি এমন ক'রে ব'লতে পারেন নি—

"ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে ; "

বিশ্বকবির এই চৈতন্যপ্লাবী প্রকৃতিপ্রেম প্রসারিত হ'য়ে বিশ্বপ্রেমের শোধনাগারে পরিশোধিত হ'য়ে সেই আনন্দরূপ অমৃতরূপ শাশ্বত অক্ষয় চিরন্তনের তূরীয় প্রেমে পর্যবসিত হ'য়েছে। তাঁর ধ্যানমগ্ন চৈতন্য তপমৌন উপলব্ধি লোকললামভূতা প্রকৃতি-ললনার রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে আকর্ষিত হ'য়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়েছে পথে এবং বেরিয়ে দেখেছে "এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"। শুধু তাই নয় এই পাথর-ছড়ানো পথই তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছে অমৃতলোকের পথ। এই সকল-আলো-করা জ্যোতিস্তমসঃ প্রেম যখনি কবির ধ্যানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তখনি তিনি গেয়ে ওঠেন—

"এইতো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ,
এই-যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।
এই-যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ 'পরে
এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ"—

প্রকৃতির এই যে আনন্দময় রূপাস্তিত্ব এ অস্তিত্ব ত শুধু অকারণ নয়—এ ত শুধু ধরণীর বিলাস নয়, অরূপ যে নিত্য নিত্য এসে তাদের দ্বারে চরণ ফেলে যাচ্ছে। কবি ব'ল্‌ছেন—"এই তো দিনের পর দিন আলোকের পর আলোক আস্‌ছে। কতকাল থেকেই আস্‌ছে, প্রত্যহই আস্‌ছে। এই আলোকের দূতটি পুষ্প-কুঞ্জে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশা বহন করে আন্‌ছে; যে কুঁড়িগুলির ঈষৎ একটু উদ্গম হ'য়েছে মাত্র তাদের বল্‌ছে, তোমরা আজ জান না কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে দিয়ে সুগন্ধে সৌন্দর্যে একেবারে বিকশিত হ'য়ে উঠবে। এই আলোকের দূতটি শস্যক্ষেত্রের উপরে তার জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ স্থাপন ক'রে প্রতিদিন এই কথাটি বলছে, "তোমরা মনে করেছ, আজ যে বায়ুতে হিল্লোলিত হ'য়ে তোমরা শ্যামল মাধুর্যে চারিদিকের চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হ'য়ে গেল, কিন্তু তা নয় একদিন তোমাদের জীবনের মাঝখানটি হ'তে একটি শিষ উঠে একেবারে স্তরে স্তরে ভরে যাবে। যে ফুল ফোটেনি আলোক প্রতিদিন সেই ফুলের প্রতীক্ষা নিয়ে আস্‌ছে—যে ফসল ধরেনি আলোকের বাণী সেই ফসলের নিশ্চিত আশ্বাসে পরিপূর্ণ।"

প্রকৃতির কাছে প্রকৃতিরই কোন একজনের এই যে চিরন্তনের বাণী নিয়ে দূত হ'য়ে আসা সে কী আমাদের কাছেও নিত্য নিত্য এই একই ইঙ্গিত একই আশা বহন ক'রে নিয়ে আস্‌ছে না? হ্যাঁ আস্‌ছে; মর্ম-চক্ষুষ্মান কবি তা দেখে ব'ল্‌ছেন—"এই প্রতিদিনের আলোক, এ তো কেবল ফুলের বনে এবং শস্যের খেতে আস্‌ছে না। এ যে রোজই সকালে আমাদের ঘুমের পর্দা খুলে দিচ্ছে। আমাদেরই

কাছে এর কি কোন কথা নেই। আমাদের কাছেও এই আলো কি প্রত্যহ এমন কোনো আশা আনছে না, যে আশার সফল মূর্তি হয়তো কুঁড়িটুকুর মতো নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শিষটি এখনও আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মাথা তোলেনি।"

চৈতন্য দিয়ে, ধ্যান দিয়ে দেখা—সে ত পরে, আগে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা। চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে চর্মচক্ষুর খোরাক। প্রকৃতি পুঞ্জে পুঞ্জে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে তার রূপের ডালি। যার জন্যে কবি ব'লেছেন—"আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনও তাতে ক্লান্ত হোলো না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি।" এই চর্মচক্ষুর পরিপূর্ণ দর্শনেই একদিন ঘটে মর্মচক্ষুর উন্মীলন—তারপরে সেই উন্মীলিত মর্মচক্ষুর সম্মুখে মহালোকের জ্যোতিপ্রপাত। কবি ব'লেছেন—"চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চল্‌বে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এত বড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বল্‌ছি এই চোখ দিয়েই এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা। তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এত বড়ো এই গ্রহতারা-সূর্য-চন্দ্র-খচিত প্রাণে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে।" তারপরে ব'ল্‌ছেন—"চারিদিকেই রূপ—কেবলই একরূপ থেকে আর একরূপের খেলা...... রূপের ঝরণা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হ'য়ে সেই অনন্ত রূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখ্‌ব তখন পৃথিবীর আলোকে আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই যে চারিদিকে আমার যে-কেউ আছে যা-কিছু আছে এদের একদিন যে কেমন ক'রে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারিনে—কিন্তু এটুকু আমাদের

এই চোখের দেখার সাম্‌নে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আন্‌ছে তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি। এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দরূপ সে-দেখা এখনও আমাদের দেখা হয়নি—মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ সে-দেখার এখনো অনেক বাকি—'আনন্দরূপমমৃতং' এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেই দিনই তারা সার্থক হবে। সেই দিনই তাঁর সেই পরমসুন্দর প্রসন্নমুখ তাঁর দক্ষিণ মুখং একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখ্‌তে পাবে। তখনই সর্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাথা নত হ'য়ে পড়বে—তখন ওষধিবনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করে বলতে পারব, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥"

বিশ্বকবির মানসসমুদ্রের এই যে প্রকৃতি-আনন্দ থেকে বিশ্বানন্দে তরঙ্গযাত্রা তা ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যেও মেলে তা পূর্বে প্রমাণিত হ'য়েছে। কিন্তু এই যে বিশ্বানন্দ—বিশ্বপ্রেমের চরম প্রান্তে আর একটি আনন্দ আর একটি প্রেম—বিশ্বানন্দের চরম পরিণতিতে আর একটি শাশ্বতানন্দ—এই যে অনন্তরূপের চিন্ময়রূপের ভূমারূপের প্রেম—সেই প্রাচীন ভারতের 'এক'-এ একময়তা আত্মবিলীনতা একাত্মতা, যে 'এক'-এর মহিমান্বিত উপলব্ধি আজও ভারতকে কৌলীন্যের মর্যাদায় মহীয়ান ক'রে রেখেছে, বিশ্বকবি সমগ্র কাব্যজীবনে যার উত্তরসাধক সেই চরম প্রেমের কুসুমস্রজ-দোলায়িত দ্বারে ওয়ার্ডস্বার্থের ক্বচিৎ পদার্পণ ঘটেছে। অমরলোকের অমরবীণার ঝঙ্কার তাঁর কাব্যে যে শোনা যায় না তা নয়—

"By love subsists
All lasting grandeur, by pervading love ;
That gone, we are as dust.—Behold the fields
In balmy spring-time full of rising flowers
And joyous creatures ; see that pair, the lamb

And the lamb's mother, and their tender ways
Shall touch thee to the heart; thou callest this love,
And not inaptly so, for love it is,
Far as it carries thee. In some green bower
Rest and not be alone, but have thou there
The One who is thy choice of all the world :
There linger, listening, gazing, with delight
Impassioned, but delight how pitiable !
Unless this love by a still higher love
Be hallowed, love that breathes not without awe ;
Love that adores, but on the knees of prayer,
By heaven inspired ; that frees from chains the soul,
Lifted, in union with the purest, best
Of earth-born passions, on the wings of praise
Bearing a tribute to the Almighty's Throne."

স্থানকালের ঊর্ধ্বে অক্ষয় পরমাত্মার বিশ্বাসের কথাও ব'লেছেন—

"More frequently from the same source I drew
A pleasure quiet and profound, a sense
Of permanent and universal sway,
And paramount belief ; there, recognised
A type, for infinite natures, of the one
Supreme Existence, the surpassing life
Which—to the boundaries of space and time,
Of melancholy space and doleful time,
Superior, and incapable of change,
Nor touched by welterings of passion—is,
And hath the name of God. Transcendent peace
And silence did await upon these thoughts
That were a frequent comfort to my youth."

ভারতীয় একাগ্রচিত্ত সাধক-কবির মত তিনি পরম শান্তি সান্ত্বনার সন্ধানও পেয়েছেন। 'Despondency corrected'-এর মধ্যে Wanderer

যে কথা তাঁর কাছে ব'ল্‌ছেন তা তিনি ভুল্‌তে পারেন না, অন্তরের অন্তস্থলে গভীরতম প্রদেশে ভ'রে থাকে—সে যেন এক মহৈশ্বর্য—

"One adequate support
For the calamities of mortal life
Exists—one only ; an assured belief
That the procession of our fate, howe'er
Sad or disturbed, is ordered by a Being
Of infinite benevolence and power ;
Whose everlasting purposes embrace
All accidents, converting them to good."

দুঃখ দৈন্য যা-কিছু অপ্রিয় সবই রমণীয় হ'য়ে ওঠে—

"by faith,
Faith absolute in God, including hope,
And the defence that lies in boundless love
Of his perfections ;"

আত্মার আত্মাকে ডেকে ব'লছেন—

"Soul of our Souls, and safeguard of the world !
Sustain, thou only canst, the sick of heart ;
Restore their languid spirits, and recall
Their lost affections unto thee and thine !"

জনারণ্যে যাঁকে ভুলে যাওয়া বিচিত্র নয় প্রকৃতিরূপের মধ্যে ধরা পড়ে তাঁরই মোহনরূপ—

"How beautiful this dome of sky ;
And the vast hills, in fluctuation fixed
At thy command, how awful ! Shall the Soul,
Human and rational, report of thee
Even less than these !—Be mute who will, who can,
Yet I will praise thee with impassioned voice :
My lips, that may forget thee in the crowd,

Cannot forget thee here ; where thou hast built,
For thy own glory, in the wilderness !"

এমনি ক'রে খুঁজে বেড়ালে ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যের কনকচাঁপার বন থেকে ঝরে-পড়া হু'চারটে আধ-ফোটা চাঁপার কলি যে কুড়িয়ে পাওয়া যাবে না তা নয় ; যাবে—এখানে ওখানে ঝরে আছে পড়ে আছে, রেণু ছড়িয়ে গন্ধও বিতরণ ক'রছে, তবে সেগুলি অনন্তের মন্দিরে অরূপের পূজার তরে সাধনতৃপ্ত আত্মনিবেদিত উন্মুখ কোন একটি মালা হ'য়ে গ্রথিত নেই। গভীর মনের দৃঢ় সূত্র দিয়েও গেঁথে গেঁথে সেগুলি মালা হ'য়ে ওঠে না, ঢালা হ'য়ে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে নানা দিকে ছড়িয়ে। প্রকৃতি-আনন্দের তরণী বেয়ে নিখিলপ্রেমরূপম্ তাঁর সমস্ত সত্তা, সমস্ত অবকাশ, বক্ষের সমস্ত স্পন্দনকে আচ্ছন্ন ক'রে রুণুঝুণু নূপুর শিঞ্জনে সচকিত ক'রে অবতীর্ণ হয়নি তাঁর মানসলোকে। তাই তাঁর জীবনে চরম পূজার মালা যেমন রচিত হোলো না অরূপসাধনার পালাও তেমনি রচিত হোলো না। জীবনসাধনায় তাঁর সে মিনতি কই বিনতি কই ? অবনতি কই আরতি কই ? দুর্বার আকাঙ্ক্ষা কই আগ্রহ কই নিগ্রহ কই প্রেমতন্ময়তা কই যার প্রেরণায় গভীর মনে চেতনা জাগবে

"আমার এ ধূপ না জ্বালালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,"

মন ব'ল্বে

"ঐ আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।"

সমস্ত অন্তরাত্মা মিনতি ক'রে ব'ল্বে

"আমায় তুমি স্থান দিও হে সবার নীচে।"

সে 'তন্‌মন্ ব্যাপো প্রেম' কই, সে

'চন্দকো চকোর চাহৈ,
দীপক পতঙ্গ দাহৈ।

জল বিনা মীন জৈসে,
তৈসে প্রীত প্যারী হৈ।"

বলবার মত কাতরতা কই যা পশ্চিমের কবির বুকে নূতন ক'রে বিশ্বজয়ী পূবালী কবির সুরে বাজিয়ে তুলবে—

"সকল গগন বসুন্ধরা
বন্ধুতে মোর আছে ভরা
এই কথাটি দেবে ধরা
আমার গভীর জীবনে"

কিংবা—

"আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে তুমি
আরো আরো—আরো কর দান।"

মনের অন্তস্তলে সে ব্যাকুলতা কই আকুলতা কই, সে অসহ্য মর্মপ্লাবী অব্যক্ত ক্রন্দনধ্বনি কই, সে বেদনামন্থিত আনন্দাশ্রুসিক্ততা কই যাতে অবিশ্রান্ত বর্ষণস্নাত তিমিরাচ্ছন্ন শ্রাবণসন্ধ্যা পরমদয়িতের বিরহ-বেদনায় মুহ্যমান ভারাক্রান্ত হ'য়ে প্রেমিক বৈষ্ণব কবির সুরে বুকের কাছে নূতন ক'রে কাঁদিয়ে তোলে—'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া'। তখন সব শূন্য সব রিক্ত সব অবলুপ্ত, তখন আর কারো তরে নয় কোন-কিছুর তরে নয়, এই "হরি কথাটি ঘিরে ঘিরেই এই সজল বর্ষণ"। তখন কোন্ পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে কোন্ কবির অন্তস্তলে গোপনশায়িতা কোন্ সে প্রোষিতভর্তৃকা বিরহিণী নারীর ম্লান দুটি আঁখিতারা আকাশের সুদূরবর্তিনী রাত্রিশেষ বিবশ কম্পমান দুটি তারকার মত নির্নিমেষে শূন্য পানে চেয়ে থেকে থেকে অশ্রুসজল কণ্ঠে গেয়ে উঠবে—

"তুমি যদি না দেখা দাও কর আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা।"

ওয়ার্ডস্বার্থের যাত্রাপথ মধুর হোলো প্রকৃতির লীলায় লীলায় খেলায় খেলায়—পথে যেতে যেতে কাব্যকুসুমাঞ্জলির উপহার পড়লো তাঁর চরণে, কখনো বা মালা তাঁর গলায়, বিশ্ববোধ জাগলো, রূপময় জাগলো আনন্দ জাগলো—তারপর যাত্রা শেষ। কিন্তু বিশ্বকবির শুধু প্রকৃতি-চরণে কাব্যকুসুমাঞ্জলির উপহার নয় কণ্ঠে মালা নয়—পথে যেতে যেতে শুধু তাঁর বিশ্ববোধ নয় আনন্দরূপ নয়—গান জাগে প্রেম জাগে, যে গান শূন্যে শূন্যে আকাশে আকাশে অণুতে পরমাণুতে চন্দ্রে সূর্যে গ্রহে নক্ষত্রে অলক্ষ্য নীহারিকার জ্যোতিসম্পাতে কোন্ অনাদি অতীতে সৃষ্টির অজাত ভ্রূণস্পন্দনে বিপুল আনন্দ-বেদনার তরঙ্গাভিঘাতে নিঃশব্দ রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্ছে। এই Music of the spheres সৃষ্টির পুলক-বেদনাটিকে বহন ক'রে নিয়ে কবির প্রতিটি রক্ত-কণিকাকে ছন্দময় গীতিময় ক'রে তুলেছে, প্রতিটি স্নায়ুশিরাকে এক-একটি ঝঙ্কারিত মর্মরিত বীণা ক'রে তুলেছে। এই হৃদিরক্ত দিয়ে স্নায়ুশিরা দিয়ে রচা সহস্র সহস্র গানের মালা এক-একটি ক'রে যতবার তিনি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছেন কুসুমিতা এই কিশোরী ধরণীর কণ্ঠে ততবার একটি একটি গিয়ে প'ড়েছে দোলায়িত হ'য়েছে তার পরম দয়িতের বক্ষে—নিখিলপ্রীতমের কণ্ঠে।

১৭

যে পরানুভূতি যে অধ্যাত্মসম্পদ রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে সূর্যসম জ্যোতির্বিভাসিত মহিমা দান ক'রেছে, গাম্ভীর্যপূর্ণ পবিত্রতা শুচিশুভ্রতা দানে মানবের শুধু যৌবনে নয় প্রৌঢ়ত্বে নয়—বার্ধক্যে এমন কি অন্তিমেও শান্তি-সান্ত্বনাপ্রদ শিরোধার্য সম্পদে পরিণত ক'রেছে সেই পরমাত্মার আরতি সেই নিত্য শাশ্বত অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যে বড় একটা মিলে না। পালিকা মাতা উপনিষদের পুত্র রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকেই পরমার্থরসদুগ্ধে প্রতিপালিত। ঋষিবাণীনিঃসৃত পরানুভূতির জাহ্নবীজলে নিত্য তাঁর

শুচিস্নান, সর্বব্যাপী পরমাশক্তির উপলব্ধিতে অভিমন্ত্রিত তাঁর ভাবসত্তার বাণীবন্দনা। ওয়ার্ডস্বার্থের জীবনে ঠিক এমনি একটি পবিত্র শান্ত চিরন্তন অনির্বচনীয়ের আবির্ভাবের বিশেষ গভীর কোন লক্ষণ নেই। তাই যুগে যুগে কম বেশী সকল মানুষের মধ্যে 'এক'-এর সঙ্গে ভূমার সঙ্গে একময়তালাভের যে অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা তাদের চিত্তগুহার নিভৃত কন্দরে কন্দরে সঙ্গোপনে বাস ক'রছে তাদের মুক্তিলাভের কোন বেদনাউদ্রিক্ত অশ্রুসজল পথরেখার ইঙ্গিত বা তাদের মোক্ষকামী চিত্তের বেদনার পরে একটু সান্ত্বনার পরশ ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্য দিতে সক্ষম নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য তাঁর সঙ্গীত বিশ্বের মুমুক্ষু মানবের উর্ধ্বমুখ প্রাণের অকথিত বেদনার পরে অক্ষয় আনন্দের অমৃত-শান্তি-স্পর্শ বুলিয়েছে।

তাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, ওয়ার্ডস্বার্থ নন। বিশ্বকবির মন সম্পূর্ণরূপে dynamic—বেগবান। গতিধর্ম তাঁর রক্তে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়েছে। পরিবর্তনের নূতনত্বে তিনি প্রাণবান, কিন্তু ইংরেজ কবি নন। 'Contradiction is my greatest qualification' একথা যিনি ব'লতে পারেন তাঁর নব নব সৃষ্টির সীমা থাকার কথা নয়। Dynamic মনই এই contradiction-এর কারণ। আবেগানুভূতি তাঁর অননুমেয় তীব্র বেগবান ব'লেই তাঁর এক একটি ভাবধারা অসংবৃত ভাবে নানাক্ষেত্রে নানাভাবে পল্লবিত হ'য়েছে। সেইজন্যই ঘটেছে তাঁর সৃষ্টির বিপুল বিস্তৃতি ও প্রসার। সে ক্ষেত্রে ওয়ার্ডস্বার্থের রচনা এত বিপুল নয় বিস্তৃত নয়—এই পরানুভূতির তীব্রতা এত বেগবান নয় ব'লেই।

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের Mysticism ওয়ার্ডস্বার্থের Mysticism-এর সঙ্গে এক নয়। তীব্র অনুভূতিপ্রবণ ব্যাকুলতাব্যগ্র কবির মন কিশোর দিনগুলিতেই নব প্রেরণার ইঙ্গিতের খবর রেখে গেছে। আনন্দলোকের অলোকলোকের সন্তান কবি—সে লোকাতীতলোকের

কোন কিছু স্পষ্ট ক'রে জানায় আনন্দ কই। স্পষ্ট ক'রে জানায় বৈজ্ঞানিকের আনন্দ, স্পষ্টতার মধ্যে নিরাবরণের মধ্যে কবি শিল্পী রূপদক্ষের আনন্দ কই! কবি তাই স্পষ্টতার আশ্রয় নেননি তাঁর অনুভূতি প্রকাশের জন্যে। প্রকৃতির এই অজস্র লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে কোন্ রূপটি কোন্ কায়াটি তাঁর কাছে স্পষ্ট ক'রে কী বলছে? ঐ যে ফুলের হাসি, পাখীর গান, রক্তসীমন্তিনী সবিতা, শ্বেতসীমন্তিনী চাঁদ, তারকার দীপ্র চাহনি এরা কোন্ কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিচ্ছে? কিছু না—শুধু এইটুকু ইঙ্গিতে জানিয়ে দিচ্ছে—আছে, কিছু আছে—যা আছে তা অজানা অচেনা—অসীম—অপার। যা আছে তা আছে চতুর্দিকে ছড়িয়ে—দিগ্বিদিকে জড়িয়ে। ইসারায় জানিয়ে দিচ্ছে ঐ অলোকলোকের জানালার পর্দার নিচে ঘোমটা-টানা কার যেন কেমন একটি মুখ। এই ইঙ্গিতেই যে চিত্তপ্লাবী আনন্দ সে আনন্দের অভিব্যক্তি ঐ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। স্পষ্টতার প্রখরতার মধ্যে নিঃশব্দ নির্জন অনুভূতি উপলব্ধি খান খান হ'য়ে ভেঙে পড়ে, তাই অস্পষ্টতার আশ্রয়, ছন্দের আশ্রয়, কবিতার আশ্রয়, সুর-রাগিণী-ঝঙ্কারের আশ্রয়। D. H. S. Nicholson এবং A. H. E. Lee তাঁদের 'The Oxford Book of English Mystical Verse'-এর ভূমিকায় ব'লেছেন—

"The most essential part of mysticism cannot, of course, ever pass into expression, inasmuch as it consists in an expression which is in the most literal sense ineffable. The secret of the inmost sanctuary is not in danger of profanation, since none but those who penetrate into that sanctuary can understand it, and those even who penetrate it find, on passing out again, that their lips are sealed by the sheer insufficiency of language as a medium for conveying the sense of their supreme adventure. The speech of everyday had no terms of what they have and known and least

of all can they hope for adequate expression through the phrases and apparatus of logical reasoning. In despair of moulding the stubborn stuff of prose into a form that will even approximate to their need, many of them turn, therefore, to poetry as the medium which will convey least inadequately some hint of their experience. By the rhythm and the glamour of their verse, by its peculiar quality of suggesting infinitely more than it ever says directly, by its elasticity, they struggle, to give what hints they may of the Reality that is eternally underlying all things. And it is precisely through that rhythm and that glamour and the high enchantment of their writing that some rays gleam from the Light which is supernal".

আনন্দপিয়াসী কবি ওয়ার্ডস্বার্থের আনন্দ এবং এই আনন্দের সঙ্গে একটি অধ্যাত্মোপলব্ধি এই হোলো তাঁর Mysticism-এর মূল কথা এবং এই আনন্দাভিব্যক্তির উপায় স্বরূপই কাব্যে তাঁর এই ইঙ্গিতময় ছায়াময় প্রকাশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের Mysticism শুধু আনন্দ আর অধ্যাত্মোপলব্ধি নয়, কবিকে আরও দুর্গমপথের একটি চরম আনন্দকে—তপস্যাচরণের মধ্য থেকে একটি চিরবিকশিত অমৃত-কুসুমকে চয়ন ক'রতে হ'য়েছে—তাই তাঁর Mysticism আরো জটিল বেদনায় আনন্দিত। তাই তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে ধাঁধা লাগে, চক্ষে অন্ধকার মনে হয়, বিস্ময় জাগে, গহন কুজ্ঝটিকার মধ্য থেকে তপস্যা ক'রে আলোকিত পথ খুঁজে বার ক'রতে হয়।

সীমার মাঝে অসীমের অপূর্ণের মাঝে পূর্ণের অভিব্যক্তির সুরে রবীন্দ্রনাথের জীবনবীণা ঝঙ্কৃত। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি পরমাত্মানুভূতির পরমরসে তাঁর জীবন অভিষিক্ত। যিনি অশেষ যিনি অসীম যিনি অনির্বচনীয় তাঁকে শেষ দিয়ে সীমা দিয়ে বচন দিয়ে প্রকাশ ক'রতে হ'লে স্পষ্টতার আশ্রয় নিলে ত চলে না। সোজাসুজি খোলাখুলি ব'লতে

গেলে তা তো পুরোপুরি বলা যায় না। যিনি প্রেমময়, যাঁর সঙ্গে হৃদয়ের লীলা প্রেমের লীলা সে-মধুরের মাধুর্য স্পষ্টতার মধ্যে কতটুকু! প্রিয়া তার আপন দয়িতকে 'তুমি আমার প্রিয়' ব'লে কতটুকু নিবিড়তা ঘনিষ্ঠতা জানাতে পারে যত পারে তার চোখের তারার অস্পষ্ট ভাষা দিয়ে। সেইজন্য রূপকের প্রয়োজন উপমার প্রয়োজন অলঙ্কারের প্রয়োজন, ঠারঠুর আভাস ইঙ্গিত ভাবভঙ্গীর প্রয়োজন। সেইজন্যেই কথায় কুজ্ঝটিকা নামে কুয়াশা জমে, আব্‌ছা আব্‌ছা চোখে কিছু দেখা যায় কিছু বা দেখা যায় না, কিছু বোঝা যায় কিছু বা বোঝা যায় না, মনকে প্রাণকে দূত ক'রে পাঠাতে হয়—পাঠাতে হয় ভক্তিকে চৈতন্যকে। কিন্তু এই দিব্যানুভূতির লোকাতীত উপলব্ধিকে লৌকিক ভাবাবেগের মাধ্যমেই প্রকাশ করতে হয়। তাই বিশ্বকবি তা প্রকাশের জন্যে এমন সমস্ত ভাবরূপ ও ভাষাচিত্রের সমাবেশ ক'রেছেন যা সম্পূর্ণ অভিনব এবং এছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপ রস গন্ধাদি বস্তুগুলি তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে পরস্পর সীমা লঙ্ঘন ক'রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে গেছে তাঁর ভাবাভিব্যক্তির ভাষায়। তাই তাঁর কাব্যে দেখেছি মনের ভিতরের ব্যাকুলতা বাইরের শিশিরে উঠেছে ভিজে, সুরগুলি পেয়েছে চরণ, বেজে উঠেছে আলোর চরণধ্বনি, গোপন চরণ ফেলে কে যেন এসেছে, আকাশ হ'য়ে উঠেছে নিলাজ নীল, শোনা যায় নিঃশব্দ চীৎকার, এম্‌নি আরো কত অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটতে হ'য়েছে কবিকে। এই হ'লো বিশ্বকবির Mysticism-এর গোড়াকার কথা। ওয়ার্ডস্বার্থের অধ্যাত্মানুভূতি এত প্রবল নয়। মাঝে মাঝে চকিতে পলকে তাঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে মাত্র। তিনি বিশ্বসরসীর স্বচ্ছ জলে শ্বেতপদ্মটি ফুটিয়েছেন, কিন্তু সীমার মাঝে অসীমের সুর একটি বিরাট পালা হ'য়ে তাঁর জীবন-মঞ্চে অভিনীত হয় নি। তাই তাঁর Mysticism ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে না।

এ নিয়ে আর-একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি।

এই যে অমৃতলোক—যেখানে নিত্য ধ্রুবসত্য বিরাজিত—তর্ক-বুদ্ধির সোপান দিয়ে বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার পাথর গেঁথে গেঁথে সেখানে পৌঁছানো যায় না। তাকে লাভ করা যায় আত্মার মর্ম-কোষ উন্মীলিত ক'রে—আনন্দঘন হৃদয়ের পরম মুগ্ধতা দিয়ে। স্থূল বিচারবুদ্ধির তাড়নায় তা দূরে যায় সরে, তর্কের ধূলিজালে তার স্বর্ণদ্বারে পড়ে আবরণ। ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় বহির্বিশ্বের কতকগুলি নিয়ম ও প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, প্রকৃতির স্থূল বস্তুপুঞ্জের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তার চরম মূল্য, কিন্তু পরমলোকের শাশ্বত আনন্দধামের খবর এনে দিতে পারে না সে আমাদের কাছে। সেখানে চাই প্রত্যয়—বিশ্বাস, চাই অসীম অনুভূতিশীল ধ্যানমৌন গভীর চৈতন্য—যাকে কাণ্ট ব'লেছেন 'Pure reason'—যা সকল বিরোধের সকল বিরূপতার অবসান ঘটিয়ে আমাদের শাশ্বত প্রকাশপারাবারের মাঝে নিত্য ফুটন্ত শ্বেত শতদলটির গন্ধরেণুর বিভোরতার মধ্যে উপনীত ক'রে দেয়। কবি ব'ল্‌ছেন—

"বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি,
অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে
নাহি তার কোন নাশ।"

এই প্রত্যয়ই ত অলোকলোকের পানে নির্ভুল তরণী। এই প্রত্যয়ই ত জীবনযুদ্ধে অসীমলোক থেকে শান্তি সান্ত্বনার বাণী বহন ক'রে আনে। ওয়ার্ডস্বার্থও ব'লেছেন—

"In all trials sure to find
Comfort for a faithful mind"

কিংবা—

"We will grieve not rather find
Strength.........
In the faith that looks through death."

ব্যবচ্ছেদ-বুদ্ধি বিরোধের সৃষ্টি করে, হৃদয় বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সামঞ্জস্য বিধান করে। বিশ্লেষবুদ্ধি বহুত্বের মধ্যে প্রভেদ সৃজন করে, অন্তরকেন্দ্র আপনার মধ্যে একের দিকে সব-কিছুকে কেন্দ্রীভূত করে। তর্কবুদ্ধি বলে, "তুমি আমি পৃথক, মানুষ আর পশু এক নয়, শীতলতা আর উত্তাপ স্বতন্ত্র শক্তি" কিন্তু আত্মা বলে, "কই আমি তো কোন পার্থক্য দেখি না। তুমি আমি কি সত্যই পৃথক? উত্তাপের স্বাভাবিক পরিণতিই তো শীতলতা, জীবনের চরম পরিণামই তো মৃত্যু"।

বুদ্ধি-বিচারের দৃষ্টির সঙ্গে অধ্যাত্মদৃষ্টির তুলনা প্রসঙ্গে কবি ব'লেছেন—"কেবল বিচার বুদ্ধি দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া যায়—ধর্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরও অনেকদূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না"। আত্মদর্শনই হোলো পরম-দর্শন পরমদর্শনই হোলো আত্মদর্শন। এই-দর্শন ইন্দ্রিয় দিয়ে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে হয় না। পরমসত্তার উপলব্ধি অন্তরসত্তা দিয়েই হয়। 'আত্মার দৃষ্টি' নামক প্রবন্ধে কবি ব'লেছেন—"আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। তাই দেখিনে বলে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই বলে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী

করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখিনে—ইন্দ্রিয় দিয়ে যুক্তি দিয়ে স্বার্থ দিয়ে সংসার দিয়ে সংস্কার দিয়ে দেখি…… সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়—সেইখানেই দরজা রুদ্ধ—তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারিনে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না।" ঈশ্বর আছেন কিনা মনের মধ্যে এ সংশয়ের দোলা ভালো, কিন্তু প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে আবৃত হয়ে থাকা ভালো নয়। এই সংশয় কেটে গিয়ে যখন জানা যায় যে তিনি আছেন তখন তাঁকে পাবার জন্য তো বটেই, এমন কি এই সংশয়টাই যখন আসে তখনও আর তর্ক-বুদ্ধি নিয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। কবি ব'লেছেন—"যেদিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হ'য়ে ওঠে, সেদিন আমরা এক মুহূর্তে ই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই—সেদিন আমাদের প্রার্থনা এই হয় যে, 'প্রেম আলোকে প্রকাশো জগপতি হে'।" জগৎ ব্রহ্ম সৃষ্টি স্রষ্টা জীবাত্মা পরমাত্মা দ্বৈত অদ্বৈত এক এবং বহু তর্কের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দী বিরোধী যুধ্যমান কিন্তু হৃদয়ের ক্ষেত্রে প্রেমের ক্ষেত্রে নির্বিরোধ একীভূত একাকার। কবির কথায়—"তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী; হাঁ যেমন না-কে কাটে, না যেমন হাঁ-কে কাটে তারা তেমনি বিরোধী, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে, প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই এক হওয়াও চাই।"

বিশ্বকবির মত ওয়ার্ডস্বার্থেরও ঠিক এমনি মরমী দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বজগৎকে দেখার, ঠিক এমনি mystical way তাঁর কাব্যসম্পদকে অনন্তবিসারী সৌন্দর্য দান ক'রেছে। বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষায় তাঁরও মন ভরে না, মন ভরে একাত্মক দর্শনে, মন ভরে তারি উপলব্ধিতে যাকে তিনি বলেন 'creative energy'—যা বিশ্বে পরিদৃশ্যমান সব-কিছুর মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্য উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট। বুদ্ধির কাজ

সংজ্ঞা নির্ণয়ের কাজ বিভেদ দর্শনের কাজ। এ একক স্বাধীন বস্তুপুঞ্জের জনতার ভিড়ে ইন্দ্রিয়ের সাড়ম্বর রাজসিংহাসন কায়েম করে এবং মনের অখণ্ড মৌলিক ক্ষমতার ওজন ও ক্রমনির্ণয় ক'রে শ্রেণীগত বৈষম্য আবিষ্কার করে। কিন্তু ক'রে কী লাভ—ওয়ার্ডস্বার্থও বলেন—

"If each most obvious and particular thought,
Not in a mystical and idle sense,
But in the words of Reason deeply weighed,
Hath no beginning."

মানুষ যা ভেঙে খণ্ড খণ্ড ক'রেছে তাকে পুনর্মিলিত করার জন্যে একীভূত করার জন্যে তাঁর সমস্ত মননশক্তি ব্যয়িত হ'য়েছে। চুলচেরা বিচারশক্তিসম্পন্ন মানববুদ্ধি তার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিপাত আর যুক্তিচালিত ক্রিয়াকলাপ দিয়ে বেড়া দিয়ে সীমা দিয়ে যা-কিছু ঘিরে রেখেছে কেটে চিরে ভেঙে আলাদা ক'রেছে তাকে একটি পবিত্র শুদ্ধ চৈতন্য আর গভীর আবেগানুভূতি দিয়ে মিলিত মিশ্রিত একাকার-করার কাজে তাঁর মনের সমস্ত গতি নিঃশেষিত হ'য়েছে। তাই ত তিনি বলেন তাঁর সমস্ত চিন্তা "steeped in feeling"। এই "feeling" এই "holy passion-ই" আমাদের বিশ্বকবির "অন্তরের অন্তঃস্থল" "চৈতন্য"। এই "holy passion"-ই ইংরেজ কবির সম্মুখে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ মধুর সত্তারূপে প্রতিভাত ক'রেছে। মানব বুদ্ধিকে ক'রেছে দায়ী, কেননা সেই-ই তার যুক্তিজালে প্রকৃতির মাধুর্যে লেপন ক'রেছে কালী, অখণ্ডতাকে ক'রেছে খণ্ডখণ্ড, আনন্দময়ের আবির্ভাবকে ক'রেছে সংশয়ক্লিন্ন। তিনি ব'লেছেন—"Peace settles where the intellect is meek." ব'লেছেন—

"Sweet is the love which Nature brings ;
Our meddling intellect
Mis-shapes the beauteous forms of things :—
We murder to dissect."

সেইজন্য ওয়ার্ডস্বার্থের মতে বিজ্ঞান আমাদের কাছে চরম গৌরবের বা অহঙ্কারের কিছু নয়। পরম সে কী দিতে পারে আমাদের? খণ্ড ও অংশের কাজে সে নিপুণ, ঐক্যের কাজে সে কাঁচা কারিগর।

"Science appears but what in truth she is,
Not as our glory and our absolute boast,
But as a succedaneum, and a prop
To our infirmity. No officious slave
Art thou of that false secondary power
By which we multiply distinctions, then
Deem that our puny boundaries are things
That we perceive, and not that we have made."

রবীন্দ্রনাথও ব'লেছেন—"এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে—নক্ষত্রগুলি এক একটি সূর্যমণ্ডল, এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই এতবড়ো জগতের সামনে আমাদের এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কী হবে?"

খণ্ডের মধ্যে বিজ্ঞানের যত কর্মপ্রচেষ্টা, ঐক্যের কাজে নয়। তাই কবি ব'লেছেন—"কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণু পরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল?" সব-কিছুকে এই বৈজ্ঞানিক খণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দেখার দ্বারাই আমরা পরম সত্য থেকে বিচ্যুত হই—"বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিষকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক খণ্ড পদার্থ প্রত্যেক খণ্ড ঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি—তাহার চরম সত্য আমাদের অগোচরে থাকে"।

বিজ্ঞানের যে শক্তি এ শক্তি আমাদের চরম শক্তি নয়। ওয়ার্ডস্বার্থ-এর মত রবীন্দ্রনাথের কাছেও এ একটি 'false secondary power', অশক্তকে কোনরকমে শক্তি দেয় অসহায়কে সাহায্য দান করে। মানুষ সেটাকেই শক্তি মনে করে; "যার সাহায্যে কেবলই কর্ম করা যায়, কেবলই শক্তি, কেবলই উন্নতি লাভ করা যায় সেটাকেই তাঁরা চরম ব'লে জানেন। এই জন্যে বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তাঁরা চরম সত্য বলে জ্ঞান করেন।" কিন্তু চরম বা পরম সত্য যিনি তিনি শক্তির ক্ষেত্রে কোথায়? ঐ বৈজ্ঞানিক শক্তি দিয়ে কি তাঁর কাছে পৌঁছানো যাবে? তাঁর "সমান না হতে পারলে তাঁকে উপলব্ধি করব কী করে? আমরা যতই রেলগাড়ী চালাই আর টেলিগ্রাফের তার বসাই শক্তি ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বর হতে অনন্ত দূরে থেকে যাই। যদি স্পর্ধা করে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করি তা হলে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লঙ্ঘন করে ব্যাসকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের মত বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" অতএব পরমসত্যকে—"ঈশ্বরকে বাইরে অর্থাৎ তাঁর শক্তির ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় আমরা লাভ করতে পারিনে। সেখানে যে বালুকণাটির অন্তরালে তিনি রয়েছেন সেই বালুকণাটিকে নিঃশেষে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো যান্ত্রিকের নেই। অতএব শক্তির ক্ষেত্রে যে লোক ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যায় সে অর্জুনের মতো ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাণ মারে—সে বাণ তাঁকে স্পর্শ করে না—সেখানে না হেরে উপায় নেই।" তাই ওয়ার্ডস্বার্থের মত বিশ্বকবির কাছেও—

> "Science appears but what in truth she is,
> Not as our glory and our absolute boast,
> But as a succedaneum, and a prop
> To our infirmity."

এবং এই মিথ্যা শক্তি মিথ্যা গৌরব মিথ্যা দর্প প্রকাশের অশুভ পরিণামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে কবি ব'লেছেন—"আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক রুক্ষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সত্যোপলব্ধিতে এই বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষার প্রতি অনাস্থা অপরপক্ষে প্রত্যয় বিশ্বাস এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে চৈতন্যোন্মেষের মধ্য দিয়ে পরমসত্যের দর্শনলাভই mysticism-এর মূল কথা। পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়বিশ্বাসী কোন যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের বহিরঙ্গবিশ্বের মন্থর ভ্রমপ্রমাদদুষ্ট অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান নয়, বিশ্বাসে জীবন্ত অন্তরঙ্গ-বিশ্বের আকস্মিক তীব্র অন্তর্ভেদী অনিবার্য অভিজ্ঞান। যাঁরা ধ্যানী অন্তর্লীন অনুভূতিতে তন্ময়তা যাঁদের আছে তাঁদের অন্তরে অদ্ভুত অনুভূতি চমক দিয়ে ওঠে—তাঁদের কাছে সাধারণ দৈনন্দিন বস্তুপুঞ্জ অসত্য সুতরাং মানসসম্বন্ধহারা। সে অনুভূতির কাছে বহির্বিশ্বের পদার্থময়তা বিলীন হ'য়ে যায় এবং আত্মা একান্ত নির্জনে তার আপন অথৈ গভীরতা থেকে সৃষ্টি করে কাল্পনিক ভাবছায়ারূপের উন্মাদ-নৃত্য যা দ্বিধাহীন চিত্তে প্রতিভাত হয় সত্য এবং জীবন্ত ব'লে। এমনি ক'রে আসে আলোকোজ্জ্বল মুহূর্ত যার প্রথম এবং প্রত্যক্ষ ফল হোলো একটি অভিজ্ঞান-পথের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস যে অভিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে revelation অথবা insight অথবা intuition যা ইন্দ্রিয় যুক্তি এবং বিশ্লেষণপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রকাশমান বিশ্বের পশ্চাতে একটি পরমসত্য বা reality-র ধারণা—যা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—এই বিশ্বাসের

সঙ্গে যুক্ত। এই সত্য মনের সশ্রদ্ধ বিস্ময়কে আকর্ষণ করে যে বিস্ময় দেখতে গেলে পূজারতির আবেগময়তায় অভিষিক্ত, যা সর্বকালে সর্বস্থানে ধ্যানরত মানবের গভীর মর্মকেন্দ্রে অনুভূত। ইন্দ্রিয়গুণ্ঠনে ঈষদাবৃত এই সত্য ধ্যানী মানসনেত্রে মানবের মূর্খতা ও ক্লেদক্লিন্নতা ভেদ ক'রেও আপন গৌরবে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠবার জন্যে অপেক্ষমাণ। কবি রূপদক্ষ প্রেমিক এই গৌরবকেই খুঁজে ফিরেন। যে সৌন্দর্যের পিছনে তাঁরা ধাবমান তা হোলো এই জ্যোতির প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু mystic যাঁরা তাঁরা পরমদর্শনের পরিপূর্ণ আলোকে বাস করেন। অপরে যা ভাসা ভাসা খুঁজে বেড়ায় তাঁরা তা এমন একটি জ্ঞানে জানেন যা ব্যতীত আর সমস্ত জ্ঞানই অজ্ঞানতা।

অতীন্দ্রিয়বাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঐক্যে বিশ্বাস এবং সর্বদা বিরোধ ব্যবচ্ছেদে অস্বীকৃতি। Heraclitus ব'লেছেন "good and ill are one" এবং "the way up and the way down is one and the same"। আরো বিপরীত উক্তি—"We step and do not step into the same rivers; we are and are not." Parmenides-এর উক্তি—পরমসত্য বা reality এক এবং অদৃশ্য—ঐ একই ঐক্যবোধের অনুভূতি থেকে উদ্ভূত। Plato-র মধ্যে এই আবেগের প্রাধান্যকে সংযত ক'রেছে তাঁর Theory of Ideas, কিন্তু পুনরাবির্ভাব ঘটেছে Primacy of the Good-এর মতবাদে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য Reality of Time-এর অস্বীকৃতি এবং এটি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে অবিশ্বাসের ফল। সমস্তই যদি এক হয় তাহ'লে অতীত এবং ভবিষ্যতের পার্থক্য নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক। Parmenides-এর মধ্যে এর প্রাধান্য দেখতে পাই এবং আধুনিকদের মধ্যে দেখা যায় Spinoza এবং Hegel-এর মধ্যে।

শেষ বৈশিষ্ট্যে এই বিশ্বাস বর্তমান দেখি যে সমস্ত মন্দ সমস্ত কদর্য শুধু আপাতদৃষ্টিতে মন্দ আপাতদৃষ্টিতে কদর্য। এ একটি ভেদসৃষ্টিকারী এবং বিশ্লেষকারী বুদ্ধির বাধা থেকে উৎপন্ন একটি ভ্রমমাত্র।

তাই ব'লে অতীন্দ্রিয়বাদ বলে না যে, নিষ্ঠুরতা বর্বরতা ইত্যাদির মত বস্তুগুলি উত্তম, বরং বলে যে এ-গুলি সত্য নয়। এ-গুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন নিম্নতর পৃথিবীর বস্তু যার থেকে আমাদের পরমদর্শনের জ্যোতির্লোকে মুক্তি পেতে হবে। বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয়বাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রোধ ঘৃণা এবং প্রতিবাদের প্রশ্রয় নেই, আছে বিপরীত-ধর্মী ভাল ও মন্দের বিভেদে অবিশ্বাস, আছে আনন্দের স্বীকৃতি। আছে ঐক্যের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত শান্তির অনুভূতি।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে Mysticism নেই একথা কেউ কেউ ব'লেছেন। ব'লেছেন তাঁর মানসভঙ্গী আদৌ Mysticism-এর অনুকূল নয়। তার প্রধান কারণ ইন্দ্রিয়সম্পর্ক-বিবর্জিত কবি তিনি নন। Mystic-দের মধ্যে যে আছে একটা "strange feeling of unreality in common objects, the loss of contact with daily things, in which the solidity of the outer world is lost" (Bertrand Russel) তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মেলে না। কিংবা এই যে পরিদৃশ্যমান বস্তুবিশ্বের সঙ্গে Mysticism-এর সম্বন্ধহীনতা—"its aims are wholly transcendental and spiritual. It is in no way concerned with adding to, exploring, rearranging, or improving anything in the visible universe. The mystic brushes aside that universe, even in its supernormal manifestations" (Evelyn Underhill),—এ-ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মেলে না। বরং এদিক দিয়ে তাঁর মানসভঙ্গী বিপরীতধর্মী। তিনি এই সুন্দর ভুবনকে তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে মুছে দিতে রাজী নন, বলেন,—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে, ধরায় প্রাণের খেলা যেখানে

চিরতরঙ্গিত, মানবের বিরহমিলন হাসি-অশ্রুময় জীবন্ত হৃদয় যেখানে স্পন্দিত তারি মাঝে স্থান লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হ'য়ে বলেন,—

"তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই।"

এই ইন্দ্রিয়ানুরক্তির তাগিদেই ছুটি বাহুলতা কণ্ঠে বিজড়িত ক'রে প্রিয়াকে ব'লতে হয় "যেয়ো না, যেয়ো না", "ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না ছুটি বাহুর বন্ধন"। কর্মপ্রচেষ্টা হ'তে দূরে কেবল ভাবকল্পনার হস্তিদন্তসৌধে নৈষ্কর্ম্যের কোলে বসে শুধু বীণা বাজিয়ে বেলা কাটাবার জীবনসাধনা কবির নয়। তাই তিনি ব'লেছেন—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে।"

সংসার-সীমা ছাড়িয়ে কলকোলাহল থেকে দূরে ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ ক'রে যে মুক্তিসাধনা সে ত escapism। সে-সাধনায় কবির জীবনে কোন সফলতা নেই। তাই তাঁকে ব'লতে হ'য়েছে—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ"

এবং ব'লেছেন—

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।"

সুখদুঃখ-বিজড়িত বিশ্বসংসারের আঘাত-সংঘাত মাঝে কবি এসে দাঁড়ান, অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি খুলে ফেলেন দূরে, জীবনযুদ্ধে বিশ্বপিতা রণগুরুকে ডেকে তিনি বলেন—

"কর মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষত চিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন ॥"

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ধূলিমাটির পৃথিবীতে সুখদুঃখের সংসারে নেমে কর্মক্ষেত্রে প্রাণদানের আকাঙ্ক্ষায় কবির সংসারানুরক্তির তথা ইন্দ্রিয়ানুরক্তির চরম প্রকাশ হ'য়েছে।

এই পদার্থময় পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের প্রতি সবেগ আকর্ষণ, বিশ্ব-সংসারে প্রবল ইন্দ্রিয়ানুরক্তি, বাস্তবজীবনযুদ্ধে আঘাত-সংঘাতে বিপদে-আপদে দুঃখে-দৈন্যে অত্যাচারে-অনাচারে মুক্তিযোদ্ধারূপে অবতরণ, বস্তুময় প্রকৃতিজগতের প্রতি সচেতনতা তাঁকে mystic মনোভাব থেকে বহুদূরে নিয়ে ফেলেছে, এই কথাই কোন কোন সমালোচকের বক্তব্য।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে এ-কথা আপাতদৃষ্টিতে খণ্ডদর্শনে যেমন সত্য গভীর বিচারে পরিপূর্ণ অখণ্ড দর্শনে তেমনি অহেতুক। মনে রাখতে হবে কবির জীবনদর্শনই হোলো এই। তাঁর জীবন-সাধনাই হোলো জীবনযুদ্ধের ভিতর দিয়ে পরমানন্দ পরমশান্তি পরমসত্যের সাধনা, বহুর ভিতর দিয়ে পরম একের সাধনা, সীমার মধ্যে অসীমের সাধনা, সান্তর মধ্যে অনন্তের সাধনা, রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা। যে পথেই তিনি যাত্রা করুন চরম লক্ষ্য তাঁর সেই একের দিকে। কেবল পথ তাঁর একটু স্বতন্ত্র—সে-পথ ইন্দ্রিয়ের পথ বিশ্বরূপের পথ দুঃখের পথ আঘাতের পথ কর্মক্ষেত্রের পথ, যে-পথকে mystic-রা 'এক'-এর সাধনার বাধা ব'লে বর্জন ক'রেছেন। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই মনে এ কী অপরূপের অনুভূতি জাগছে—

"দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার ॥
একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্ত দীপজ্বালা—
দিবা আর রজনীর চিরনাট্যশালা।
একি শ্যাম বসুন্ধরা—সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরু-পল্লবে কোমল,

অরণ্যে আঁধার। একি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয় যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ

* * *

ওগো বিশ্বভূপ
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ।"

এই বিশ্বভূপেরই আনন্দ তো এই দৃশ্যমান প্রকৃতির মধ্যে—

"যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥"

ইন্দ্রিয়কে নিগৃহীত ক'রে যারা পরম লাভের চেষ্টায় থাকে কবি তাদের দলে নেই। ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত রেখেই ত পরমদর্শন মেলে। তিনি ব'লছেন—"চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এত বড় লোকটি তুমি কে? আমি বলছি এই চোখ দিয়েই এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা। তাই যদি না থাকৃত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এত বড়ো এই গ্রহতারা-চন্দ্রসূর্য-খচিত প্রাণে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে"। আবার ব'লছেন—"এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্বগানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারিনে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয়, চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানা রকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।"

অথর্ব বেদের বাণী 'একং সদ্‌বিপ্রাবহুধা বদন্তি'। বহুর মাঝখানে 'এক'-এর লীলা চ'লেছে। 'এক'-ই বহুরূপে আবির্ভূত হ'লেন। এই যা-কিছু দেখছি সবই তাঁর আনন্দরূপ। উপনিষদ ব'লেছেন 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি'। অরূপই ত রূপের নিকেতন।

তাঁর থেকে "গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ—কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা... সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে।" "আজ যা দেখছি, এই যে চারিদিকে আমার যে-কেউ আছে যা-কিছু আছে এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারিনে—কিন্তু এটুকু জানি আমাদের চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয়নি। এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দরূপ সে-দেখা এখনও আমাদের দেখা হয়নি—মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ সে দেখার এখনো অনেক বাকি।" সে দেখা যখন ঘটবে "তখনই সর্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে—তখন ওষধি বনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করে বলতে পারব—

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"

এই বিশ্বরূপকে এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে দেখতেই ত কখন এক সময়ে মর্মচক্ষু খুলে যায়, স্থূল জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে দেখতে কখন চৈতন্যদৃষ্টি খোলে, ইন্দ্রিয়দর্শনের মধ্য দিয়ে কখন আসে অতীন্দ্রিয় দর্শন। তাই কবি বলেন—

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।"

তখন সৃষ্টি সৃষ্টিকার এক হ'য়ে যায়, রচনা রচয়িতার বিভেদ যায় ঘুচে, রূপ অরূপের পার্থক্য যায় বিলীন হ'য়ে, বিশ্ব বিশ্বকার একাকার হ'য়ে যায়। কবি বলেন—

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

শংকর বস্তুবিশ্বকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দিলেও উপনিষদ তা স্বীকার করেননি। মায়ার অর্থ সেখানে প্রকৃতি এবং মায়ী হ'ল মহেশ্বর। এই মায়াতেই মায়ীর অধিষ্ঠান, প্রকৃতিতেই মহেশ্বর ব্যাপ্ত—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরম্
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সর্বশক্তিমান সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম আংশিক রূপে জীবাত্মায় ও জগতে বিরাজিত, তাই জগৎ ও জীবাত্মা ব্রহ্ম থেকে পৃথক অথচ পৃথক নয়। বৈষ্ণবীয় ভাবধারা এর থেকে ভিন্ন নয়। উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি দিকই কীর্তিত আছে—সগুণ এবং নির্গুণ। একদিকে আছে 'এতদ্ বৈ সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম', আর দিকে ব্রহ্ম 'সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ'। একদিকে তিনি 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' অন্যদিকে তিনি 'রসো বৈ সঃ', 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা'। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এই সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মবর্ণিত অংশের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তাঁর মনে mysticism-এর প্রতিকুল আবহাওয়া বর্তমান এ কথা যাঁরা বলেন তাঁদের বলার কারণ তাঁর এই সগুণ ব্রহ্মোপাসনা।

কিন্তু এই বলা যে যথার্থ নয় একথা আগেই বলা হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কোন গণ্ডীবদ্ধস্থানে সীমাবদ্ধ নেই। দেবালয়ের সঙ্কীর্ণতায় তাঁর অধিষ্ঠান নয়। তিনি সর্বত্রই বিরাজিত। বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রে, তুচ্ছ থেকে মহতে, অণুতে পরমাণুতে, জড়-অজড়ে সর্বত্রই তাঁর অধিষ্ঠান। দৈন্যের মাঝে রিক্ততার মাঝে সাধারণের মাঝে তিনি জাগ্রত, বিপুল কর্মস্রোতের মাঝখানে তিনি সদাব্যগ্রচঞ্চল—

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—"

মুক্তির জন্য ঈশ্বরের জন্য কোন্ কর্মহীন সংসারহীন দূরান্ত কোণে যাত্রা ক'রতে হবে? বন্ধনহীনতায় মুক্তি কী আছে?

"আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে"।

সুতরাং কর্মের বিশাল প্রবাহে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়তে হবে,

"কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।"

এ সাধনা এ উপাসনা সত্যই কি অতীন্দ্রিয়বাদের বিরোধী?

অতীন্দ্রিয়বাদের আলোচনা ক'রতে গিয়ে একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে যে, পরিদৃশ্যমান বস্তুবিশ্বের দিকে দৃষ্টি না দেওয়াই mystic-এর বৈশিষ্ট্য বটে কিন্তু বহুর প্রতি অবহেলা তিনি করেন না। এই অবহেলার অপবাদ যাঁরা দেন তাঁরা তাঁর বৈরী। Evelyn Underhill বলেছেন, এই বস্তুবিশ্বের মধ্যে অনুসন্ধান তার পুনর্গঠন ও উৎকর্ষ সাধনের কাজ তাঁর নয়। তিনি "brushes aside that universe......though he does not, as his enemies declare, neglect his duty to the many, his heart is always set upon the changeless one." এই যে 'many'—'বহু', এ কী? এ তো এই বিশ্ব ভুবনেরই বহু—একেরই বহুরূপ, প্রকৃতিরূপী বহু। মানুষে জীবজন্তুতে কীটপতঙ্গে গাছপালা নদী সমুদ্রে অরণ্যে পর্বতে ফুলে ফলে বহু, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম ওষধি বনস্পতিতে বহু। অতীন্দ্রিয়-বাদীর সেখানে কর্তব্যে অবহেলা নেই। অপরিবর্তনীয় 'এক'-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি যেমন বলেন—ওঁ, বহুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তেম্নি বলেন —ওঁ। Unitive life বা জীব-ব্রহ্মের একাত্মতা বা অভিন্নতা বর্ণনা ক'রতে গিয়ে Vaughan তাঁর 'Hours with the Mystic' নামক গ্রন্থে ব'লেছেন—"It is absolute knowledge founded on the identity of the mind knowing with the object known." এখানেও আমরা একই কথার প্রতিধ্বনি পাই। রবীন্দ্রনাথকে আমরা এইখানে খুঁজে পেয়েছি।

পাশ্চাত্য দর্শনে Plato-র মধ্যে আমরা প্রথম বহুরূপের উপলব্ধি খুঁজে পাই। অনাদি অনন্ত অবিকৃত চিরন্তন ভাবসত্তার (idea) ভ্রূণ থেকে এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান রূপজগতের রচনা। কেমন ক'রে বলা যাবে এ অসত্য—মায়া। তাছাড়া এই মর্ত্যসৌন্দর্যের তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গিত হ'য়েই তো শান্ত অমর্ত্যসৌন্দর্যের অনন্ত সমুদ্রে তরণী পৌঁছবে আমাদের। এই ভাবরূপ এক থেকে বহুতে রূপায়িত, এই বহুরূপ মনের মধ্যে সুসংযত সংহত সৌন্দর্য-স্বর্গের দ্বার উন্মোচন ক'রে আবার ভাররূপে ফিরে আসে একে। এই হোলো তাঁর 'symposium'-এর 'Beauty absolute'.

Plotinus সোজাসুজি উপলব্ধি ক'রেছিলেন, এই যে জীবমণ্ডল—সর্বভূত—ঈশ্বর তো তার বাইরে নয়, তাদের অন্তরাত্মায় বিরাজিত। সর্বভূত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বিশেষ কোন গণ্ডীতে তিনি আবদ্ধ হ'য়ে নেই। Overmind, Mind এবং Soul এই ত্রিবিধরূপে 'এক' নিজেকে প্রকাশ ক'রছেন। আত্মা এই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেকার দূত। সসীম সৃষ্টি-সীমার মধ্যে বিরাজিত থেকেও যে সসীম নয়, রূপলোকের উর্ধ্বে সে লোকাতীত অব্যয় অক্ষয় অসীম। আত্মার এই লোকাতীত তুরীয়সত্তার উপলব্ধি এবং বস্তুবিশ্বনিরপেক্ষ চিত্তের overmind বা চিন্ময়সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত আকর্ষণই হোলো illuminative life, তারপরে unitive life—জীবাত্মা পরমাত্মার একময়তা।

Neo-platonist-রা বলেন ব্যষ্টিরূপ সমগ্র এক-রূপেরই একটি প্রকাশমাত্র এবং এক হ'তেই উদ্ভূত। যত সে এক হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'তে থাকে ততই সে অপূর্ণ হ'তে থাকে—ভেদসৃষ্টি হ'তে থাকে। কিন্তু ঐশীশক্তির গুণ একেবারে লোপ পায় না, ক্ষীণ হ'য়েও তার মধ্যে বর্তমান থাকে। তাই তারি কোলে ফিরে যাবার একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা বাস ক'রতে থাকে সেই সুদূরাপসৃত ব্যষ্টিরূপের মধ্যে। ব্যষ্টি ও ঐশীশক্তির অভেদদর্শনই তাঁদের জীবনসাধনা।

পারসীক সুফীদর্শনও তাই। তাদের কাছে ঈশ্বরই চরম এবং পরম সত্য। এই যে বিপুল বিশ্বজগৎ, এই যে দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে উর্ধ্বে অধঃতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে অনন্ত মাধুর্য অনন্ত সৌন্দর্যলহরী তার একমাত্র কারণ তিনিই। তিনিই পরম মঙ্গলময়। তাঁরি জ্যোতিতে বিভাসিত বিশ্বের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ। তাঁকে পাওয়া যায় বুদ্ধি দিয়ে নয় প্রেম দিয়ে। এই প্রেমাঞ্জন যাঁর নয়নে লাগে তাঁর কাছে এই বস্তুবিশ্বলোক অপূর্ব প্রেমালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে এবং বিশ্বলোক ছাড়িয়ে তাঁর চিত্ত এক বিশ্বনিরপেক্ষ তুরীয়সত্তায় পৌঁছয়। তখন প্রেমিক ও প্রেমময়ের সমস্ত পার্থক্য যায় ঘুচে, মিলনের এক অনির্বচনীয় আনন্দ জেগে থাকে সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে।

সিন্ধুর mystic সাধকগণের কাছে সমগ্র বিশ্বভুবন ছিল পবিত্র সৌন্দর্যের অভিপ্রকাশ এবং সে-সৌন্দর্য ছিল ইন্দ্রিয়স্পর্শের বহু উর্ধ্বে সঞ্চরমাণ। সেই সৌন্দর্যোপলব্ধিই প্রেমোপলব্ধি। এই সৌন্দর্য এই প্রেম কামনাস্পর্শ বিবর্জিত। পরম প্রিয়ের অভিপ্রকাশ এই বিশ্বজগতের সৌন্দর্যের মধ্যেই, এই সৌন্দর্যের মধ্যেই প্রকাশিত রয়েছে তাঁর প্রেম। গভীর চৈতন্যের পবিত্র ধ্যানে মূর্ত হ'য়ে ওঠেন এই প্রেমময়, ইন্দ্রিয়ের কামনাকলুষিত আগ্রহাতিশয্যে নয়। অপূর্ব লীলা এই প্রেমময়ের, দুর্বোধ্য তাঁর এই প্রেমের স্বরূপ। তাঁরা বলেন, যখন আকুল হ'য়ে ছুটে গিয়েছি তাঁর কাছে তখন বন্ধ দেখেছি ঘরের কপাট, আবার কখন দেখেছি আমারই ঘরের কাছে রবাহূত তিনি র'য়েছেন কোল পেতে ব'সে; বরণ ক'রে আনতে গিয়ে বিফল হ'য়েছি আবার কখন নিজে সেধে এসে বরণ ক'রে নিয়ে যান।

এমনি ক'রে mystic কবিরা কেউ অনুভব ক'রেছেন পরম সত্য—ঈশ্বর—বহু দূরের বস্তু, সুদূরের ধন, বিশ্বজগৎসীমার ও স্পর্শের বহু উর্ধ্বে একটি তুরীয় সত্তা, ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম তপস্যার পথে মেলে তার সন্ধান। কেউ উপলব্ধি ক'রেছেন, কোথায় তিনি দূরে বাহিরে? এইতো তিনি একান্ত কাছে বুকের ভিতরে অন্তরের অন্তস্তলে। তিনি

যে পরম প্রিয়—প্রিয়তম। প্রেমবিরহের মধ্য দিয়ে সে যে আপনার চেয়েও আপন। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে দেখা যায় লৌকিক প্রেমের মধ্য দিয়েই এই অলৌকিক প্রেমের সাধনা। খৃষ্টীয় mystic কবিদের মধ্যেও তাই। আবার কেউ কেউ মেনে নিয়েছেন উপনিষদের সেই ধ্যানমন্ত্র—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

জগতই তিনি, তিনিই জগৎ। বিশ্বে যা-কিছু প্রকাশমান সবই পরমাত্মার অভিপ্রকাশ। জীবলোক জড়লোক ক্ষুদ্র বৃহৎ বিশ্বভুবনের প্রতিটি প্রকাশ সেই পরম সত্তায় পরিপূর্ণ। উপনিষদের এই ধ্বনি জাগছে Carlyle-এর মধ্যে—"Rightly viewed, no meanest object is insigni-ficant : all objects are as windows through which the philosophic eye looks into infinitude itself···Matter exists spiritually to represent some idea and body it forth."

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই তিন প্রকার উপলব্ধিই তাঁর কাব্যে সাহিত্যে বিচিত্র মিলনে বাঁধা পড়েছে। যেমন তিনি বাহিরে দূরে তাঁর পরমধনকে খুঁজে ফেরেন,

'কোন সাগরের পার হতে আসে কোন সুদূরের ধন,'

তাতে তাঁর—

'ভেসে যেতে চায় মন,'

এইজন্য তিনি তরী নিয়ে বারে বারে নিরুদ্দেশে পাড়ি দিতে চান, বলেন—

'আমরা তীর্থগামী কোথায় যেতেছি কোন দেশে সে কোন দেশে'

এবং বলেন—

"কুলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,"

এবং সেই জন্যই 'পথ চাওয়া'তেই তাঁর আনন্দ এবং তিনি জানেন 'পথ আমারে পথ দেখাবে' এবং তাই তিনি 'পান্থ'কে 'পান্থজনের সখা'কে ডেকে বলেন—

'পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া',

এবং সেই জন্যই তিনি পথের সাথিকে বারংবার নমস্কার জানিয়ে বলেন—

"পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিক জনের লহ নমস্কার,"

তেমনি তিনিই এই সুদূরের ধনকেই বলেন 'অন্তরতর' 'ও মোর দরদিয়া' 'আছ হৃদয় মাঝে'। শুধু বাহিরে নয় হৃদয়ের মাঝেও তিনি তাঁকে দেখেছেন—

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন 'পরে"

এবং সেই শয়ন হ'তে তিনি তাঁকে গভীর ভালোবাসায় ডাক দিয়ে ব'লছেন—

"প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।"

দেবতা ও প্রিয়ের মাঝে দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে উভয়ের মাঝে প্রেমের লীলায় লীলায় যখন মধুর রস জাগ্রত হ'য়ে ওঠে তখন মন চায় 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'। এবং সেই সুদূরের ধনকেই 'অন্তরের অন্তস্তলে' দেখে বলেন—

"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

কিন্তু এই দুই প্রকার অনুভূতির সন্ধান মিললেও জীব ও জগতের মাঝে পরম সত্তার আবির্ভাব-উপলব্ধি রবীন্দ্র সাহিত্যের বৃহৎ অংশকে মহিমান্বিত ক'রেছে। তিনি ব'লেছেন—"আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানব চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ"। উপনিষদের পরমবাণী 'আনন্দ রূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি,' 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' তাঁর অধ্যাত্মদৃষ্টিকে পবিত্র উদার ক'রে সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশানুভূতি জাগ্রত ক'রে দিয়েছে। তাঁর স্বচ্ছ চৈতন্যদৃষ্টির ভিতর দিয়ে তিনি অনুভব ক'রেছেন এই বিশ্ব-

প্রকৃতির প্রতিটি প্রকাশে বর্ণে গন্ধে গানে ছন্দে অরূপ তাঁর রূপের লীলায় হৃদয় পরিপূর্ণ ক'রে দিচ্ছেন। তাই তিনি ব'লেছেন—"আমি চোখ মেলে যা দেখলুম, চোখ আমার কখনও তাতে ক্লান্ত হোলো না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি।" এবং তিনি দেখেছেন সমস্ত গগন বসুন্ধরায় এ কার চিহ্ন ?—

"চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
দেয় না তবুও ধরা—
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্তের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা ;
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা।"

পার্থক্য ত কোথাও নেই। তিনিই মর্ত্য তিনিই অমর্ত্য, তিনিই নরলোক তিনিই সুরলোক, তিনিই সংসার তিনিই বৈরাগ্য, তিনিই বন্ধন তিনিই মুক্তি, তিনিই জীবাত্মা তিনিই পরমাত্মা, তিনিই রূপ তিনিই অরূপ, তিনিই সীমা তিনিই অসীম, তিনিই নীড় তিনিই আকাশ। 'নীড় ও আকাশ' কবিতায় কবি ব'লছেন—হে সুন্দর, এই নীড়ে এই সংসারে তোমার প্রেম প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে আমাদের মুগ্ধ প্রাণকে বেষ্টন ক'রে র'য়েছে। সেথা উষা আনে স্বর্ণথালায় একখানি মাধুর্যের মালা ধরার ললাটে নীরবে পরিয়ে দিতে। পশ্চিম সমুদ্র হতে স্বর্ণ ঝারিতে শান্তিবারি ভ'রে নিয়ে চিহ্নবিহীন পথ বেয়ে নম্রমুখে আসে সন্ধ্যা। হে সুন্দর, তুমি ত শুধু নীড় নও, তুমি আকাশও—"আত্মার আকাশ—অপার সঞ্চার ক্ষেত্র"। সেখানে তুমি শুদ্ধ পবিত্র চৈতন্যরূপী ইন্দ্রিয়ানুভূতিশূন্য পরমসত্তা। সেই নিঃসীম আকাশে

"দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জন প্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী।"

এই নীড় এই কুলায় পার হ'য়ে আমাদের আদিঅন্তহীন আকাশে আত্মার অপার সঞ্চার ক্ষেত্রে পরমাত্মার বিপুল ব্যাপ্তির মধ্যে পাড়ি দিতে হবে। 'সেঁজুতি'র 'মর্তের প্রেম' নামক কবিতায় এই মর্ত্যের প্রেমের মধ্য দিয়েই কেমন অমর্ত্যের দিব্যানুভূতি চমক দিয়ে উঠেছে—

"আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।—
ঐখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস
যার 'পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণ বাতাস"

* * *

তারপরেই আসে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি—

"দেখা দিল দেহের অতীত কোন দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তু বাঁধন ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হ'তে বিচ্ছুরিত আনন্দময়দ্যুতি,
শুধু কেবল গানেই ভাবা যায়
পুষ্পিত ফাল্গুনের ছন্দে গন্ধে একাকার;
নিমেষহারা চেয়ে-থাকার দূর অপারের মাঝে
ইঙ্গিত যার বাজে।
যে দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।"

এই বিচিত্র ভাবধারাই—এই নীড় থেকে আকাশচারণ, এই সংসারের মধ্য দিয়েই মুক্তির সাধনা, এই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই ইন্দ্রিয়-চেতনা-লোপের মহান তপস্যা রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়ানুভূতির বিশেষত্ব। শুধু ভগবৎ প্রেম কেন, প্রিয়তম যে-কেউ এবং যা-কিছু সকলেরই প্রেমে এম্‌নি একটা ইন্দ্রিয়চেতনালুপ্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'মানসসুন্দরী' কবিতায় মানসসুন্দরীকে (মানসসুন্দরী যিনিই বা যা-ই হোন না কেন) ব'ল্‌ছেন—

"শুধু একবার
কাছে বোসো। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে, শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণ মদিরা—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহ-ভরে ভরি নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনা বেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কী আশা মেটেনি প্রাণে, কী সংগীত রব
গিয়েছে নীরব হ'য়ে, কী আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে।"

যে মুহূর্তে কবি আলিঙ্গন কামনা করেন সেই মুহূর্তেই তাঁর মনে দেহের বিস্মৃতি আসে, মুগ্ধতনু অবলুপ্ত হ'য়ে যায়, অন্তর অঙ্গ ছাপিয়ে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, ইন্দ্রিয়বন্ধন ছিন্ন প্রায় হ'য়ে যায়—

"মৃণাল পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধতনু মরি যায়, অন্তর কেবল

অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।"

মিলনের অখণ্ড একাগ্রতায় বিশ্বভুবনের আর সব-কিছু অবলুপ্ত। প্রিয়ের সহিত একময়তায় অন্তর তন্ময়—

"দোঁহে মোরা রব চাহি,
অপার তিমিরে। আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি ;
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী
অসীম নির্জনে।"

তারপর একসময়ে নির্জন আঁধার সন্ধ্যায় মনে হয় সব কিছু নিরর্থক—ইচ্ছা করে নিশার নিবিড় তমিস্ররাশি যদি সৃষ্টিপট হ'তে এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখাটুকু মুছে দেয়—

"জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়
... ...
......ইচ্ছা করি নিশার আঁধার স্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা—
তখন, করুণাময়ী, দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া ;"

ভগবৎমিলনপ্রকাশক না হ'লেও 'মানসসুন্দরী'র পংক্তিগুলি চয়নের উদ্দেশ্য তাঁর ধ্যানমগ্ন মানস-ভঙ্গীর রূপটি প্রকাশ করা যা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির সুরে নিমগ্ন।

'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় সুরদাস ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি কামনা ক'রেছে। বাসনাবিভোর পাপ-আঁখির দৃষ্টিপাতে সে দেবীকে কলঙ্কিত ক'রেছে। সেজন্য তার লজ্জা ও ক্ষোভের অন্ত নেই। তাই সে আজ

দেবীর কাছে মিনতি জানায়, দেবী যেন তার এই বাসনাঘন কালো কালো চোখদুটো তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে উৎপাটিত ক'রে নেন। বিশ্বভুবন অন্ধকার হ'য়ে যাক! উদার গগন শ্যামল কাননতল মুগ্ধ-মূরতি বসন্ত নদীজল সন্ধ্যানীরদ গ্রহতারাময়ী নিশি বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত গিরিমালা চকিত-তড়িৎ-সঘন বরষা শরৎ আকাশ সব গভীর তিমিরে অবলুপ্ত হ'য়ে যাক। কেননা

"ইহারা আমারে ভুলায় সতত, কোথা নিয়ে যায় টেনে,
মাধুরী মদিরা পান ক'রে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে।"

ইন্দ্রিয় নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে মনকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করে। 'আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া আপনি অবশমন' হ'য়ে ক্রমশঃ সত্য-দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'তে থাকে। তখন 'নাহি বাজে আর হরিনাম গান বরষ বরষ ধরি' এবং 'হরিহীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে'। তাই বাসনা-বিহ্বল চক্ষু অন্ধ হ'য়ে যাক। এই ইন্দ্রিয় বিলুপ্তির পরে এই কামনাময় জগৎ অবলুপ্ত হ'য়ে গিয়ে একটি জ্যোতির্ময় নূতন জগৎ আবির্ভূত হবে, সে জগৎ অবিনশ্বর আনন্দের জগৎ—অমৃতলোক। যে লোকে কালস্রোত নেই পরিবর্তন নেই, আপন শাশ্বত চিরন্তন মহিমায় সমুজ্জ্বল। সেই তিমিরভেদী জ্যোতির্ময় লোকের মাঝে শান্তিরূপিণী জ্যোতির্ময়ী দেবীর পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। সেই কলঙ্কিত দর্শনের চেয়ে এই পবিত্র পরমদর্শন বহুতর কাম্যের।

এখানে অবশ্য কবি ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ ব্রহ্মদর্শনের কথাই ব্যক্ত ক'রেছেন।

'ক্ষণিক মিলন' কবিতাতেও এই পরমসত্যের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দৃশ্যমান বিশ্বভুবনের অবলুপ্তির ইঙ্গিত দেওয়া আছে। একদিন জ্যোৎস্নানিবিড় নিশীথে সে যখন ক্ষণিক দর্শন দিয়ে সমস্ত হৃদয়কে দলিত মথিত ক'রে দিয়ে আবার ফিরে গেল তখন কবি ব'লছেন, তাঁর যা কিছু ছিল সব সে হরণ ক'রে নিয়ে গেল এবং নিয়ে গেল

তাঁর আপন রচিত খণ্ড আকাশের আলোটুকুও। তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য এই খণ্ড আকাশের আলোটুকুর অবলুপ্তিরই প্রয়োজন—

"আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।"

শুধু তাই নয়, তাঁর চরণ-শরণের লালসা যখন জাগে তখন এই কামনা-কলুষিত সাংসারিক জগৎ আর জাগ্রত থাকে না—

"সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হ'য়ে যায়
তাহারি চরণের শরণের লালসে ॥"

মিলনের তাগিদে এম্নি বাহির বিশ্বের অবলুপ্তির ঘোষণা 'সান্ত্বনা' কবিতাতেও মেলে—

"চারিদিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি
মায়ামন্ত্র ঘের ;
দুয়ার রেখেছি রুধি, চেয়ে দেখো কিছু হেথা
নাহি বাহিরের।
এ যে দুজনের দেশ, নিখিলের সব শেষ,
মিলনের রসাবেশ—অনন্ত ভবন ;
শুধু এই এক ঘরে দুখানি হৃদয় ধরে
দুজনে সৃজন করে নূতন ভুবন।
একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু
আলো করে রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে ॥"

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে mysticism নেই, তাঁর মানসভঙ্গী mysticism-এর আদৌ অনুকূল নয়, ঘরের সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ একথা ব'ললেও ওদেশের সমালোচকদের কেউ কিন্তু ওদেশের কবি ওয়ার্ডস্বার্থ-এর সম্বন্ধে একথা কখনো বলেন নি, যদিও দুই কবির

মানসভঙ্গী প্রায় সমধর্মী। বরং ওঁরা ওঁকে mystic poet ব'লেই চিনেছেন। অথচ ওয়ার্ডস্বার্থও ইন্দ্রিয়সম্পর্ক-বিবর্জিত কবি মোটেই নন, বরং বিপরীত। এই বিচিত্র ধরণীর ললাম সৌন্দর্যে ইংরেজ কবির আবাল্যঘনিষ্ঠ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির কথা পূর্বেই আলোচনা করা হ'য়েছে। এই পৃথিবীতে চক্ষু কর্ণ শিরার রক্তের যদি কিছু সম্বন্ধ না রইল তা হ'লে দেহী হ'য়ে জন্মলাভ করা তাঁর পক্ষে মিথ্যে। বরং তিনি বুঝতে পারছেন যেন এই নিবিড় সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে তাঁর জন্মলাভের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। ব'ল্‌ছেন, এই প্রবহমান শান্ত বাতাসের একটি আশীর্বাদ আছে, যখন এ আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে যায় তখন নীল আকাশ থেকে সবুজ শস্যক্ষেত্র থেকে এ যে কী আনন্দ বহন ক'রে আনে তা এ নিজেই জানে না। মুক্ত বিহঙ্গ আমি, যেখানে খুশী আমার বাসা—

"What dwelling shall receive me ? in what vale
Shall be my harbour ? underneath what grove
Shall I take up my home ? and what clear stream
Shall with its murmer lull me into rest ?
The earth is all before me."

এই প্রসারিত পৃথিবীর মধ্য থেকে ইন্দ্রিয় যে রসগ্রহণ ক'রছে তার কিছুই ত অপচয় হবে না, এই বস্তুরসই ত একদিন ইন্দ্রিয়দর্শনের ভিতর দিয়ে আত্মার পরমদর্শনে অমৃতরসে পরিণত হ'য়ে উঠ্‌বে—

"Wisdom and Spirit of the universe!
Thou Soul that art the eternity of thought,
That givest to forms and images a breath
And everlasting motion, not in vain
By day or star-light thus from my first dawn
Of childhood didst thou intertwine for me
The passions that build up our human soul;
Not with the mean and vulgar works of man,
But with high objects, with enduring things—

With life and nature—purifying thus
The elements of feeling and of thought,
And sanctifying, by such discipline,
Both pain and fear, until we recognise
A grandeur in the beatings of the heart."

অন্যত্র ব'লেছেন—

"Thus oft amid those fits of vulgar joy
Which, through all seasons, on a child's pursuits
Are prompt attendants, 'mid that giddy bliss
Which, like a tempest, works along the blood
And is forgotten ; even then I felt
Gleams like the flashing of a shield ;—the earth
And common face of Nature spake to me
Rememberable things;"

এই মাধুরীভরা প্রকৃতির মাঝে কবির ইন্দ্রিয়ভোগ-বাসনা তাঁর মধ্যে নিশ্ছিদ্র নিবিড় আবেগের জন্মদান ক'রেছে। এই গভীর আবেগের কথা যখনই তিনি অপরকে জানাতে গিয়েছেন তখনই তাঁর কণ্ঠ কম্পিত হ'য়েছে। বর্ণনা বা প্রকাশের বিফলতায় তিনি ক্ষমা প্রার্থনা ক'রেছেন। ইন্দ্রিয়ের এই তীব্র ভোগস্পৃহাকে তিনি 'despotism of senses' ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন—

"I speak in recollection of a time
When the bodily eye, in every stage of life
The most despotic of our senses, gained
Such strength in me as often led my mind
In absolute dominion. Gladly here,
Entering upon abstruser argument,
Could I endeavour to unfold the means
Which Nature studiously employs to thwart
This tyranny, summons all the senses each
To counteract the other, and themselves,

And makes them all, and the objects with which all
Are conversant, subservient in their turn
To the great ends of Liberty and Power.
But leave we this: enough that my delights
(Such as they were) were sought insatiably.
Vivid the transport, vivid though not profound;
I roamed from hill to hill, from rock to rock,
Still craving combination of new forms,
New pleasure, wider empire for the sight,
Proud of her own endowments, and rejoiced
To lay the inner faculties asleep.
Amid the turns and counterturns, the strife
And various trials of our complex being,
As we grow up, such thraldom of that sense
Seems hard to shun."

এই যে ইন্দ্রিয়পরতা—এই 'virgin passion'—এই 'despotism of senses'—এই যে

"I loved whate'er I saw: nor lightly loved,
But most intensely;"

এর থেকেই বিশ্বকবির অতীন্দ্রিয়বাদের মত—যা 'মানসসুন্দরী' কবিতার মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা ক'রেছি—ওয়ার্ডস্বার্থীয় অতীন্দ্রিয়বাদের জন্ম। Walter Raleigh ব'লেছেন—"The roots of Wordsworth's poetic mysticism drew their life from this virgin passion……It was a despotism of the senses that held sway over him, a life of the senses so strong and full and exclusive that all other emotions save the joy of eye in seeing, and of the ear in hearing, seemed dull and irrelevant. The mere joy of seeing contained all things in itself, without the tedious glosses supplied by comparison and thought. Like the religious enthusiast

of the East, Wordsworth sought in fixed and passionate contemplation for admission to the heart of things."

Richard Ward লিখিত 'Life of the Learned and Pious Dr. Henry More' (1710) নামক গ্রন্থে পরমানন্দোচ্ছ্বাস-জ্ঞাপক কতকগুলি অনুচ্ছেদ আছে, তার একটি উদ্ধৃত করা হোলো ; এটি কার উপরে প্রয়োগ ক'র্‌ব না ? রবীন্দ্রনাথ না ওয়ার্ডস্বার্থ ?—

"He hath professed soberly to some ; that he hath been sometimes almost Mad with Pleasure: (The experienced will easily understand how to take the Expression). And that, walking abroad after his Studies, his Sallies towards Nature would be often unexpressively enravishing, and beyond what he could convey to others...He enjoy'd his Maker in All the Parts of the Universe ; and saw the Marks both of his counsel and Benignity in All. Nay, he was transported, we have seen, with Wonder, as well as Pleasure, even in the Contemplation of those things that are here below. And he was so enamour'd, as I may say, with the Wisdom of God in the Contrivance of things, that he hath been heard to say, A good Man could be sometimes ready, in his own private Reflections, to kiss the very Stones of the Street."

Walter Raleigh mystic-দের মনোধর্ম প্রকাশ ক'রতে গিয়ে ব'ল্‌ছেন—"It is the mark of the mystic that he never despises sense, never uses it as a means to an end, a stepping-stone to be spurned when he has raised himself higher. He does not look beyond this world, but gazes intently on what is presented to him, and, if his quest fail, looks still nearer and closer. In the earth under his boot-soles, in the garment that cling closest to him, and, if not there, in the beatings of his heart, he tries to find the secret. Heaven is not for him a far

এরপর কবির কাছে এই বস্তুজগৎ ছাড়াও আর একটি জগৎ সৃষ্ট হ'য়ে ওঠে, যা কেবল দুজনের কাছে জীবন্ত, যার মধ্যে কেবল দুজনের বাসা—কবি আর মর্মদর্শী ঈশ্বর—

"I had a world about me—'t was my own ;
I made it, for it only lived to me,
And to the God who sees into the heart."

বিশ্বকবির মত ওয়ার্ডস্বার্থও ব'লেছেন, এই চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু ব'লে গাল দিলে চল্‌বে কেন ? এই চর্মচক্ষু দিয়ে পদার্থময় জগৎকে দেখতে দেখতেই মর্মচক্ষু খুলে যায় যার ভিতর দিয়ে অসীম অরূপ জগতের আনন্দলোক জাগ্রত হ'য়ে ওঠে—

"Who doth not love to follow with his eye
The windings of a public way? the sight,
Familiar object as it is, hath wrought
On my imagination since the morn
Of childhood, when a disappearing line,
One daily present to my eyes, that crossed
The naked summit of a far-off hill
Beyond the limits that my feet had trod,
Was like an invitation into space
Boudless, or guide into eternity."

মানুষের চরম উপহার পরম শান্তি অক্ষয় সান্ত্বনা আসে কোথা থেকে ? কেমন ক'রে ? এই চক্ষুকর্ণের কি কিছু দেবার নেই এতে ?—

" 'tis not in the vital seat
Of feeling to produce them, without aid
From the pure soul, the soul sublime and pure ;
With her two faculties of eye and ear,
The one by which a creature, whom his sins
Have rendered prone, can upward look to heaven ;
The other that empowers him to perceive

The voice of Deity, on height and plain,
Whispering those truths in stillness, which the WORD
To the four quarters of the winds, proclaims."

নীচের কটা লাইনে দেখতে পাই এই চক্ষুই সূর্যোদয়ের কাছ থেকে কী ঐশ্বর্যই না বহন ক'রে নিয়ে আসছে। Wanderer-এর ভিতর দিয়ে ছদ্মবেশী কবি সূর্যোদয় দেখছেন—

"from the naked top
Of some bold headland, he beheld the sun
Rise up, and bathe the world in light !
He looked—
Ocean and earth, the solid frame of earth
And ocean's liquid mass, in gladness lay
Beneath him:—Far and wide the clouds were touched,
And in their silent faces could be read
Unutterable love. Sound needed none,
Nor any voice of joy ; his spirit drank
The spectacle : sensation, soul and form,
All melted into him ; they swallowed up
His animal being ; in them did he live,
And by them did he live ; they were his life.
In such access of mind, in such high hour
Of visitation from the living God,
Thought was not ; in enjoyment it expired.
No thanks he breathed, he proffered no request ;
Rapt into still communion that transcends
The imperfect offices of prayer and praise,
His mind was a thanksgiving to the power
That made him ; it was blessedness and love !"

এম্‌নি ক'রে মহালোকের খবর যখন পরিপূর্ণ এসে পৌঁছায়, অমৃতলোকের স্বর্ণদ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যায় তখন মরলোকের বেদনা ইন্দ্রিয়ের ভোগচাঞ্চল্য সবই বিলীন হ'য়ে আসে

"like a pillar of smoke,
That with majestic energy from earth
Rises ; but, having reached the thinner air,
Melts, and dissolves, and is no longer seen."

হ্রদের ধারে অরণ্যের মধ্যে কবি যখন নির্জনে ব'সে থাকতেন, যখন প্রভাত আলোর প্রথম রশ্মিটি তখনো আধ-ঘুমে ঢুলছে, উপত্যকা যখন একান্ত নির্জনে দেহ এলিয়ে শুয়ে আছে তখন কবি ব'লছেন—

"Oft in these moments such a holy calm
Would overspread my soul, that bodily eyes
Were utterly forgotten, and what I saw
Appeared like something in myself, a dream,
A prospect in the mind."

সপ্তদশ বর্ষ পদার্পণ ক'রলো। সমস্ত আনন্দ সমস্ত ইন্দ্রিয়দর্শন-সুখ কেমন ক'রে ভোগাতীত ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দে রূপান্তরিত হোলো তা ব'লতে গিয়ে কবি ব'লছেন, এই মুহূর্তে আমি দেখছি আমার চতুর্দিকে আশীর্বাদ যেন সমুদ্রের মত আকীর্ণ হ'য়ে আছে—

"Thus while the days flew by, and years passed on,
From Nature and her overflowing soul
I had received so much, that all my thoughts
Were steeped in feeling ; I was only then
Contented, when with bliss ineffable
I felt the sentiment of Being spread
O'er all that moves and all that seemeth still ;
O'er all that, lost beyond the reach of thought
And human knowledge, to the human eye
Invisible, yet liveth to the heart ;
O'er all that leaps and runs, and shouts and sings,
Or beats the gladsome air ; o'er all that glides
Beneath the wave, yea, in the wave itself,

And mighty depths of waters. Wonder not
If high the transport, great the joy I felt
Communing in this sort through earth and heaven
With every form of creature, as it looked
Towards the Uncreated with a countenance
Of adoration, with an eye of love.
One song they sang, and it was audible,
Most audible, then, when the fleshy ear,
O'ercome by humblest prelude of that strain,
Forgot her functions, and slept undisturbed."

'The Prelude'-এ 'Cambridge and the Alps'এর মধ্যে পর্বতশিখরগামী বন্ধুর নদীতীরপথে একদিন ভ্রান্তপথ অনুসরণের কালে একটি চাষীর সঙ্গে কথোপকথনের পর কবি ব'লছেন—

"Imagination—here the Power socalled
Through sad incompetence of human speech,
That awful Power rose from the mind's abyss
Like an unfathered vapour that enwraps,
At once, some lonely traveller. I was lost ;
Halted without an effort to break through ;
But to my conscious soul I now can say—
"I recognise thy glory:" in such strength
Of usurpation, when the light of sense
Goes out, but with a flash that has revealed
The invisible world, doth greatness make abode,
There harbours ; whether we be young or old
Our destiny, our being's heart and home,
Is with infinitude, and only there ;
With hope it is, hope that can never die,
Effort, and expectation, and desire,
And something evermore about to be."

Simplon Pass-এর মধ্যে যা-কিছু দৃশ্যমান সবই যেন সেই 'এক'-এরই বহুরূপ। কবি লিখ্‌ছেন—

"The brook and road
Were fellow-travellers in this gloomy strait,
And with them did we journey several hours
At a slow pace. The immeasurable height
Of woods decaying, never to be decayed,
The stationary blasts of waterfalls,
And in the narrow rent at every turn
Winds thwarting winds, bewildered and forlorn,
The torrents shooting from the clear blue sky,
The rocks that muttered close upon our ears,
Black drizzling crags that spake by the way-side
As if a voice were in them, the sick sight
And giddy prospect of the raving stream,
The unfettered clouds and region of the Heavens,
Tumult and peace, the darkness and the light—
Were all like workings of one mind, the features
Of the same face, blossoms upon one tree ;
Characters of the great Apocalypse,
The types and symbols of Eternity,
Of first, and last, and midst, and without end."

জীবনে কণ্টকাকীর্ণ পথে চ'লতে হয়। অনন্তলোকের অমৃতপথে এগোতে এগোতে মানুষ বাধা পায়, পিছিয়ে পড়ে, আবার চ'লতে থাকে ; এরই মাঝখানে অন্তরপ্রদীপখানি জ্বালিয়ে রাখতে হয় সাবধানে। নির্জন পবিত্র পর্বতমন্দিরের পা ছুঁয়ে স্রোতস্বিনীর পুতধারা ব'য়ে যাচ্ছে—ছেলেবেলায় কবি বুঝতে পারেন নি এরা কী দান দিতে পারে। আজ এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবনের নানা উত্থান পতন দুঃখ বেদনার মধ্যেও কবি ঘোষণা করেন, তাঁর সম্মুখে সত্যের দ্বার

উদ্‌ঘাটিত। মরজগতের আবিল আনন্দে নীচ ইন্দ্রিয়সুখে বশ্যতা স্বীকারের দিন এবার আত্মার ফুরিয়ে এলো। সত্য আলোক ও মহাজীবনের পরিবর্তে এক পৃথিবী মৃত্যুকে বাঁচিয়ে রাখার দিন শেষ হ'য়েছে। নীচ আনন্দ, সে ত জীবনে মৃত্যু— ভয়। ভয় এবং প্রেম —এদের মধ্যে প্রেমই প্রথম এবং প্রধান, কেননা প্রেম যেখানে আবির্ভূত ভয়ের সেখানে সমাপ্তি,—

"Love, now a universal birth,
From heart to heart is stealing,
From earth to man, from man to earth:
—It is the hour of feeling."

এই সুন্দর পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রেম আনন্দ এবং বেদনার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে 'মন্দ' 'কুৎসিত' ব'লে কিছু কী ভাবা যায়? 'মন্দ'—এ তো অপ্রকৃতিস্থ মানুষের দেওয়া একটা নাম—সে জানে না যে সে কাকে কী ব'ল্‌ছে। প্রেমে—সেই সর্বাচ্ছন্ন প্রেমেই সবই শাশ্বতভাবে মহিমাময় হ'য়ে ওঠে। এই প্রেম চ'লে গেলে আমরা তুচ্ছ হ'য়ে যাই। পুষ্পিত বসন্তের কুসুমাচ্ছন্ন প্রান্তরগুলির দিকে, বিহগকূজিত নিকুঞ্জালয় আর আনন্দ-সঞ্চরমাণ প্রাণীগুলির দিকে তাকিয়ে যখন দেখি তখন এ কী বস্তু অন্তরে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, যাতে এই ইন্দ্রিয়জগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে আত্মা কোথায় উধাও হ'য়ে যায়—

"In some green bower
Rest, and be not alone, but have thou there
The One who is thy choice of all the world:
There linger, listening, gazing, with delight
Impassioned, but delight how pitiable!
Unless this love by a still higher love
Be hallowed, love that breathes not without awe;
Love that adores, but on the knees of prayer,

By heaven inspired ; that frees from chains the soul,
Lifted, in union with the purest, best,
Of earth-born passions, on the wings of praise
Bearing a tribute to the Almighty's Throne."

অতীন্দ্রিয়ানুভূতির আর একটি চমৎকার অবস্থা "A Few miles above Tintern Abbey"-র মধ্যে পাওয়া যায়—

"that blessed mood,
In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world,
Is lightened:—that serene and blessed mood,
In which the affections gently lead us on,—
Until, the breath of this corporeal frame
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are led asleep
In body, and become a living soul:
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things."

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ একই ভাবধারায় অনুসিক্ত। দুজনেই প্রকৃতির কবি, 'Poet of Nature', দুজনেই 'Worshipper of Nature'। মানুষকে ভালোবেসেছেন দুজনেই, মানুষের মনের মধ্যে দৃষ্টিপাত ক'রেছেন দুজনেই। প্রকৃতি দুইজনকেই আনন্দদান ক'রেছে, জীবজন্তুর চেষ্টা ও আনন্দ দুইজনকে উল্লসিত ক'রেছে। এই প্রকৃতির মধ্যেই আনন্দরূপের আবির্ভাবকে দুইজনেই উপলব্ধি ক'রেছেন—উপলব্ধি ক'রেছেন অব্যয় অক্ষয় অপরিবর্তনীয় ঐশীসত্তা—বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব—যিনি সব-কিছুর কারণ, কারণেরও কারণ—যাকে ব্যতীত সবকিছুই অকারণ শূন্য। ওয়ার্ডস্বার্থ এই পর্যন্ত

এসে বিশ্রামলাভ ক'রেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখর চরণে এখনো ক্লান্তি নেই, হৃদয়ে তৃপ্তি নেই। শুধু জানায় শুধু উপলব্ধিতে তৃপ্তি কোথায়? তৃপ্তি তাঁকে পাওয়ায়। তাঁকে পেতে হবে, আপন ক'রে আত্মীয়রূপে একেবারে বুকের মাঝখানটিতে পেতে হবে। এই পাবার নিবিড় আগ্রহ-বেদনা তাঁর অন্তরে আকুলতা-ব্যাকুলতার দিকপ্লাবী তরঙ্গ তুলেছে। কী দিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে? আকাশের নীলে বাতাসের বাঁশীতে তারার হাসিতে বিশ্বরূপের নাচের তালে তালে যিনি ছড়িয়ে আছেন আনন্দ হ'য়ে, তাঁকে আনন্দ দিয়ে না হ'লে তো আর কিছুতে পাবার উপায় নেই, এবং এই আনন্দ দিতে হবে ত হৃদয় দিয়ে, প্রেম দিয়ে; সর্বস্ব দিয়ে নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়ে এই প্রেম দিতে হবে। এই প্রেমের মধ্যেই তিনি আছেন, এই প্রেম দিয়েই প্রেমসর্বস্ব রসরূপকে পেতে হবে। এই প্রেমের অভাব যখনি কবি অন্তরে উপলব্ধি ক'রেছেন তখনি তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে উৎকণ্ঠা জানিয়েছেন—

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে এমন গানে গানে?"

কিন্তু প্রেম ত আসে না চিরস্থায়িত্বের মকররী মৌরসী পাট্টা নিয়ে। প্রেমস্বরূপ তড়িতের মত চকিতালোকে দর্শন দিয়ে পরক্ষণেই আবার গভীর অন্ধকারেই মিলিয়ে যান। ধরা অ-ধরার মাঝেই রসরাজের লীলা চ'লতে থাকে। কবি ব'লে ওঠেন—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না॥"

এই ক্ষণস্থায়ী রূপের জন্যই কবির মনে পাওয়ার মাঝেই হারানোর দুঃস্বপ্ন জেগে ওঠে। বৈষ্ণবের 'প্রেমবৈচিত্ত্য'—'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'-র মত কবিও বলেন—

"ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমা যবে পাই দেখিতে
হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।"

কিন্তু কবি জানেন মেঘান্ধকার আছে ব'লেই সূর্যালোকের এত মহিমা, বিরহের মধ্য দিয়েই মিলনানন্দের তীব্র উপলব্ধি, দূরই কাছে-আসার আনন্দকে নিবিড়তর করে, না-পাওয়াই পাওয়ার আস্বাদকে মধুরতর করে। এই হোলো বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের 'বৈয়গ্র'। Schlegel তাঁর Lectures on 'Dramatic Art and Literature'-এর মধ্যে ব'লেছেন—"There is no bond of love without a separation, no enjoyment without the grief of losing it." কবি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রেছেন। তাই তাঁর মানসলোক মিলনের আনন্দগানের চেয়ে বিরহ-দুঃখদাহনের অন্তর্নিহিত তীব্রতর আনন্দের গানে মুখরিত হ'য়েছে বেশী। মিলনের চেয়ে বিরহই তাঁর প্রাণে সুধা ঢেলেছে বেশী, নিবিড়তর মুহূর্তের খবর এনে দিয়েছে বেশী। তাই তিনি পরমাগ্রহে দুঃখ পেতে চেয়েছেন, বেদনাকে বরণ ক'রে নিতে চেয়েছেন, প্রিয়তমকে ডেকে জানিয়েছেন—

"এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।"

এবং ব'লেছেন—

"তান দিও মোর ব্যথার বাঁশীতে।"

এই বিরহের যাত্রাপথে বেদনার মধ্যে যখনি তাঁর চকিত দর্শন পেয়েছেন তখনি তাঁর আত্মসমর্পণের পালা এসেছে। তিনি নিঃশেষে সব দিয়েছেন তাঁর কাছে। সে দানে কী উজাড়-করা মাধুর্য! কী বিশ্বাস-জীবন্ত সে দান! কী প্রাণস্পর্শী, কী করুণ মধুর!—

"আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী,
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।

*　　*　　*　　*

আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব, তখন তারা আমার হবে।"

এমনি ক'রে কবির হৃদয় মন যাত্রা ক'রেছে বিরহলোকে বেদনাকীর্ণ পথে আনন্দময়ের অভিসারে, তাঁর 'ব্যথা পথের পথিক'-এর সাথা হ'তে, দুঃখের ঘনান্ধকারে দুর্যোগের বঙ্কিম সুদুর্গম পথে তাঁর চরম তীর্থলোকাভিমুখে। কখনো পেয়েছেন দেখা, কখনো ঝ'রে প'ড়েছে শুধু বিফলতার অশ্রুজলধারা ; উৎকণ্ঠিত অতন্দ্র চোখে যাপন ক'রেছেন নিশীথরাত্রি তাঁর 'পথের সাথী'-র পথ চেয়ে, তারি মাঝে কখনো বা সফল হ'য়ে ব'লে উঠেছেন—

"ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য।"

এই অভূতপূর্ব আলোছায়া সুখদুঃখ মিলন-বিরহ বিমিশ্রিত ভাবধারা রবীন্দ্রসাহিত্যে অপূর্ব রসধারা বর্ষণ ক'রেছে, এবং বিশ্বসাহিত্যে একক মহিমোজ্জ্বল আসন দখল ক'রেছে। এ-ক্ষেত্রে রুমী, মীরা, হাফিজের দর্শন মিলে, কিন্তু ওয়ার্ডস্বার্থ অদৃশ্য। শুধু ওয়ার্ডস্বার্থ কেন, পাশ্চাত্য কোনো কবিরই সাক্ষাৎ মেলা ভার। ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার মধ্যে একটা অবিস্মরণীয় সৌন্দর্য-সত্য প্রকাশিত হ'য়েছে সত্য, রবীন্দ্রনাথও ব'লেছেন—"তাঁর কাছে পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর পর্বতপ্রান্তর সর্বত্রই নব নব সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। কেবল তাই নয়, তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পাচ্ছেন—তাতে করে সৌন্দর্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেছে। তার ফল এই যে, এ-রকম কবিতায় পাঠকের শ্রান্তি তৃপ্তি বিরক্তি নেই,—ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যের এই বৃহৎ সত্যটুকু থাকাতেই তার এত গৌরব এবং স্থায়িত্ব।" কিন্তু দেখা যায় ঐ দেখাতেই জানাতেই ওয়ার্ডস্বার্থের সমস্ত চৈতন্য নিঃশেষ। সে চৈতন্য আর আনন্দঘন

রসরূপায়িত প্রেমমূর্তি পরিগ্রহ ক'রলো না, মিলনে বিরহে আনন্দে বেদনায় পাওয়ায় হারানোয় ব্যগ্রতায় উৎকণ্ঠায় আকুলতায় ব্যাকুলতায় এমন ক'রে অসীমবন্দনের প্রেমনিবিড় অনুরাগমধুর রাগিণীতে ঝঙ্কারিত হ'য়ে উঠ্‌লো না। তাই ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যে স্থায়িত্ব আছে কিন্তু অমৃতত্ব নেই। কিন্তু বিশ্বকবির কাব্য অমৃতনিষ্যন্দী, তাই তা শুধু স্থায়ী নয়, বিশ্বের মানবাত্মার জন্ম-জন্ম অনন্ত-পিপাসার মুখে সুধা দান করে। তাই মনে হয় জীবনের শেষ প্রান্তে ভারততীর্থে শায়িত মুমূর্ষু কোন কোন মানব তার শিরে গীতার পরিবর্তে 'গীতাঞ্জলি'খানা স্থাপিত ক'রে পরিতৃপ্ত হবার কথা চিন্তা ক'রতে পারে, হয়তো ক'র্‌ছে, কিন্তু ইংরেজমুলুকে কোন মানুষের পক্ষে বাইবেলের পরিবর্তে ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যের এরূপ স্থাপনকল্পনা বোধ করি চিন্তাতীত।

১৮

রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন এই দুই কবিকেই স্ব স্ব দেশীয় বস্তুবাগীশদের (realist) কাছে সমানভাবে নাজেহাল হ'তে হ'য়েছে (আর যে কেউ হননি তা নন, তবে তাঁদের কথা এখানে আলোচ্য নয়)। সাহিত্যে বস্তুসন্ধানতৎপর বাস্তব সাহিত্যের দালালরা তাঁদের সাহিত্যকে অবাস্তবতার (Current topics বা চলতি-সমস্যা-বিহীনতার) অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে আসামীর কাঠগড়ায় তুলে দিতে কুণ্ঠিত হননি। যেমন রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই আছে—"আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল গোরা উপন্যাসে।" তা ছাড়া রবিগ্রাসোন্মুখ 'রাহু' বিরচিত 'মিঠাকড়া'র কথা বিস্মৃত হবার নয়। ওয়ার্ডস্বার্থের জীবনেও এমনি দুর্ভোগ ঘটেছিল। সে নিয়ে এখানে আলোচনা করার আগে রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি পংক্তিকে সাক্ষী মান্‌ছি—

"ইংলণ্ডে ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজকবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।

"তাহার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে বৃটিশ জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাস আচার বিচারের যোগ ছিল কোথায়। তাঁহার ভাবের রাগিণীটি নির্জনবাসী একলা কবির চিত্তবাঁশিতে বাজিয়াছিল—ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজনদরে যাহা বিক্রি হয় এমনতরো বস্তুপিণ্ড তাহার মধ্যে কী আছে জানিতে চাই।"

তারপরে ব'লেছেন—

"যে সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার দালালি করিয়া বেড়ান তাঁহারা ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে আছে।"

নিজের রচনার বিরুদ্ধে বাস্তবতার দালালদের অভিযোগের পাল্টাজবাবের ইঙ্গিত এর মধ্যে নিহিত একথা অক্লেশে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

পরিহাসছলে রবীন্দ্রনাথ এককালে লিখেছিলেন—"আমি জন্ম রোমান্টিক"। তার মানে তিনি এই ব'লতে চান না যে তিনি অবাস্তব। রোমান্টিকতার সঙ্গে বাস্তবতার বিরোধ কল্পনা অহেতুক। নদীর দুপারে দুজন নয়, একই পারে দুজন। এমন কি বাস্তবতার রূঢ় বীজগর্ভ হ'তেই এই রোমান্টিকতার জন্ম। সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় ইয়োরোপের যেখানেই এই রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর আবির্ভাব হ'য়েছে সেখানেই তার মূলে ছিল সেখানকার বাস্তব সামাজিক-সংস্থান। বাংলাদেশেও তেমনি তখনকার সামাজিক-সংস্থান একটা বৈপ্লবিক পথে যাত্রা সুরু ক'রেছিল যার ভিতরে রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর আবির্ভাবের সূচনা গোপনে গোপনে সঞ্চিত হচ্ছিল,

যার ফলে রবীন্দ্রপ্রতিভার আবির্ভাব এবং তারপরেই ইয়োরোপের এক সুস্থ সবল জাতির প্রাণৈশ্বর্যের আবির্ভাবেই রোমান্টিসিজ্‌ম্‌-এর চরম প্রকাশ। সেই জন্য বলা যায় রোমান্টিকতা বাস্তবতার পরিপন্থী নয় বরং অনুপন্থী।

বাস্তবতার দালালগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে বাস্তবতাবিহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে নানা বাক্যবাণে নানা ব্যঙ্গ কৌতুকে শুধু এইটুকুই জানিয়েছিলেন যে তিনি ভুল পথ গ্রহণ ক'রেছেন, অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যের বাসরে আসা উচিত হয়নি, কেননা তাঁর রচনাগুলো রচনাই নয়। আসলে বিশ্বকবির অভিনব অশ্রুতপূর্ব আনন্দময় চিত্তবিসারী কাব্যপ্রকাশ তখনকার দিনের প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাস্তবতার দালালীপ্রিয় কবিসমাজের কায়েমী সিংহাসনকে টলমলায়মান ক'রেছিল। অত্যদ্ভুত খাপছাড়া ঠেকেছিল তাঁদের চোখে এই সমস্ত কাব্যের ভাষা ভাব প্রকাশ ও বাচনভঙ্গী। এর নিতান্ত অপরিচিত চিত্তহারী অভিপ্রকাশ একটা নূতনত্বের ঝাঁঝালো বাষ্পে তাঁদের কায়েমী কবিযশের শিখর দেশে ভূমিকম্পের মত বেশ একটু সজোরেই নাড়া দিয়েছিল। তাই বিদ্রূপের শরাঘাতে তাঁকে ভূপাতিত করবার জন্যে কালবিলম্ব না ক'রে এগিয়ে এসেছিলেন অনেক চোখা চোখা তীরন্দাজ। 'রাহু' নামিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বিশ্বকবি রচিত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের (১৮৮৬) বিদ্রূপকাব্য লিখলেন 'মিঠেকড়া' নাম দিয়ে। কাব্যের কয়েকটি কবিতাকে ব্যঙ্গ ক'রে এই বিদ্রূপ কাব্যগ্রন্থ রচিত এবং বলা বাহুল্য কাব্যের 'কড়ি ও কোমল' নামটিরই বিদ্রূপনাম 'মিঠেকড়া'।

এ বিষয়ে আর এক ধুরন্ধর হ'লেন সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। বিশ্বকবির বিশ্ববিখ্যাত লাইনগুলি—

"আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।"

প'ড়ে এই সমালোচক বাংলা সন ১৩১৬ সালের, ভাদ্র সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছিলেন—"শ্রাবণের ঘন গহনে পরিণত হইল বুঝিলাম। কিন্তু চরণ কেমন করিয়া 'গোপন' হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সাপের পা গোপন বটে। কিন্তু এ 'গোপন চরণ' কাহার? পরে আছে 'নিলাজ নীল আকাশ'। নিলাজ নীল কি, বুঝিতে পারিলাম না।" মনে রাখা দরকার এ সমালোচনা লেখার সময় রবীন্দ্রসাহিত্যে গীতাঞ্জলি—জীবনস্মৃতি পর্ব চ'লছে। 'জীবনস্মৃতি' সম্বন্ধে ধনুর্ধর সমাজপতি ব'লেছিলেন, "পল্লবিত রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ"!

এ ধরণের অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নূতন বা কম ছিল না। দুর্বোধ্যতা অস্পষ্টতা এবং বেখাপ্পা বিশেষণ প্রয়োগে জটিলতা সৃষ্টি-করণের অভিযোগ ছিল প্রচুর। 'কড়ি ও কোমল' পর্বের কবিতাগুলি প'ড়ে 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ব'লেছিলেন—"তোমাদের উচ্ছ্বাস—না কাব্য, না কবিতা, কেবল কাব্যি।" অবশ্য স্পষ্ট ভাবাভিব্যক্তিমূলক খাঁটি কাব্যপদবাচ্য পংক্তির নমুনা হিসাবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি দারিদ্র্যদুঃখবর্ণনামূলক শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছিলেন—

"দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।"

এবং ব'লেছিলেন—"ইহাই সার্থক কবিত্ব, সার্থক কল্পনা, সার্থক প্রতিভা।" এরূপ বিরূপ সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত কবি এবং বিপিনচন্দ্র পালের মত মনীষীও।

কিন্তু এই বিরূপতার অন্তরালে নিশ্চয়ই অবাক বিস্ময়ে এই নূতন জ্যোতিষ্মান সূর্যের দিকে তাঁদেরও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হ'য়েছিল। ওঁদের সমস্ত অস্বীকৃতির মাঝখানেও এই বিরাট প্রতিভা সেদিনই বিস্মিত সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আদায় ক'রে নিয়েছিল ওঁদের কাছ থেকে। 'ক্ষণিকা' প'ড়ে চন্দ্রনাথ বসুর মত বিরূপ সমালোচকও কবিকে লিখেছিলেন—"তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই—উহার

বৈচিত্র্যও যেমনি, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।"

ওয়ার্ডস্বার্থের পিছুলাগা স্বনামধন্য সমালোচকদের মধ্যে সর্দার-সদৃশ ছিলেন Francis Jeffrey। তিনি ছিলেন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন আইনজীবি, সুতরাং তাঁকে নির্বোধ ভাববার কোন সুযোগ নেই। এদিকে লেখনীও তাঁর ছিল চোখা। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে মনে ক'রতেন যেন ট্রাইবুনালের জজ। তাঁর কাজ শুধু আইন জানা আর কোনদিকে দৃকপাত না ক'রে সে আইনকে কাজে খাটানো। আসামী ওয়ার্ডস্বার্থ যে ব'ল্‌তে চাইছেন তাঁর সৃষ্টি গতানুগতিকতা ত্যাগ ক'রে নোতুন কিছু ব'লতে চায়—নবপথপ্রদর্শক—মানব মনের অনাবিষ্কৃত দূরান্ত কোনে সে-সৃষ্টি একটা রোমাঞ্চকর অভিযান, সেদিকে বিচারক Jeffrey রইলেন বধির। তাঁর বক্তব্য হোলো, কোন বিশেষ বিষয়ে কবি যখন কোন কবিতা লেখার চেষ্টা করেন প্রত্যেক চেতনাসম্পন্ন মানুষ ভালভাবেই জানেন তিনি কী ব'লতে চাইছেন। উদাহরণ দেখিয়ে ব'লেছেন—

"A village school master for instance, is a pretty common poetical character. Goldsmith has drawn him inimitably, so has Shenstone, with the slight change of sex; and Mr. Crable, in two passages, has followed their footsteps"......

তারপরেই যেন ফাঁসির দড়িটা ওয়ার্ডস্বার্থের দিকে এগিয়ে দেওয়া হ'য়েছে—

"But by what traits is this worthy old gentleman delineated by the new poet? No pedantry—no innocent vanity of learning—no mixture of indulgence with the pride of power, and of poverty with the consciousness of rare acquirements. Every feature which belongs to the situation, or marks the character in common apprehension, is scornfully discarded by Mr. Wordsworth."

Jeffrey-র মতে যিনি কবিযশপ্রার্থী তাঁকে সব সময় বজায় রাখতে হবে তাঁর রচনায় "that eternal and universal standard of truth and nature, which everyone is knowing enough to recognise" এবং তা থেকে নূতন কবি Wordsworth-এর এই যে "wide and wilful aberrations"—এটা খাঁটি কাব্যসৃষ্টির কোন সাধু প্রচেষ্টারই লক্ষণ নয়, বরং এতে আছে মস্তিষ্কের সাময়িক ছিটের লক্ষণ। কবির নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নূতন কোন মানসিক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সুধা খুঁজে বেড়ানো Jeffrey-র মত কুচক্রী আইনজ্ঞ সমালোচকের ধাতে ছিল না। এক নজরে ওয়ার্ডস্বার্থের উপর যে ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হ'য়েছিল তা তো পরিবর্তিত হোলোই না, বরং শত্রুকে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলার জন্য যত কিছু হীন ও জঘন্য উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন তা তিনি ক'রেছিলেন। তার মধ্যে একটি হ'চ্ছে কৌতুক সংক্ষিপ্তসার। 'Excursion'-এর সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষতা তার গল্পাংশের মধ্যে নিহিত নেই, আছে কাহিনীর ঊর্ধ্বে অপ্রয়োজনীয় একটা দিকের আলোকপ্লাবিত প্রান্তে যার জন্যে কবি আদায় ক'রে নেন গৌরবের সবচেয়ে রাঙা ফুলের মালা, একথা সকল সাহিত্যরসিকই জানেন। সেই Excursion-এর Sixth Book সম্বন্ধে Jeffrey-র যা-কিছু বক্তব্য তা এই—

"The sixth contains a choice obituary, or characteristic account, of several of the persons who lie buried before this group of moralisers;—an unsuccessful lover, who had found consolation in natural history—a miner, who worked on for twenty years in despite of universal ridicule, and at last found the vein he had expected—two political enemies, reconciled in old age to each other—an old female miser—a seduced damsel—and two widowers, one who had devoted himself to the education of his daughter, and one who had

বৈচিত্র্যও যেমনি, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।"

ওয়ার্ডস্বার্থের পিছুলাগা স্বনামধন্য সমালোচকদের মধ্যে সর্দার-সদৃশ ছিলেন Francis Jeffrey। তিনি ছিলেন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন আইনজীবি, সুতরাং তাঁকে নির্বোধ ভাববার কোন সুযোগ নেই। এদিকে লেখনীও তাঁর ছিল চোখা। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে মনে ক'রতেন যেন ট্রাইবুনালের জজ। তাঁর কাজ শুধু আইন জানা আর কোনদিকে দৃকপাত না ক'রে সে আইনকে কাজে খাটানো। আসামী ওয়ার্ডস্বার্থ যে ব'ল্‌তে চাইছেন তাঁর সৃষ্টি গতানুগতিকতা ত্যাগ ক'রে নোতুন কিছু ব'লতে চায়—নবপথপ্রদর্শক—মানব মনের অনাবিষ্কৃত দূরান্ত কোনে সে-সৃষ্টি একটা রোমাঞ্চকর অভিযান, সেদিকে বিচারক Jeffrey রইলেন বধির। তাঁর বক্তব্য হোলো, কোন বিশেষ বিষয়ে কবি যখন কোন কবিতা লেখার চেষ্টা করেন প্রত্যেক চেতনাসম্পন্ন মানুষ ভালভাবেই জানেন তিনি কী ব'লতে চাইছেন। উদাহরণ দেখিয়ে ব'লেছেন—

"A village school master for instance, is a pretty common poetical character. Goldsmith has drawn him inimitably, so has Shenstone, with the slight change of sex; and Mr. Crable, in two passages, has followed their footsteps"......

তারপরেই যেন ফাঁসির দড়িটা ওয়ার্ডস্বার্থের দিকে এগিয়ে দেওয়া হ'য়েছে—

"But by what traits is this worthy old gentleman delineated by the new poet? No pedantry—no innocent vanity of learning—no mixture of indulgence with the pride of power, and of poverty with the consciousness of rare acquirements. Every feature which belongs to the situation, or marks the character in common apprehension, is scornfully discarded by Mr. Wordsworth."

Jeffrey-র মতে যিনি কবিযশপ্রার্থী তাঁকে সব সময় বজায় রাখতে হবে তাঁর রচনায় "that eternal and universal standard of truth and nature, which everyone is knowing enough to recognise" এবং তা থেকে নূতন কবি Wordsworth-এর এই যে "wide and wilful aberrations"—এটা খাঁটি কাব্যসৃষ্টির কোন সাধু প্রচেষ্টারই লক্ষণ নয়, বরং এতে আছে মস্তিষ্কের সাময়িক ছিটের লক্ষণ। কবির নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নূতন কোন মানসিক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সুধা খুঁজে বেড়ানো Jeffrey-র মত কুচক্রী আইনজ্ঞ সমালোচকের ধাতে ছিল না। এক নজরে ওয়ার্ডস্বার্থের উপর যে ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হ'য়েছিল তা তো পরিবর্তিত হোলোই না, বরং শত্রুকে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলার জন্য যত কিছু হীন ও জঘন্য উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন তা তিনি ক'রেছিলেন। তার মধ্যে একটি হ'চ্ছে কৌতুক সংক্ষিপ্তসার। 'Excursion'-এর সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষতা তার গল্পাংশের মধ্যে নিহিত নেই, আছে কাহিনীর ঊর্ধ্বে অপ্রয়োজনীয় একটা দিকের আলোকপ্লাবিত প্রান্তে যার জন্যে কবি আদায় ক'রে নেন গৌরবের সবচেয়ে রাঙা ফুলের মালা, একথা সকল সাহিত্যরসিকই জানেন। সেই Excursion-এর Sixth Book সম্বন্ধে Jeffrey-র যা-কিছু বক্তব্য তা এই—

"The sixth contains a choice obituary, or characteristic account, of several of the persons who lie buried before this group of moralisers ;—an unsuccessful lover, who had found consolation in natural history—a miner, who worked on for twenty years in despite of universal ridicule, and at last found the vein he had expected—two political enemies, reconciled in old age to each other—an old female miser—a seduced damsel—and two widowers, one who had devoted himself to the education of his daughter, and one who had

preferred marrying a prudent middle-aged woman to take care of them."

কবির মনে যে জ্যোতি আছে যে রসামৃত আছে তার অনুসন্ধান না ক'রে নিজের মনের কামনাটিকে কাব্যের মধ্যে খুঁজে বেড়ায় যে অবুঝ সমালোচকের দল তাঁরা সমালোচনার আসল পথটিকে ছেড়ে দিয়ে আবিল পথটিকেই বেছে নিয়েছে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা সমালোচকের চক্ষু নির্মল ক'রতে পারে না। আসল সমালোচকের গুণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

নকল বিচারকের বর্ণনা প্রসঙ্গে ব'লেছেন—"আবার ব্যবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত প্রাসাদের দেউড়ীতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জন-গর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়ি জুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরল বেশে দীনের মত মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখনো-কখনো তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু ধূলিনিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধূলামাটি সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন, দেউড়ির দরোয়ানগুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের

উপর নাই।” যাই হোক, নকল সমালোচকের অবুঝ মনের সঙ্কীর্ণতা ও বিষদশনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আপন অমৃত-জ্যোতির প্রভায় এই দুই কবির কাব্য কালের শাণিত বিচারে জয়ী হ'য়ে সরস্বতীর অক্ষয় দরবারে আপন আপন আসন দখল ক'রে নিয়েছে।

১৯

গদ্য কবিতা নামক বস্তুটি সাহিত্যে নোতুন আমদানী। নোতুন অর্থাৎ রবীন্দ্রপূর্ব যুগে সাহিত্যে এর অস্তিত্ব ছিল না। কোথাও কোথাও লক্ষণ হয়ত ছিল, কিন্তু ঠিক পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করেনি। রবীন্দ্রযুগেই এর আবির্ভাব এবং রবীন্দ্রনাথই এর স্রষ্টিকর্তা একথা সর্বজনবিদিত। ইংরেজী সাহিত্যেও গদ্য কবিতার প্রচলন আছে এবং তার স্রষ্টিকর্তা যে ওয়ার্ডস্বার্থ এ দাবী প্রায়শঃই করা হ'য়েছে। এ-সম্বন্ধে দুই কবির মতামত ও বক্তব্য আলোচনা ক'রে এবস্তুটির ওপর দুই কবি কী ধরণের আলোকসম্পাত ক'রেছেন তার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডস্বার্থ। প্রকৃতির সহিত নিত্যসম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠ সখ্যই তাঁকে কাব্যের ভাষা সম্বন্ধে নূতন 'থিওরি' প্রবর্তনের প্রেরণা দিয়েছিল। প্রকৃতির নিরাবরণ নিরাভরণ কোলে যাদের নিত্য অবস্থান সেই চাষীমজুর কৃত্রিমসভ্যতালোকবঞ্চিত গেঁয়ো মানুষদের কথোপকথনের ভাষা একটা অপূর্ব মূল্যবান বস্তু ব'লে তাঁর কাছে প্রতিভাত হ'য়েছিলো। Lyrical ballads-এর প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

"The majority of the following poems, are to be considered as experiments. They were written chiefly with a view to ascertain how far the language of conversation in the middle and lower classes of society is adapted to the purposes of poetic pleasure."

কবিতার জন্য শুধু সাধারণ মানব-জীবনের মধ্য থেকে সাধারণ ঘটনা বেছে নেওয়া নয় এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষা ব্যবহার করা নয়, তার উপরে একটু কল্পনার রঙও ছিটিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যাতে ক'রে সাধারণ বস্তুপুঞ্জ এবং ঘটনাগুলি অসাধারণ হ'য়ে মনের দরবারে পৌঁছতে পারে এবং সর্বোপরি আমাদের প্রকৃতিগত আদি রীতি-নীতিগুলির ছাপ তাদের উপর প'ড়ে সেগুলিকে আরো আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারে। দরিদ্র গ্রাম্য জীবনের মধ্যেই হৃদয়ের মূল আবেগগুলি সহজ সরল ও বাধাবন্ধহীনভাবে প্রকটিত, তাই তাদের মধ্যে অকৃত্রিম সহজ খাঁটি বস্তু ও খাঁটি প্রকাশময়ী ভাষার সন্ধান মিলে। তাই সভ্যতার শুদ্ধ-করা কৃত্রিম অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার চেয়ে এই সহজ সরল অকৃত্রিম গ্রাম্য মানুষদের ভাষা অধিকতর স্থায়িত্বের দাবী করে। Lyrical Ballads-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ওয়ার্ডস্বার্থ ব'লেছেন—

"The principal object, then, proposed in these Poems was to choose incidents and situations from common life, and to relate or describe them, throughout, as far as was possible in a selection of language really used by men, and at the same time, to throw over them a certain colouring of imagination, whereby ordinary things should be presented to the mind in an unusual aspect ; and, further, and above all, to make these incidents and situations interesting by tracing in them, truly though not ostentatiously, the primary laws of our nature ; chiefly, as far as regards the manner in which we associate ideas in a state of excitement. Humble and rustic life was generally chosen, because, in that condition, the essential passions of the heart find a better soil in which they can attain their maturity, are less under restraint, and speak a plainer and more emphatic language ; because in that

condition of life our elementary feelings co-exist in a state of greater simplicity, and, consequently, may be more accurately contemplated, and more forcibly communicated ; because the manners of rural life germinate from those elementary feelings, and, from the necessary character of rural occupations, are more easily comprehended, and are more durable ; and, lastly, because in that condition the passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature. The language, too, of these men has been adopted (purified indeed from what appear to be its real defects, from all lasting and rational causes of dislike or disgust) because such men hourly communicate with the best objects from which the best part of language is originally derived ; and because, from their rank in society and the sameness and narrow circle of their intercourse, being less under the influence of social vanity, they convey their feelings and notions in simple and unelaborated expressions. Accordingly, such a language, arising out of repeated experience and regular feelings, is a more permanent, and a far more philosophical language, than that which is frequently substituted for it by Poets, who think that they are conferring honour upon themselves and their art, in proportion as they seperate themselves from the sympathies of men, and indulge in arbitrary and capricious habits of expression, in order to furnish food for fickle tastes and fickle appetites of their own creation."

এই বক্তব্যের পর ওয়ার্ডস্বার্থ আরো একটু এগিয়ে ব'লতে চাইলেন যে, ভালো কবিতার সর্বোত্তম আকর্ষণীয় অংশও খাঁটি গদ্যের ভাষায় লেখা যেতে পারে, এবং নিজের যুক্তিতে প্রখর হ'য়ে নিজের মতামতকে আরো বৃহত্তর পরিধিতে বিস্তৃত ক'রে ব'ললেন,—নিরাপদে বলা যেতে পারে যে গদ্যের ভাষায় এবং কবিতার ভাষায় মূলতঃ কোন পার্থক্য

নেই বা থাকতে পারে না। "not only the language of a large portion of every good poem, even of the most elevated character, must necessarily, except with reference to the metre, in no respect differ from that of good prose, but likewise that some of the most interesting parts of the best poems will be found to be strictly the language of prose when prose is well written."

Milton-এর প্রায় সমস্ত কাব্যের অসংখ্য অংশ থেকে তাঁর এই বক্তব্য প্রমাণিত করা চলে তা তিনি উল্লেখ ক'রেছেন এবং Grey-রই (যিনি গদ্য ও ছন্দোবদ্ধ রচনার ভিতর পার্থক্য প্রদর্শনকারীদের মধ্যে যুক্তিবাদী নেতাস্বরূপ ছিলেন) একটা কবিতা উদ্ধৃত ক'রে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ ক'রেছেন—

"In vain to me the smiling mornings shine,
And reddening Phoebus lifts his golden fire:
The birds in vain their amorous descant join,
Or cheerful fields resume their green attire.
These ears, alas ! for other notes repine ;
A different object do these eyes require ;
My lonely anguish melts no heart but mine ;
And in my breast the imperfect joys expire ;
Yet morning smiles the busy race to cheer,
And new-born pleasure brings to happier men ;
The fields to all their wonted tribute bear ;
To warm their little loves the birds complain.
I fruitless mourn to him that cannot hear,
And weep the more because I weep in vain."

এই পংক্তিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র rhyme এবং একটিমাত্র শব্দ fruitless—(যা fruitlessly হওয়া উচিত ছিল) ছাড়া এ কবিতার ভাষা কোন অংশে গদ্য থেকে তফাৎ নয়, এবং দেখা যাচ্ছে গদ্যের

ভাষা অত্যন্ত সার্থক ভাবেই পদ্যে ব্যবহার করা চলে, এবং তিনি ব'লেছেন—

"it was previously asserted, that a large portion of the language of every good poem can in no respect differ from that of good prose. We will go further. It may be safely affirmed, that there neither is, nor can be, any essential difference between the language of prose and metrical composition. We are fond of tracing the resemblance between Poetry and Painting, and, accordingly, we call them Sisters: but where shall we find bonds of connection sufficiently strict to typify the affinity betwixt metrical and prose composition? They both speak by and to the same organs; the bodies in which both of them are clothed may be said to be of the same substance, their affections are kindred, and almost identical, not necessarily differing even in degree; Poetry sheds no tears "such as Angels weep," but natural and human tears; she can boast of no celestial ichor that distinguishes her vital juices from those of prose; the same human blood circulates through the veins of them both."

ওয়ার্ডস্বার্থের মতে Poetry-র বিপরীত Prose নয়, বরং বাস্তবতা বা বিজ্ঞান (Matter of fact or Science) বলা চলে। আরো খাঁটি ক'রে ব'ললে বলা যায় Prose-এর বিপরীত Metre। তবু এটাও খাঁটি বলা যায় না কেননা গদ্যেও ছন্দের দোলা লাগে। তিনি বলেন—

"much confusion has been introduced into criticism by this contradistinction of Poetry and Prose, instead of the more philosophical one of Poetry and Matter of Fact, or Science. The only strict antithesis to prose is Metre; nor is this, in truth, a strict antithesis, because lines and passages of

metre so naturally occur in writing prose, that it would be scarcely possible to avoid them, even were it desirable.''

Coleridge ওয়ার্ডস্বার্থের এই লেখনরীতিকে 'neutral style' ব'লেছেন, যেখানে সবকিছু বক্তব্য প্রকাশ করা হয় কথা-বলার ভাষা-ভঙ্গীতে, অথচ সবকিছুই গাম্ভীর্যপূর্ণ আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ক্ল্যাসিক্যাল কবিগোষ্ঠী এমনি স্বাভাবিক সহজ লেখনরীতিকে পদ্যে ব্যবহার ক'রেছিলেন পরম সুন্দরভাবে। তাঁরা দীর্ঘপদ, গম্ভীরধ্বন্যাত্মক-শব্দ, প্রাদেশিকতা, অকারণ আলঙ্কারিকতা এবং Latinism-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন পুরোদমে। Malherbe প্যারিসের দিনমজুরদের ভাষাকে আদর্শ ক'রেছিলেন এবং যা তাদের অবোধ্য সবই বর্জন ক'রেছিলেন। Ben Jonson ছন্দ এবং মিল বর্জন করেননি বটে, কিন্তু গদ্যের ভাষায় আর পদ্যের ভাষায় কোন তফাৎ রাখেননি। ওয়ার্ডস্বার্থ ঠিক এঁদের শিষ্য নন। তাঁর কল্পনার গুরু-গভীরতা তাঁকে বারে বারে একটি উচ্চতর রোমান্টিক ভাবমণ্ডলে উপনীত ক'রে একটি প্রবলতর সাহসিকতাপূর্ণ কাব্যিক প্রকাশাদর্শে প্ররোচিত ক'রেছে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়ার্ডস্বার্থ নিজেই তাঁর প্রকাশিত 'থিওরি'মতে সবক্ষেত্রে চ'লতে পারেন নি। বলা যেতে পারে যখন তিনি ভাল লিখেছেন তখন তিনি নিয়ম লঙ্ঘন ক'রেছেন, যখন লেখা উচ্চতর গ্রামে পৌঁছয়নি তখন মেনেছেন নিয়ম। বস্তুতঃ তিনি ক্বচিৎ তাঁর আপন থিওরি মেনে চ'লেছেন। Lyrical Ballads-এর অনেক কবিতায় তিনি এই গদ্যিক চালে বার বার গলদ ক'রেছেন। গদ্যিক শব্দগুলি চয়নে হয়ত গলদ নেই, কিন্তু গদ্যবাক্যের সজ্জারীতিটি ভঙ্গ হ'য়েছে, এবং তা হ'য়েছে বিশেষ কোন সুর বা ভাষায় কোন শক্তি প্রয়োগের জন্য নয়, ছন্দের জবরদস্তিতে। কিন্তু কাব্যে যে গদ্যরীতি তিনি চালাতে চেয়েছিলেন তাতে গদ্যিক শব্দ চয়নের চেয়ে গদ্যিক সজ্জারীতিটিই বেশী প্রয়োজন। যখন বাক্যের মধ্যে সংগঠনকারী

অংশগুলি সুসজ্জিত না থাকে তখন কথ্য ভাষার কোন phrase তার মধ্যে যথাযথভাবে লাগানোও অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। যেমন—

"Of years he has upon his back,
No doubt, a burthen weighty."

Simon Lee-র ন্যুব্জ দেহ বর্ণনায় কবি সহজ সরল কথ্য ভাষায় এইটুকু ব'লতে চেয়েছিলেন—"He has a heavy burden of years upon his back, no doubt." কিন্তু কেবলমাত্র 'weighty' শব্দটি ছন্দের জন্য প্রয়োজন হওয়ায় সমস্ত বাক্যটি গদ্যভঙ্গী ছেড়ে ছন্দের কৃত্রিম ভঙ্গী গ্রহণ ক'রেছে। এখানে বলা প্রয়োজন ওয়ার্ডস্বার্থ যতই কাব্যের গদ্যরীতির ওকালতি করুন ছন্দের মোহ ত্যাগ ক'রতে পারেন নি। কাব্যের অন্যান্য সৌন্দর্যের সঙ্গে এটি একটি 'superadded charm' ব'লে স্বীকার ক'রেছেন।

কথ্যভাষার রূপকে তিনি কাব্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন তা শব্দঝঙ্কারের বাহন ব'লে নয়, গভীর এবং অসাধারণ আবেগপ্রকাশক ব'লে। এবং এই আবেগের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বৃহত্তর ঘটনা-পুঞ্জের জটিলতার মধ্যে নয়, সাধারণ জীবনের সহজ অনাড়ম্বর ঘটনার মধ্যে। এমন কি শুধুমাত্র সেই সহজ ঘটনাটি নিরাভরণ ভাবেই নিরাবরণ করাকে উৎকৃষ্ট কাব্যকলা ব'লে তিনি মনে ক'রেছিলেন। তাঁর Essay upon Epitaphs-এর মধ্যে একটি অংশ আছে যা তাঁর বহু কবিতার উপর আত্মমন্তব্যমূলক ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে—

"In an obscure corner of a country churchyard, I once espied, half overgrown with hemlock and nettles, a very small stone laid upon the ground, bearing nothing more than the name of the deceased, with the date of birth and death, importing that it was an infant which had been born one day and died the following. I know not how far the Reader may be in sympathy with me, but more awful thoughts of rights conferred, of hopes awakened, of

remembrances stealing away or vanishing were imparted to my mind by that inscription there before my eyes than by any other that it has ever been my lot to meet with upon a tombstone."

ওয়ার্ডস্বার্থের মতে মূলতঃ ঐ নিরলঙ্কার ঘটনাটিই একটি কবিতা।

কাব্যে গদ্যিক চাল The Prelude এবং আরো বেশী ক'রে The Excursion-এর মধ্যে দেখা যায়—

"Nor less do I remember to have felt,
Distinctly manifested at this time
A human-heartedness about my love
For objects hitherto the absolute wealth
Of my own private being and no more."

অন্য একটি—

"As I grew up, it was my best delight
To be his chosen comrade. Many a time,
On holidays, we rambled through the woods:
We sate—we walked ; he pleased me with report
Of things which he had seen ;"

The Prelude-এ আছে, stage coach-এ ক'রে লণ্ডনে যখন প্রথম ঢুকছেন, কবি ব'লছেন—

"On the roof
Of an itinerant vehicle I sate,
With vulgar men about me."

এ-কাব্যের গদ্যিক চাল সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে গিয়ে প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো যে, তিনি Malherbe বা Wordsworth-এর মত চাষী-মজুর বা গেঁয়োমানুষদের ভাষাকে কবিতার আদর্শ ক'রতে যাননি বা পল্লীজীবনের মধ্য থেকে সাদাসিধে ঘটনাকেই কবিতার

আবেগময় সম্পদ ব'লে মনে করেননি। তবে ওয়ার্ডস্বার্থের মত তিনিও ব'লেছেন যে গদ্যের দেহের ভিতর দিয়েও কবিতার প্রাণ সঞ্চার করা চলে। তাঁর মত তিনিও মানেন যে গদ্য ও পদ্য পরস্পর বিপরীত বস্তু নয়, বরং একই কেন্দ্রাভিমুখী—বর ও বধূর মত মিলনোন্মুখ। এও মানেন যে, গদ্যের বিপরীত ঠিক ছন্দও বলা যায় না, কেননা গদ্যেও ছন্দের দোলা লাগে। এ সম্বন্ধে কবিগুরু নিজেই যা ব'লে গেছেন তা প্রচুর এবং যথেষ্ট। সুতরাং এ সম্বন্ধে আত্মকথা আর না বাড়িয়ে কবির নিজস্ব টীকাসূচক লেখারই শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয় মনে করি। 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে 'গদ্যকাব্য' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"একদা কোন-এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরাজী গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমনকি, ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ্য ক'রে এমন-সব প্রশংসাবাদ ক'রলেন যাকে অত্যুক্তি মনে ক'রে আমি কুণ্ঠিত হ'য়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোন চিহ্নই ছিল না, তবু যখন তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন তখন সে কথা তো স্বীকার না ক'রে পারা গেল না। মনে হ'য়েছিল, ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয়নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিক্কৃত হত, অশ্রদ্ধেয় হত।"

কাব্যের স্বরূপ যে ছন্দোবদ্ধ সজ্জার পরে একান্ত নির্ভর করে না, অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ ক'রতে পারে, তার উদাহরণ প্রসঙ্গে তাঁর 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটির কাহিনী সম্বন্ধে ব'লছেন—

"ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় প'ড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একটুও বাধেনি। উপাখ্যান মাত্র—কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে

তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হ'তে পারেন; কারণ এতো অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয়নি। আমি বলি, হয়নি ব'লেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হ'তে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হ'ত তবে হালকা হয়ে যেত।"

বিশ্বকবির এই বক্তব্য ওয়ার্ডস্বার্থের Essay upon Epitaphs থেকে উদ্ধৃতাংশ সম্বন্ধে বক্তব্য থেকে কোন অংশে পৃথক নয়।

বিশ্বকবি আরো ব'লেছেন—"সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম-না-জানা কয়েকজন লেখক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল অনুবাদ ক'রেছিলেন। একথা মানতেই হবে যে, সলোমনের গান, ডেভিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হ'ত তবে সর্বনাশই হ'ত।"

তাই তিনি ব'লেছেন—"গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন-কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য ব'লেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য-অতি-লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়।"

"আজকেই মোহাম্মদী পত্রিকায় দেখছিলুম কে-একজন লিখেছেন যে, রবিঠাকুরের গদ্য কবিতার রস তিনি তাঁর সাদা গদ্যেই পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক বলেছেন যে 'শেষের কবিতা'য় মূলত কাব্যরসে অভিষিক্ত জিনিস এসে গেছে। তাই যদি হয় তবে কি জেনানা থেকে বার হবার জন্যে কাব্যের জাত গেল। এখানে আমার প্রশ্ন এই, আমরা কি এমন কাব্য পড়িনি যা গদ্যের বক্তব্য বলেছে, যেমন ধরুন ব্রাউনিঙে। আবার ধরুন, এমন গদ্যও কি পড়িনি যার মাঝখানে কবি-কল্পনার রেশ পাওয়া গেছে। গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক

আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদান-প্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি নে।"

তারপরে ব'লেছেন—"আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে ; হয়ত সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে এবং এইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি।"

ওয়ার্ডস্বার্থ যেমন ইংরেজি কাব্যে গদ্যের চালের উল্লেখ ক'রতে গিয়ে Blank verse আবিষ্কর্তা Milton-এর নাম ক'রেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথও বাংলা কাব্যে প্রথম গদ্যের চালের উল্লেখ ক'রতে গিয়ে Milton-এর মন্ত্রশিষ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কর্তা মধুসূদনের নাম ক'রেছেন। একটা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্য-ভাষায় তখন প্রচলিত ছিল। আমরা তাতেই চিরাভ্যস্ত ছিলাম। "এমন সময়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমান ভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ, এর ভঙ্গি পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।"

কাব্যলক্ষ্মী আসার সময়ে গদ্যপদ্যের বাহন বিচার করেন না। সেকথা ব'লতে গিয়ে কবি ব'লেছেন—"কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক।" * * * "ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয় নি, তার হাজার প্রমাণ আছে ; গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।"

"গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই

নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্য-ছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার-শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার ক'রে তুলবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা ব'লতেই হবে, যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হ'লেও কাব্য, গদ্য হ'লেও কাব্য।"

রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডস্বার্থের মত কাব্যের জন্য গ্রাম্যভাষা এবং গ্রাম্যজীবনের সাধারণ ঘটনার দরজায় ধর্ণা দিয়ে বসে থাকেন নি বটে তবে তিনি প্রাত্যহিক তুচ্ছ সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতাকে কাব্যের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের অনুমতি না দিয়ে পারেন নি। তাই তিনি ব'লেছেন—"কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ ক'রতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।"

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠির মধ্যে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়তের ভিতর দিয়েও কবি কাব্যে গদ্যরীতির চমৎকার আলোচনা ক'রেছেন। সেখানে ব'লেছেন—'পুনশ্চ' "কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকের উপভোগ্য হবে ব'লেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে

ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা।"

তারপরে বিবাহ, বর ও বধূ, এবং পরবর্তীকালে তাদের প্রাত্যহিক সংসার-যাত্রার তুলনার ভিতর দিয়ে তিনি ব'লেছেন সেই লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই, ছন্দওয়ালা কাব্যে সাহানা রাগিণীতে শানাইয়ের বাজনা, সে ত চিরদিনের জন্য নয়। সেই বিশেষ দিনটির পরে তাকে তোলা থাকে সে সব। তারপরে সুরে বেসুরে ভালতে মন্দতে চিরদিনের গদ্যময় সংসার। কিন্তু যেহেতু বিবাহ র'য়ে গেছে সেজন্য থেকে থেকে "ঝুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে।" তাতেই জেগে ওঠে ছন্দহীন সংসারে ছন্দ। "যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের ক'রে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেই জন্যেই চারিত্রশক্তি আছে।"

তাই তিনি ব'লেছেন—"কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্য-সংসারের অলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিকে অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়।" গদ্যকাব্য নটীর মত কেবল কোন বিশেষ সময়ে সাড়ম্বরে সাজানো কোন বিশেষ স্থানে বিশেষ কায়দায় নাচে না। সে নদীর ঘাট থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত রাস্তায়-চলা সাধারণ মেয়ের মত বিনাছন্দের ছন্দে শুধু চলে। তার চলাটাই কাব্য। "সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে ব'লেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতি-ভঙ্গি আবাঁধা।

ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে-ধরা আধঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।”

তারপরে ব'লেছেন, সুন্দরী প্রেয়সী নারী সুন্দর সজ্জায় গানে যে মোহনীয় অনির্বচনীয় ভাব মনে জাগায় সেটা হল লিরিক। কিন্তু “কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা, বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে, অযত্নশিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হ'য়ে; সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক্ করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না, নাহয় গদ্য-লিরিকই হল।...প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা; গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই ব'লে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে।”

গদ্য তাহ'লে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন নিয়মে এই প্রশ্ন নিজেই ক'রে নিজেই এর উত্তরে ব'লছেন—

“গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী ব'লে কল্পনা কর তাহলে জানবে, তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাপড়ের হিসাব রাখেন, তাঁর কাশি সর্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, ‘মাসিক বসুমতী’ পাঠ ক'রে থাকেন—এ-সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত, এই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরির স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরণার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীর। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সঙ্গীত মিশিয়ে দেওয়া চলে। সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া।”

দুই কবির কাব্যে গদ্যরীতির আলোচনার শেষে এইটুকু বলা চলে যে, দুইজনেরই লক্ষ্য একই—কাব্যে গদ্যের চাল প্রচলন বা গদ্যে

কাব্যের অনির্বচনীয় ভাবরস উৎসর্জন। কিন্তু উপায় হয়ত কোন কোন অংশে ভিন্ন। তার ইঙ্গিত উপরোক্ত আলোচনার মধ্যেই দেওয়া হ'য়েছে। একথা বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথও ওয়ার্ডস্বার্থের মত কোন বর্ণনার শেষে কাব্যিক চালে কোন নীতি বা কোন উপদেশ পাঠকের জন্য বাছাই ক'রে তুলে ধরেন নি। কেবল পরিপূর্ণ বর্ণনাটি পাঠকের সামনে রেখেই কবি ক্ষান্ত। আপন আবেগে আপন ভাবপ্রসূত সেই নিছক বর্ণনাটিই কাব্যরূপে প্রতিভাত। তাতে পাঠক হয়ত ধাঁধায় প'ড়েছেন, কিন্তু কবি নীতিবাগীশ নামের কলঙ্ক থেকে রেহাই পেয়েছেন।

মনে রাখতে হবে দুই বিশ্ববরেণ্য কবির কাব্যালোচনা ক'রতে গিয়ে এক কবির কোনো বিশেষ কবিতার সঙ্গে আর কবির কোনো বিশেষ কবিতার হুবহু মিল খুঁজতে গেলে হতাশ হ'তে হবে। ক্বচিৎ ক্ষেত্রে হয়ত হওয়া সম্ভব। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব নয়। কম বেশী কোনো একটি অংশের সঙ্গে অংশের, কোথাও খণ্ডভাবে কোথাও পূর্ণভাবে কোন ভাবধারার সঙ্গে ভাবধারার সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র কিছু নয়। এখানে বহুক্ষেত্রেই তাই ঘটেছে। এবং বেশী ক'রে ঘটেছে দুই কবির মানসভঙ্গীর মিলন। ওয়ার্ডস্বার্থ পৃথিবীতে আগে এসেছেন এবং তাঁর কাব্যগঙ্গা পৃথিবীতে আগে ব'য়েছে, সুতরাং তাঁর এই সিনিয়রিটি এবং অগ্রজত্বের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবান্বিত ক'রেছে একথা মনে হ'লেও সেটা যেমন অহেতুক রবীন্দ্রনাথও যে এই সমস্ত সাদৃশ্য-পূর্ণ ভাবধারার মালমসলা ঐ তুলনীয় কবির কাব্যাদর্শকে সাম্‌নে রেখে সজ্ঞানে গ্রহণ ক'রেছিলেন একথা বলাও তেমনি অর্বাচীনত্ব। কারণ অনুকরণের কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা তাঁর কাব্যে কোথায়? বরং বলা যেতে পারে তাঁর সর্বগ্রাসী কৌতূহলী মন নানা জীবনের নানাদিকে বিশ্বের নানাভাগে বিস্তৃত হ'য়ে নানা মনের নানা কোণে

সর্বভাবে সর্বরসে সঞ্জীবিত হ'য়ে বিশ্বের কোথাও-না-থাকা অদৃষ্টপূর্ব আপন একটি বিশিষ্টরূপে আপনি গঠিত হ'য়ে উঠেছে। ফুল ফোটে, সে আপন প্রাণ-দেবতার শক্তিতে আপনি ফোটে। কোনো মানুষ তার পাপড়িগুলোকে টেনে টেনে ছাড়িয়ে ফোটাতে পারে না। তাঁর এই সর্বগ্রাসী মন ও সর্বাচ্ছন্ন চিন্তাধারার মধ্যে আর কারো কোনো মনের উপাদান থাক্‌বে না এ-কথা মনে করাটাই অস্বাভাবিক। আর সবটাই যদি অতীতযুগের পুরোনো মানবের চিন্তাধারা দিয়েই গঠিত হয় তাতেই বা কী এসে গেলো। পৃথিবীতে নূতন কে কী কবে ব'লেছেন। যিনি যাই বলুন সবই পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। এই জীবনটাই তো পুরোনো জীবনেরই পুনর্জাগরণ। একই আত্মাই তো জীবনে জীবনে নব নব রূপে রূপায়িত। বিজ্ঞানও ব'ল্‌ছে জল জমে বরফ, বরফ গ'লে নদী, তারপর বাষ্প হ'য়ে আবার জল। তেমনি বক্তব্য সবই পুরাতন তবুও নূতন—প্রাণৈশ্বর্যে নূতন, নূতন আলোক-সম্পাতে নূতন, নূতন আবেগে নূতন, নূতন অনুভূতিতে নূতন, নূতন প্রকাশভংগীতে নূতন; বহুল পুরাতনের একত্র সমাবেশে—সমষ্টিকরণে নূতন। বিশ্বকবির মাঝখানে বিশ্বের বহুল পুরাতন বস্তু বহুল পুরাতন আবেগ বহুল পুরাতন অনুভূতি বহুল পুরাতন বৈচিত্র্য একত্র হ'য়ে অখণ্ড সমাবেশে মিলিত হ'য়েছে। মিলিত যখন হ'ল ঘুচে গেলো তাদের পুরাতন রূপ পুরাতন অস্তিত্ব পুরাতন আপন স্বাতন্ত্র্য, তাদের খোলস গেলো বদলে, চেহারা উঠ্‌লো নূতন রঙে রঞ্জিত হ'য়ে। আমরা আনন্দিত হ'য়ে স্বাগত জানিয়ে ব'লে উঠ্‌লুম, এ যে নবাবির্ভাব! খণ্ড খণ্ড ভাবে যা ছিল, সমগ্র একীভূত ভাবে যা ছিল না, আজ তা দেখা গিয়েছে তাই তো সম্পূর্ণ নূতন। পুরাতন টুক্‌রো টুক্‌রো খণ্ড এতদিনের না-থাকা অখণ্ডের মাঝে দেহ ধ'রেছে তাই তা অদৃষ্টপূর্ব। 'সুন্দর'—সে কবে ছিলো না? সেই পুরোনো সৌন্দর্য তিল তিল আহরণ ক'রে নিয়েই তো তিলোত্তমা। যখন গঠিত

হ'লো সে অপরূপাকে পুরোনো ব'লে মুখ ফিরিয়ে নেবে কোন্ বেরসিক? সূর্যরশ্মির মাঝে সাতটা রঙ আছে, তাই ব'লে কি সূর্যরশ্মি কেবল ঐ সাতটা রঙই? সূর্যের মহিমা কি কেবল ঐ সাতটা রঙেই নিঃশেষ? ঐ v-i-b-g-y-o-r-ই কি কেবল সূর্যের একমাত্র গৌরব? তার বাইরে কি তার অন্য পরিচয় নেই? আছে—আছে ব'লেই কত ব্রহ্মাণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, প্রাণতপ্ত হ'য়ে নব নব নিঃশ্বাসে বেঁচে বেঁচে উঠ্‌ছে, আছে ব'লেই 'সৌরমণ্ডল' গঠিত হ'য়েছে, ঐ গ্রহ-গোষ্ঠীকে আমরা 'সৌরমণ্ডল' ব'লেই চিনেছি। ঐ সাতে মিলেই সে সম্পূর্ণ নূতন এক—অপরূপ এক, যা সাতের সম্পূর্ণ বাইরে—ঊর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ আছেন খণ্ডভাবে পৃথিবীর বহু কবি মনীষীর মধ্যে আবার বহু কবি মনীষী একত্র অখণ্ডভাবে আছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে! তিনি সমগ্র, তাঁরা একক। বিশ্বের ভাব আছে তাঁর মাঝখানে তাঁর ভাব আছে বিশ্বের মধ্যে। সুতরাং তাঁর মহিমা নানা দেশের নানা কবির v-i-b-g-y-o-r-টুকুই নয়, তাঁর মহিমা প্রজ্বলিত প্রাণতপ্ত প্রদীপ্ত শিখায়। ঐ সাতে মিলেই এক, কিন্তু সাতের সম্পূর্ণ বাইরে—ঊর্ধ্বে। সূর্য যে-কারণে যে-গুণে সূর্য রবি সেই কারণে সেই গুণে রবি। তাঁর জ্যোতির্ময় প্রতিভা-রশ্মি রচিত সৃষ্টির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিনিয়ত বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে তাকিয়ে থাকি আর বলি—এ কী অনন্তবিসারী দিক্‌চিহ্নহীন তরঙ্গিত জ্যোতিসমুদ্র!—এ কী দিগন্তপ্রসারী বিশাল বিপুল সৃষ্টির হিমালয়! আর শুধাই—সাম্‌নে নিরালোক আছে কি আর কোনো দেশ?

সমাপ্ত

S. G. DEUSKAR LECTURES ON
INDIAN HISTORY AND CULTURE 1985

ASPECTS OF RURAL SETTLEMENTS AND RURAL SOCIETY IN EARLY MEDIEVAL INDIA

Brajadulal
Chattopadhyaya

CSSSC CENTRE FOR STUDIES
IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA